রংপুর সিটি কর্পোরেশন
সাধারণ শাখা
www.rpcc.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.১৮.০০০০.১০১.০৫.০০৯.২৩-৫৫২০

তারিখঃ ১২ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯' এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ .... পাতা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০২৫৮৯৯-৬২৭৪৭
ই-মেইলঃ ceo@rpcc.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ ও ২ শাখা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং- ৪৬.১৮.০০০০.১০১.

তারিখঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি:

১. সচিব, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
২. আফিস নথি।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০২৫৮৯৯-৬২৭৪৭
ই-মেইলঃ ceo@rpcc.gov.bd

রংপুর সিটি কর্পোরেশন
স্থাপিত ঃ ২০১২ খ্রিঃ

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

অর্থ বছর (২০২২-২০২৩)

রংপুর সিটি কর্পোরেশন
সেপ্টেম্বর/২০২৩

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা ১

১.১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শুভেচ্ছা ১

১.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আমাদের অর্জনসমূহ........ ৪

অধ্যায় ২. সিটি কর্পোরেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ........ ৫

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ ৬

২.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ ৯

৩. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)........ ১১

৩.১ রূপকল্প (Vision)........ ১১

৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ১১

৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ ১২

৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল........ ১২

৪.২ মেয়র, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ১২

মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর গনের নাম ও মোবাইল নম্বর:-........ ১২

৫. বাজেট ও অর্থ

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী........ ১৪

৫.২ রাজস্ব আদায়ঃ ১৬

অধ্যায়৬. অবকাঠামো উন্নয়ন........ ১৭

৬.১ প্রতিবেদনের এবং পূর্ববর্তী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কাজসমূহ........ ১৭

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন –সম্পর্কিত অর্জন সমূহ........ ১৮

অধ্যায়-৭ অবকাঠামো : পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম সমূহ ২০

৭.১ সচিবের দপ্তর........ ২০

৭.২ রাজস্ব বিভাগ........ ২১

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ ২২

৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ২৩

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ........ ২৪

৭.৬ সমাজকল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৫

অধ্যায় ৮. প্রশাসনিক উন্নতিকরণ........ ২৭

৮.১ লক্ষিত কাজ সমূহ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল........ ২৭

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)........ ৩৫

৯. কর্পোরেশন এবং কমিটির সভা........ ৩৭

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা........ ৩৭

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা........ ৫৩

১০. নাগরিক সম্পৃক্তকরণ........ ৬০

১০.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভা ৬০৬
১০.২সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) সভা........৬০
(জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩)........৬০
১০.৩ জনসভা/ জনতার মুখোমুখি........৬০
১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম........৬০
১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার........৬১

ফটোগ্যালারিঃ ৬২

নোট: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের নির্দেশিকার সংগে সংযুক্ত একটি ফরমেট অনুসরণ করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুয়ায়ী সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) সিটি কর্পোরেশনের নিজেদের ব্যবহারের জন্য প্রতিবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং অর্জনসমূহ নথিভুক্ত করা (২) নাগরিকদের সাথে তথ্য শেয়ার করা এবং (৩) সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা ।

শব্দসংক্ষেপন ও ব্যাখ্যা

নোট: প্রয়োজনীয় অন্যান্য শব্দসংক্ষেপন

	English	Bangla	
ADP	Annual Development Program	এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
APA	Annual Performance Agreement	এপিএ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
BDT	Bangladesh Taka	বিডিটি	বাংলাদেশ টাকা
CC	City Corporation	সিসি	সিটি কর্পোরেশন
C4C	Project for Capacity Development of City Corporations (of LGD assisted by JICA)	সিফরসি	ক্যাপাসিটি ফর সিটিজ (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পের সংক্ষিপ্তরূপ)
CLCC	City Level Coordination Committee	সিএলসিসি	নগর সমন্বয় কমিটি
FY	Fiscal (Financial) Year	অব	অর্থবছর
GRO	Grievance Redress Officer	জিআরও	অভিযোগ প্রতিকার কর্মকর্তা
JICA	Japan International Cooperation Agency	জাইকা	জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা
IDP	Infrastructure Development Plan	আইডিপি	অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা
WLCC	Ward Level Coordination Committee	ডব্লিউএলসিসি	ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা

১.১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শুভেচ্ছা

সিটি কর্পোরেশন সংবিধিবদ্ধ একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নগরীর সর্বস্তরের জনগণের সকল ধরনের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। বিলুপ্ত রংপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ মে রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধারাবাহিকতায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে একটি বসবাসযোগ্য, আধুনিক এবং নিরাপদ মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ জন্য আমি সবসময়ই নগরবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশন কিছুটা আর্থিক অস্বচ্ছলতা কাটিয়ে নগরবাসীকে ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা প্রদানের জন্যে কিছু আয়বর্ধক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহন করেছে। এছাড়াও নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বেশ কিছু কাজ চলমান রয়েছে এবং আরও কিছু দৃশ্যমান কাজ হাতে নেয়ার আকাঙ্খা রয়েছে। সম্মিলিতভাবে সুন্দর রংপুর নগরী গড়ে তুলতে নগরীর সকলকে উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। বর্তমান সরকার আগামী ৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায়। এই কর্মপ্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ দরকার।

উন্নয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িক উসকানী, জঙ্গীবাদ, পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির মোকাবেলা করে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার করে জনগনের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সার্বিক সহযোগিতায় উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগনকে সম্পৃক্ত করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। নতুন সিটি কর্পোরেশন হিসাবে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান, ড্রেন নির্মান, বৃক্ষরোপন, জলাধার নির্মান, পানি শোধনাগার স্থাপন, মা ও শিশুর জন্য নগর স্বাস্থ্য ও মাতৃসদন স্থাপন, সিটি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নির্মাণ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের আলোকে নবগঠিত সিটি কর্পোরেশন হিসেবে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও নাগরিক সুবিধা / সেবা সমূহ স্বল্প সময়ে নাগরিকদের নিকট পৌছানো নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বিভিন্নধরনের কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করেছি এবং আরও অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি যা বাস্তবায়নাধীন। রংপুর মহানগরীর সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে, পরিকল্পিত নগরায়নে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, এসডিজি অর্জনে সরকারের সাফল্য প্রচার এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি রূপকল্প ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশের প্রস্তাবনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/২০৪১ অর্জন এবং বাস্তবায়নের সাথে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, আন্তরিকতা এবং সহযোগিতায় দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন বিশেষত নতুন সিটি কর্পোরেশন হিসাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যা রংপুর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নে আগামী দিনগুলোতে অত্র কর্পোরেশন যুগোপযোগী ও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

নগরবাসীর সার্বিক কল্যানে ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে আমরা সকলে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি। দলমত নির্বিশেষে আমরা সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছি।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় জনগনের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনেক। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় যেমন ঢাকা, খুলনা, রাজশাহীর মতো সত্যিকার অর্থে সংগাঠনিক ও প্রশাসনিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন উন্নীত হয়নি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, প্রকৌশল বিভাগ, হিসাব বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করার চেষ্টা চলছে। সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম বা সাংগঠনিক কাঠামো, চাকুরী বিধিমালা এখনও অনুমোদন হয়নি, মাষ্টারপ্লান হয়নি, ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ন হচ্ছে। যার ফলে সুদূরপ্রসারি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সংস্থার প্রতিটি বিভাগে আমুল পরিবর্তন এনে সংস্থার লোকবল বৃদ্ধি করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এজন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও পেশাদারিত্বের ভূমিকায় এনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নাগরিক কল্যানে আরো বেশী কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করে সকল অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও শক্তিশালী নেতৃত্বে আমরা রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে বিশ্বের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক জনগনের নিরাপদ বাসস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি সিটি কর্পোরেশন হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। নাগরিক সেবা প্রদান ও পরিচ্ছন্ন, বসবাস উপযোগী আধুনিক মহানগরী হিসাবে রংপুরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ

করে যাচ্ছে।

রংপুরকে একটি অত্যাধুনিক নগরে পরিনত করার জন্য আমার সহকর্মী কাউন্সিলরবৃন্দ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি এলাকা তথা কর্পোরেশনে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে অতিরিক্ত কোন প্রকার ট্যাক্স আরোপ করা হয়নি বরং ট্যাক্স কার্যক্রমকে জনগণের সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডকে গতিশীল করার জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিভাগকে কম্পিউটারের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণে নগরবাসীর সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

১.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আমাদের অর্জনসমূহঃ

- ২ কি.মি কাচা রাস্তা পাকা করণ
- মাহিগঞ্জ ডিমলায় এ্যাসফল্ট প্লান্ট ও ষ্টোর ইয়ার্ড নির্মান
- সড়ক বাতি স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষন ৬৯ কি.মি (১৭+৫২)
- ড্রেন নির্মান ২৫ কি.মি
- ড্রেন মেরামত ৫ কি.মি
- ফুটপাত নির্মান ৮ কি.মি
- ফুটপাত মেরামত ৪ কি.মি
- ব্রীজ/কালর্ভাট নির্মান ৩০ মিটার
- নগরীর ০৩ টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল সিস্টেম স্থাপন।
- ডেঙ্গু টেস্ট কিট ক্রয়।
- ৩০০০ টি প্লাষ্টিক ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়।
- বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৭০ টি আর সি সি ডাস্টবিন নির্মাণ করা হয়।
- ০৩টি এস টি এস নির্মাণ।
- সিটি বাজারে আধুনিক পাবলিক টয়লেট, ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ
- বুড়িরহাটে রাস্তা ও ড্রেণ নির্মাণ
- লালবাগ হাটে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- নবাবগঞ্জ বাজারে ড্রেণ ও রাস্তা নির্মাণ

ডেঙ্গু মোকাবেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

- ডেঙ্গুসহ মশা বাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনে কমিটি গঠন যার কার্যক্রম চলমান আছে এবং ওয়ার্ড কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- মশক নিধন ঔষধ লার্ভিসাইড এবং এডাল্টিসাইড স্প্রে কার্যক্রম।
- মশার প্রজনন স্থল শ্যামাসুন্দরী, কে ডি ক্যানেল মহানগরীর বিভিন্ন ড্রেন সমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ঝোপ ঝাড়-জঙ্গাল কর্তন অপসারণ, পরিষ্কার করত: উক্ত স্থানে মশক নিধন ঔষধ স্প্রেকরণ।
- প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ টি সাব জোনে বিভক্ত করত: সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের নেতৃত্বে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, জনসাধারনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত:করণ সহ মাইকিং,লিটলেট বিতরণ। প্রতিটি সাব জোনে বিভিন্ন শ্রেণী/ পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে ২০ (১৫জন পুরুষ+৫জন মহিলা) সদস্য বিশিষ্ট সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- মশা নিধনে লজিষ্টিক সাপোর্ট যথা ফগার মেশিন, হ্যান্ড স্প্রে মেশিন, ঔষধ ক্রয়, মজুদের পরিমাণ মশক নিধন ঔষধঃ এডান্টিসাইড =১০০০ লিটার, লার্ভিসাইড =২০০ লিটার, ফগার মেশিট ২২ টা, হ্যান্ড স্প্রে মেশিন ৮০ টা ।
- নির্মানাধীন ভবনের পাশং পাশ এলাকায় লার্ভিসাইড স্প্রেকরণ।
- লার্ভা দমনে নিয়মিত মোবাইল কোট পরিচালনা।
- ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কুইক রেস্পপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে তারা কার্যক্রম গ্রহন করেন
- ০২ টি ডিজিটাল এল.ই.ডি টিভির মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।
- ১৬/০৮/২০২৩ ইং তারিখ থেকে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে ০৯টি ওয়ার্ডে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালানো হয়েছে।
- ভ্রাম্যমান টিম লোকসংগীতের মাধ্যমে জন সচেতনতা মূলক প্রচারনা চালানো হয়েছে।
- তিন লক্ষ টাকার ডেঙ্গু টেস্ট কিট ক্রয় করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মনোন্নয়নের তথ্যাদিঃ

- জৈব সার কম্পোস্ট প্লান্ট ২০১৮ সালে কার্যক্রম শুরু করা হয় যা মেরামত করে প্লান্টটির মানোন্নয়ন করা হয়।
- মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট ২০১৯ সালে শুরু করা হয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্লান্টটির মানোন্নয়ন করা হয়।
- Feacal sludge treatment plant. ২০২০ সালে শুরু করা হয়, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্লান্টটির আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- বসতবাড়ীতে গৃহস্থালী বর্জ্য পৃথক করণের জন্য আর এফ এল প্লাষ্টিক ডাস্টবিন ৩০০০ টি সরবরাহ করা হয়।
- বিভিন্ন ওয়ার্ডে আর সি সি ডাস্টবিন ৭০ টি নির্মাণ করা হয়।
- ০৩টি এস টি এস নির্মাণ।
- সকাল এবং বিকেল ২ শিফটে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম টেকসই করনের জন্য কমিউনিটিকে সম্পৃত্তকরণ ও কমিউনিটি দল গঠন সহ ০৪ টি মডেল ওয়ার্ড গঠন করা হয় যার কার্যক্রম চলমান আছে।
- পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- বসত বাড়ী এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হতে বর্জ্য সংরক্ষনের জন্য সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) এবং এনজিও কে দায়িত্ব প্রদান ।
- দৈনিক সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান-১০০ মে:টন (১৬-৩০ নং ওয়ার্ড) সমূহে।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অর্জনঃ

- ইপিআই সহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য বাৎসরিক মাইক্রোপ্লান তৈরী করা।
- নগর ভবনে মা ও শিশুদের টিকা প্রদান করা হয় (সকাল ৯.৩০মিনিট থেকে বিকাল ৪.০০টা) পর্যন্ত।
- কোভিড-১৯ টিকা দেয়া।
- কোভিড-১৯ রোগীর নমুনা সংগ্রহ।

- কোভিড-১৯ সনাক্ত রোগীদের বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান।
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোভিড-১৯ টিকা প্রদান।
- প্রতিটি ওয়ার্ডে ০৮(আট)টি করে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে মা ও শিশুদের টিকা প্রদান ।
- জলাতংকের টিকা প্রদান।
- প্রতি বছরে ০২(দুই) বার সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদে ডাক্তার টিম গঠন।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে বছরে ০২ (দুই) বার ক্ষুদে ডাক্তার দ্বারা কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো।
- সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে বছরে ০২(দুই) বার ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো।
- জাতীয় প্রোগ্রামে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।
- নগর ভবনে আগত মায়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা মূলক ভিডিও চিত্র খউউ টিভির মাধ্যমে দেখানো।
- প্রতি মাসে ইপিআই সুপারভাইজার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ।
- নগর ভবনে আগত সকল ওয়ার্ডের ৫ বছরের নিচে শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।
- নগর ভবনে আগত ০ থেকে ১৫ মাস বয়সী সকল শিশুদের সোল্টার স্কেল দ্বারা ওজন মাপা। এবং ১৬ মাস থেকে ৫ বছর শিশুদের গটঅঈ টেপ দ্বারা বাহু মাপার পর পুষ্টি নির্ধারণ এবং সকল শিশুকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পুষ্টি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।
- ১৫-৪৯ বছর বয়সরে মহলিাদরে (টিটি) টিকা প্রদান ।
- ২ থেকে ৫ বছরের শিশুদের উচ্চতা মাপা হয় এবং পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ।
- ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মশক নিধন স্প্রে ও মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম পরিচালনা।
- নগর ভবনের ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনটি জোনের ২৯৩ টি কেন্দ্রে ইপিআই টিকা প্রদান।
- নগর ভবনে একটি ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন।
- পরিবেশ দূষণ অভিযোগ রোধে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহন।
- তদরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ।
- মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ।
- ডায়রিয়া রোগীদের খাবার স্যালাইন বিতরণ।
- ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান।

নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের সেবা সমূহ:

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া ।
- প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা দেয়া ।
- নরমাল ডেলিভারী করা ।
- সিজারিয়ান অপারেশন করা ।
- ডি এন্ড সি করা ।
- জন্ম নয়িন্ত্রণ পরার্মশ প্রদান ।
- গর্ভপাত জনিত সেবা ও ঝুকিপূর্ণ গর্ভপাত প্রতিরোধ।
- ১৫-৪৯ বছর বয়সের মহিলাদের (টিটি) টিকা প্রদান এবং শিশুদের ই.পি.আই টিকা প্রদান।

১.৩ অর্থবছর ২০২৩-২৪ এবং পরবর্তী বছরের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি

- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগনের জীবনমান উন্নয়ন।
- নতুন রাস্তা নির্মাণ ৫০.০০ কি.মি.
- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ৪১.০০ কি.মি.
- ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ১৫০ মিটার
- ড্রেণ নির্মাণ এবং মেরামত ৩০.০০ কি.মি
- ফুটপাত নির্মাণ এবং মেরামত ১৫.০০ কি.মি.
- সড়কবাতি স্থাপন/মেরামত ৬০.০০ কি.মি.
- পার্ক নির্মাণ /মেরামত ০১ টি
- পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/মেরামত ৩০ টি
- পাইপ লাইন স্থাপন/মেরামত ৮.০০ কি.মি.
- কবরস্থান/শশ্মান উন্নয়ন/মেরামত ০৩টি
- রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংগাঠনিক কাঠামো অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থাপন বিভাগকে শক্তিশালীকরণ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসাধারনের সকল প্রকার নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং সকল বিভাগ/শাখার সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করা।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল আর্থিক লেনদেনের হিসাব ডিজিটালি সংরক্ষন, এবং এম.আই.এস বাস্তবায়ন।
- স্বাস্থ্য সেবা ডিজিটালাইজডকরণ ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১ টি সিটি হাসপাতাল স্থাপন।
- পরিকল্পিত নগরায়ন ও অন-লাইনের মাধ্যমে ইমারত নক্সা অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ০৩ টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৩৩ টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ ।
- নগরবাসীর চলাচলের সুবিধার্থে যানজট পরিহার করে বিদ্যমান শ্যামা সুন্দরী খালের উপর দিয়ে নগরবাসীর পায়ে হাটা পথ, চলাচলের বিকল্প রাস্তা ও ফ্লাইওভার নির্মাণ এছাড়া যানজট নিরসনের জন্য শহরের অভ্যন্তরে ৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তা তৈরীর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার সাথে সাথে অবৈধ ফুটপাত দখলদার উচ্ছেদ সহ নগরীর রোড ডিভাইডার সমূহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
- আধুনিক পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে শহরস্থ চিকলীর বিলে- আধুনিক শিশু পার্ক, ওয়াটার পার্ক সহ ১টি থীম পার্ক স্থাপন।
- সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের জন্য “e-governence”- সিস্টেমের ব্যবস্থাপনায় অফিস অটোমেশন চালু করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল শাখাকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা এবং এম.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আরো জোরদার করা।
- পরিবেশ দূষন রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গার্বেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।
- নগরীর সংগৃহীত সকল বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তরের লক্ষ্যে বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানী তৈরী করার গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
- নাগরিকদের যাতায়াত ও এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে বিকল্প নতুন রাস্তা, ড্রেন, কালভাট নির্মাণ।
- নির্মান সামগ্রী পরীক্ষা করার জন্য অত্যাধুনিক মান সম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষাগার স্থাপন।
- নগরবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহে পানি শোধনাগার নির্মাণ।

- নিম্নবিত্ত/বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এর জন্য সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বহুতল বিশিষ্ট আবাসন ভবন নির্মাণ।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপন ও বনায়ন কর্মসূচী করা এবং সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আওতায় বেকারত্ব দূরীকরণ।
- “রংপুর শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন” তথা মাস্টার প্ল্যান এর বাস্তবায়ন ও নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যত্রতত্র আবাসিক ভবন, মার্কেট, বাজার, শিল্প কারখানা স্থাপন রোধ।
- যাতায়াতের সুবিধার্থে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিটি সার্ভিস চালু করা।
- পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ড্রেনেজ মহা-পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণশৌচাগার নির্মাণ ও বাস্তবায়ন করা।
- পরিকল্পিত নিরাপদ শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান-সম্পন্ন সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা।
- নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- নগরীতে ভিক্ষুক নিরসন কর্মসূচী গ্রহণ তথা ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
- আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ সিটি কর্পোরেশন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাসহ সিটি কর্পোরেশনের সকল পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা

অধ্যায় ২. এক নজরে সিটি কর্পোরেশন

এক নজরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন

১। প্রতিষ্ঠাকাল	সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠাকাল ২৮/০৬/২০১২ খ্রিস্টাব্দ।
২। ওয়ার্ড সংখ্যা	পৌরসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠা ১ মে ১৮৬৯ ইং সাল (ক) শ্রেণীতে উন্নীত করণের তাং ২৩/০৯/১৯৮৬। ৩৩ টি। (মৌজা ১১২ টি, মহল্লা ৪৪২ টি)
৩। আয়তন	২০৫.৭০ বর্গ কিঃ মিঃ
৪। জনসংখ্যা	প্রায় ৭৯৬৫৫৬ জন, (পুরুষ ৩৯৮২৮২ জন, মহিলা ৩৯৮২৭৪ জন), শিক্ষিতের হার ৬৫% *ভোটার সংখ্যা= ৩,৭০,০০০ জন (প্রায়)
৫। হোল্ডিং সংখ্যা	৫১১৬৩ টি। সরকারী ৪৫৮ টি। বেসরকারী ৫০,৭০৫ টি।
৬। মোট রাস্তা	১৪২৭.২৫ কিঃ মিঃ (নতুন ও পুরাতন) *পাকা রাস্তা ৩৮২.২৫ কিঃমিঃ *এইচ.বি , ০৩ মিঃ,*আর.সি.সি ২৩ কিঃমিঃ *কাঁচা রাস্তা ৭২২ কিঃ মিঃ
৭। ড্রেনের পরিমান	১৬৫.০০ কিঃমিঃ
৮। ব্রীজের পরিমান	১২৫ টি।
৯। কালভার্টের সংখ্যা	১১১৫টি।
১০। পানি সংক্রান্ত তথ্য	মোট গৃহসংযোগ ৪৮৩৮ টি। (সরকারী ৮২ টি, আবাসিক ৪৭৫৬ টি) *গভীর নলকুপের সংখ্যা ১১টি (০৯ টি বর্তমানে চালু) *আয়কর বিমুক্তিকরণ প্লান্ট ৩টি। (২ টি চালু) *উচ্চ জলাধারের সংখ্যা ৫টি (বর্তমানে চালু ২ টি) *পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৫৭.৫ কিঃমিঃ
১১। মার্কেট / হাট	১৫ টি।(ক) পুরাতন এলাকাঃ ১.লালবাগ হাট ২.সিটি বাজার ৩.সীতানাত বণিক বিপনী বিতান ৪.ধাপ বাজার ৫.সাতমাথা মাহিগঞ্জ মার্কেট ৬.নবাবগঞ্জ মার্কেট৭.মাহিগঞ্জ বাজার ৮.কেল্লাবন্দ মার্কেট (নির্মাণাধীন) ৯.কামারপাড়া বাজার (খ) সম্প্রসারিত এলাকাঃ ১.পান্ডার দিঘী ২.হাজীরহাট ৩.চওড়ারহাট ৪.সাহেবগঞ্জ হাট ৫.চান্দকুটি হাট ৬.খলিসাকুটি হাট ৭.নিশবেতগঞ্জ ৮.নজিরেরহাট ৯.কেরানীরহাট ১০.চক ইসবপুরহাট ১১.বুড়িরহাট ১২.গোলাগঞ্জহাট ১৩.মনোহরহাট ১৪.শুকানচকিহাট ১৫.ভুরারঘাট হাট।
১২। কোচ/বাস/ট্রাক স্ট্যান্ড	৪ টি। (১) ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড (২) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল (৩) ট্রাক স্ট্যান্ড (৪) পীরগাছাবাস স্ট্যান্ড।
১৩। বিল	৩ টি। (১) চিকলী (২) নাছনিয়া (৩) কুকরুল।
১৪। কসাইখানা	২ টি। (গণেশপুর আর কে রোডের ধারে ও পাটবাড়ি, মাহিগঞ্জ)।
১৫। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত	বিদ্যালয় সংখ্যা ১৭ টি। *উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি *স্যাটেলাইট স্কুল ৩টি *সিজিপি কতৃক পরিচালিত স্কুল ১০ টি।
১৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ	কলেজ ২৮ টি *হাই স্কুল ৫৪টি *মাদ্রাসা ২৪০ টি *কিন্ডার গার্ডেন ১৪০ টি
১৭। সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন হাসপাতাল	৫টি *বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মাহিগঞ্জ *জুম্মপাড়া *সাতমাথা *এরশাদনগর *সম্মানীপুর।
১৮। যানবাহন	৪৮ টি *জীপ গাড়ি ৪টি (অকেজো ২টি) *পিক-আপ ৬টি *গার্বেজ ট্রাক ২৫ টি (অকেজো ৩টি)*রোড রোলার ৫টি *ভাইব্রেটরী রোলার২ টি *হুইল লোডার১টি

	*এ্যাম্বুলেন্স২ টি *মটর সাইকেল৩১ টি *ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার ২ টি *হাইড্রোলিক বিমলিফটার ৪ টি
১৯। সাইকেল স্ট্যান্ড	০৩ টি *সিটি বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড *লালবাগ হাট সাইকেল স্ট্যান্ড *সীতানাথ বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড
২০। পুকুর	০২টি (১) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল পুকুর (২) রাধাবল্লভ অফিস সংলগ্ন পুকুর।
২১। খোয়াড়	৪২ টি।
২২। রিক্সা/ভ্যানগাড়ি	২১,০০০ টি।
২৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন হাসপাতাল/ক্লিনিক	*সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল ০৩ টি *বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল ০৪ টি, *ক্লিনিক কাম ডায়াগনিস্টিক সেন্টার ১৮৬টি
২৪। সড়কবাতির সংখ্যা	১৫,০০০ (প্রায়)
২৫। বস্তির সংখ্যা	৫৭ টি।
২৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরেধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ:	*মসজিদ ১১১৪টি *কবরস্থান ৯৮৪টি *এতিমখানা ২৬টি *শ্মশান ০৩ টি *ঈদগা ময়দান ৮৫টি *মন্দির ১৩টি *চার্চ ০২টি
২৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরেধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ:	*মসজিদ১১১৪টি*কবরস্থান ৯৮৪টি*এতিমখানা ২৬টি *শ্মশান ০৩ টি *ঈদগা ময়দান ৮৫টি *মন্দির ২১৩টি *চার্চ ০২টি
২৭। ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতা	১১৯৬৮ টি
২৮। ডাস্টবিনের সংখ্যা	১৫৬ টি, ডাম্পিং স্থান ০১টি (নাছনিয়া বিল সংলগ্ন)
২৯। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত কবরস্থান সমূহ ৬টি	*মুন্সিপাড়া*নুরপুর *লালবাগ *মিস্ত্রিপাড়া *তাজহাট *মাহিগঞ্জ
৩০। চিত্তবিনোদন কেন্দ্র	২ টি
৩৩। সিনেমা হল	*সিনেমা হল ৩টি
৩৪। পার্ক	*পার্ক ৩টি
৩৫। পাবলিক টয়লেট	১৩টি *নবাবগঞ্জ বাজার *কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল *ঠিকাদারপাড়া, ষ্টেশন রোড, রংপুর। *কেরামতিয়া মসজিদ সংলগ্ন *ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড *মাহিগঞ্জ বাজার *সিটি বাজার *ট্রাক টার্মিনাল *সাতমাথা মাহিগঞ্জ *মেডিকেল মোড় *শাপলা চত্বর *পায়রা চত্বর *ধাপ বাজার

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রংপুর জেলা। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক কালোত্তীর্ণ মহিমায় আর বর্ণিল দীপ্তিতে ভাস্বর, মানব ও প্রকৃতি সৃষ্ট মনোরম স্থান, অপার সম্ভাবনায় ভরপুর রংপুর জেলা। বিলুপ্ত রংপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ মে রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রংপুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর। অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত রংপুরের ইতিহাস খুবই বৈচিত্রময়। প্রাচীন ইতিহাসে ১৪০০ খ্রিঃ দিকে রংপুর বার্মা ডায়নেষ্টিক অব কিংডম হিসাবে সুপরিচিত ছিল। পরে পাল এবং সেন শাসকেরা রংপুর শাসন করেছেন। নিকট অতীতের ইতিহাসে রংপুর মোঘল শাসনকর্তা আকবর এর নির্দেশে রাজা মান সিংহ এর দ্বারা ১৫৭৫ সালে শাসিত হয়। কিন্তু ইহা খুব অল্প সময় যেমন ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত। পরে ইহা মোঘল শাসনে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। তারপর মোঘল সরকারের নির্দেশে ঘোড়ার ঘাট সরকার কর্তৃক রংপুর শাসিত হয়। ১৮৫০ সালের দিকে মোঘল সরকারের আঞ্চলিক কার্যালয় হয় মাহিগঞ্জ।

ব্রিটিশ সরকারের সময় কালেক্টরেট স্থাপিত হয় ১৭৬৯ সালে এবং যা ১৭৭২ সাল হতে কাজ শুরু করে। এই কালেক্টরেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল রেভিনিউ সংগ্রহ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালের মে মাসে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিল্প যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল রংপুর। ১৯৮৬ সালে রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নতি লাভ করে। ২০১০ সালে বিভাগ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের গুরুত্ব আরও অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ২৮ জুন রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পাশ দিয়ে প্রাচীনতম ঘাঘট নদী প্রবাহিত হয় এবং শ্যামাসুন্দরী ও কেডি ক্যানেল নামে দু'টি খাল রংপুর শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অনেক ছোট ছোট শিল্প ও কল কারখানা রংপুর শহরের ভিতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমান রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩.১৯ বর্গকিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা প্রায় ১০.০০ লক্ষ। রংপুর সিটি কর্পোরেশন (সিটি কর্পোরেশন অ্যাক্ট), ২০০৯ এর প্রজ্ঞাপন নং- ২৪৭- আইন/২০১২ তারিখ ২৮/০৬/২০১২ মূলে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়।

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে ৫০.৫৬ বর্গকিলোমিটারের রংপুর পৌরসভার গোড়াপত্তন হয় প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর ই জি গ্লোজিয়ার। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ডিমলার জমিদার রাজা জানকীবল্লভ সেন রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও অ্যাডভোকেট মাহাতাব উদ্দিন খান, মোহাম্মদ আফজাল, মুক্তিযোদ্ধা অপিল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক এমপি শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু, কাজী মোঃ জুননুন পর্যায়ক্রমে একাধিকবার এ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সবশেষ পৌর চেয়ারম্যান ছিলেন একেএম আব্দুর রউফ মানিক। ১৮৯২ সালে জমিদারের দানকৃত বাগানবাড়ির জমিতে গড়ে তোলা হয় রংপুর পৌর ভবন। ১৯৮৬ সালে রংপুর পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এ পৌরসভাকে তখন ৫০ দশমিক ৫৬ বর্গকিলোমিটারে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল।রংপুর সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের রংপুরের স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং দেশের দশম সিটি করপোরেশন। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) বিল, ২০০৯-এর মাধ্যমে রংপুর পৌরসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩.১৯ বর্গকিলোমিটার। এই আয়তনের মধ্যে রংপুর সদরের ১০টি, কাউনিয়া সারাই ও পীরগাছার কল্যাণীসহ ১২টি ইউনিয়ন মিলে ১১২টি মৌজাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭টি ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ ও ৫টি আংশিক রয়েছে। তবে ক্যান্টনমেন্টকে সিটি করপোরেশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৩টি। রংপুর সিটি করপোরেশনে প্রথমবারের মতো নির্বাচন হয় ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ সালে। এবং দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন হয় গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে।

নগরের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জাতীয়/ আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বৃহত্তর রংপুর এলাকায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ সমনপদ না থাকলেও পীরগঞ্জের খালাশীপীরে কয়লা এবং মিঠাপুকুরের রাণীপুকুরে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। নদী মাতৃক দেশের বৃহত্তর অংশ হিসাবে রংপুর জেলায়ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নাম জানা ও অজানা অসংখ্য ছোট বড় নদী। এ এলাকায় কৃষি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসব নদীর ভুমিকা অনস্বীকার্য । বৃহত্তর রংপুর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, যুমনা, ধরলা, ঘাঘট, দুধকুমার, প্রভৃতি নদী। রংপুরের নদ-নদীর আয়তন ৫শ ২৩ দশমিক ৬২ কিলোমিটার বা ৩শ ২ বর্গমাইল। এরমধ্যে তিস্তা রংপুর অঞ্চলের প্রধান নদী। এ নদী বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ জেলা অর্থাৎ নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার উপর দিয়ে প্রভাবিত হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিস্তা ছিল উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। তিস্তা নদীর দুটি ব্যারেজ একটি ভারতের গজলডোবায়, অন্যটি বাংলাদেশের দোয়া নীড়ে। বুড়ি তিস্তা, ঘাঘট, মানাস, ধাইজান ইত্যাদি তিস্তার শাখা নদী ছিলো কিন্তু ধীরে ধীরে উৎস নদী থেকে এগুলো পৃথক হয়ে গেছে। এছাড়া ঘাঘটতিস্তার একটি শাখা নদী। ঘাঘট পূর্বে খুব গুরুত্বপূর্ন নদী ছিল এবং শহরটি এর তীরেই অবস্থিত।

নগরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতীয়/আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

সমতল ভূমির এ অঞ্চল দেশের খাদ্য ভান্ডার বলে পরিচিত। ধান, পাট, তামাক , রেশম , প্রাকৃতিক নীল , সবজি উৎপাদনে এ অঞ্চলের খ্যাতি বিশ্ব জুরে। নদীপথ সচল থাকায় দেশ বিদেশের ব্যবসা- বানিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল দেশের ৫টি পুরাতন জেলার অন্যতম রংপুর। ভূমিকম্পে তিস্তা নদীর গতি পরিবর্তন , প্রাকৃতিক দূর্যোগ , নদী ভাংগন ,

খরা –বন্যা , ফসল উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি , কৃষি পন্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া , আধুনিক কৃষি উৎপাদনে সক্ষমতার অভাব , শিক্ষা , চাকুরী ও ব্যবসা বানিজ্যে পশ্চাৎপদতা এই অঞ্চলে দেখা দেয় নানা টানা পাড়েন । সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক ও সরকারী নানা বৈষম্যের কারণে খাদ্য উদ্বৃত্ত রংপুর অঞ্চলের মানুষ ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা হারায় ।

ফলে দারিদ্রতা , আশ্বিন কার্তিক ও চৈত্র – বৈশাখে কাজ- খাদ্যের অভাব , নগদ অর্থের সংকট বিভিন্ন কারণে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যে নেমে আসে মংগা নামের অভিশাপ । শুরু হয় আর্থিক ও সামাজিক নানা সংকট । জমি হারিয়ে ধিরে ধিরে উচ্চবিত্ত কৃষক মধ্যবিত্ত , মধ্যবিত্ত কৃষক ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষক বিত্তহীণ দিনমজুরে পরিনত হতে থাকে । আর শিল্প ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন না হওয়ায় কর্মসংস্থানের অভাবে দারিদ্রতা কমেনি । বরং দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলে দারিদ্রের হার শতকরা দশভাগ বেশি । আর বহির্গমনের হার দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে শতকরা দশ ভাগ কম । অর্থাৎ দেশের দক্ষিন পূর্বাঞ্চলে ১১ ভাগ হলেও রংপুল অঞ্চলে তা শতকরা ১ ভাগেরও কম । আশার কথা এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে । দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, চিত্তবিনোদন, বৈচিত্রময় কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নানা সাফল্যে ফিরে পাচ্ছে হারানো গৌরব।

রংপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শন

রংপুরে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মধ্যে ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর জিলা স্কুল , ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী দেশে ৪টি স্থাপনার একটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ বৃটিশ স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন প্রত্নসম্পদ, মোঘল স্থাপত্য নিদর্শন মাওলানা কেরামত আলী মসজিদ , ইন্দো-স্যাসানিয় স্থাপত্য শৈলীর রংপুর টাউন হল দেশে এই ভবনও মাত্র ৪টি , ১৯১৮ সালে বৃটিশ গভর্নর টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেলের প্রচেষ্টায় তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ কারমাইকেল কলেজ । এখানে রয়েছে ক্যান্সার নিরসনের ঔষধি গাছ কাইজেলিয়া যা উপমহাদেশে বিরল। তাজহাট জমিদারবাড়ি বর্তমানে রংপুর যাদুঘর । সুদুর পাঞ্জাব থেকে গোপাল লাল এর পূর্বপুরুষ রংপুরের মাহিগঞ্জে টুপি বা তাজে হীরা – মানিক , জহরত সংযুক্ত করে ব্যবসা করায় স্থানটি তাজহাট নাম হয় ।

অনেক অর্থবৃত্তের অধিকারী এই ব্যবসায়ী জমিদারী পত্তন নেয়ায় তাজহাট জমিদার নামে সুপরিচিত হন । তিনি দৃষ্টিনন্দন রাজপ্রাসাদ নির্মান করেন যা আজও পর্যটকদের মোহিত করে । বর্তমানে যা যাদুঘর হিসেবে দর্শনার্থী ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখায় তাজহাট রাজার নামে জিএল রায় হোস্টেল , ক্রীড়া ও আথর্-সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গোবিন্দ লাল গোল্ডকাপ ও জিএল রায় রোড স্মৃতি বহন করে। এ ছাড়া ডিমলার রাজা জানকি বল্লব সেন যিনি প্রথম পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়ে নিজ বাগান বাড়িতে প্রতিষ্টিত করেন রংপুর পৌরসভা যেখানে এখন সিটি কর্পোরেশন স্থাপিত , যিনি মাতা শ্যামাসুন্দরীর নামে নগরকে জলাবদ্ধতা ও পীড়ার আকর থেকে রক্ষা করতে শ্যামাসুন্দরী খাল কেটে চির অমর হয়েছেন । এ ছাড়া ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলা পরিষদ , বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ – যেখানে গড়ে ওঠেছে স্মৃতিকেন্দ্র। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর স্মৃতি বিজড়িত খাসবাগ , বখতিয়ারপুর , শতরঞ্চি শিল্প ও ক্যান্টমেন্ট ঘেরাও আন্দোলনের নিশবেতগঞ্জ, টেপা , বামনডাঙ্গা , মন্থনা জমিদারবাড়ি , ডিমলা কালি মন্দির , ধর্মসভা , পীরগঞ্জে রাজা নীলাম্বরের কাঁটাদুয়ার , নূরুলদীনের জন্মভূমি মিঠাপুকুরের ফুলচৌকি ,পীরগাছার ইটাকুমারী রাজবাড়ি- ১৭৮৩ সালের প্রজাবিদ্রোহের সূতিকাগার , কল্যাণীর নব্দীগঞ্জ, নাপাইচন্ডি - দেবীচৌধুরাণীর সাথে বৃটিশ যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুস্থান ,কাউনিয়ার ভূতছড়ায় বৃটিশের সাথে যুদ্ধ ও দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় শিবু কুন্ঠিরাম, হারাগাছের ধুমনদী যেখানে পরিখা খুড়ে অবস্থান ও যুদ্ধপরিচালনা করেছেন ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী সেই ঐতিহাসিক ধুমেরকুঠি অন্যদা নগরের সন্ন্যাসীর মঠ, উলিপুরের বজড়া, ডালিয়া-দোয়ানিতে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প , পাটগ্রামে তিনবিঘা করিডোর,তিস্তা সড়ক সেতু,সিটি চিকলীপার্ক,ঘাঘট নদীর উপর বিনোদন পার্ক প্রয়াস, এসব স্থানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুললে পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে । বিভাগীয় ষ্টেডিয়াম,অডিটরিয়াম,শহীদ মিনার,মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স,সুইমিং পুল,চিত্তবিনোদনের পার্ক, প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল,কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল,২য় বিসিক শিল্প নগরী,আইটি পার্ক ও কৃষি যন্ত্রাংশের কারখানা এবং সার ও সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব।

নগরের প্রধান শিল্প ও বানিজ্য এবং জাতীয়/আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

কৃষিনির্ভর রংপুর অঞ্চল উদ্বৃত্ত ফসল ও সমতল উর্বর ভূমির জন্য সুপ্রসিদ্ধ । ধান, পাট, তামাক , রেশম প্রভৃতি অর্থকরি ফসলের জন্য প্রাচীন কাল থেকে রংপুর অঞ্চল সমৃদ্ধ। এখান থেকে ১৫০ কোটি টাকার উন্নত মানের বার্লি তামাক বিদেশে রপ্তানী হয় । তবে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত নিয়ন্ত্রণের কারনে তামাক চাষ কমছে । বাড়ছে আলুর চাষ । দেশের সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদন এলাকা হিসেবে ইতোমধ্যে রংপুরের সুনাম ছড়িয়েছে । তবে অপরিকল্পিত চাষ , চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি , ক্রেতা,সংরক্ষন ও বাজার সমস্যায় মূল্য বিপর্যয়ে কখনও রাস্তায় নামে কৃষক । যদিও সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় কিন্তু স্থায়ী ভাবে এর সংরক্ষন এবং বহুমূখী ব্যবহার বিশেষত আলু প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে না ওঠায় এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা কাটেনি । হিমাগার শিল্প , ব্যবসায়ী ও চাষীরা এখনও রয়েছে ঝুঁকিতে । কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে লোকসান গুনলে উৎপাদনে তার প্রভাব পড়ে । মূলত এ অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যে পণ্যের মূল্য পায় সে দিকে ঝোঁকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । তবে কৃষি গবেষনার অগ্রগতিতে স্বল্প জীবনকালের খরা-বন্যা সহিঞ্চু। বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনে এক সময়ের মৌসুমি কর্মাভাব , খাদ্যাভাব ও মঙ্গার প্রকোপ তেমন না থাকলেও নদী ভাঙ্গান , প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান থাকায় সারা দেশের চেয়ে এখানে দারিদ্র্যের হার তুলনামূলক বেশি ও মাথা পিছু আয় কম ।

এ ছাড়া কৃষির প্রতি বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতা , কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, শিল্পায়ন সমস্যা ,দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা নানা কারনে স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচন সমন্বিত হচ্ছে না । যদিও খাদ্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে , অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরেও এ অঞ্চলের কৃষকের ভাগ্যের আশানারূপ পরিবর্তন ঘটে নি। বরং এক শ্রেনীর মধ্যস্বত্তভোগী ফটকা বানিজ্যিক মোটাতাজাকরন অস্বাভাবিক হওয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য ও নেতিবাচক প্রভাব বাড়ছে । তবে অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিতকা হ্রাস ও কোন কোন ক্ষেত্র পরিবর্তিত হলেও নতুন নতুন সম্ভাবনা রংপুর অঞ্চলকে আবারো সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিচ্ছে । যেমন ৬০ বছর পরে হলেও রংপুরে বেগম রোকেয়ার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ।অবশেষে ২০৩.১৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সিটি কর্পোরেশন হয়েছে । মেট্রোপলিটন সিটি গড়ার কাজও এগুচ্ছে । উদ্বৃত্ত ধান – চাল বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হচ্ছে , আলু ,সবজী , পাট, হাড়িভাঙ্গা আম ,প্রাকৃতিক নীল ডায়িং পণ্য ও শতরঞ্চি বিদেশে রপ্তানী বাড়ছে । ক্ষুদ্র পাটকল স্থাপনে কর্মসংস্থান বাড়ছে , পাটের সূতা , বস্তা , ব্যাগ সীমিত আকারে রপ্তানী হচ্ছে । বিদেশে পুরুষের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে নারী শ্রমিক বিদেশী কর্মসংস্থানে যোগ দেয়ায় রেমিটেন্স আয়ে কিছুটা হলেও সুযোগ তৈরী হয়েছে , দেখা দিয়েছে নতুন সম্ভাবনা । গরূ মোটাতাজাকরণে নিরব বিপ্লব ঘটছে । তিস্তাসহ এ অঞ্চলের অভিন্ন নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহার করায় বৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্প অকার্যকর হওয়ায় নদীর নাব্যতা কমছে, কমছে ভূ গর্ভস্থ পানির স্তর, মাটিতে কমছে খনিজ পদার্থের হার। মাছ উৎপাদনে চাহিদার তুলনায় ঘাটতি বাড়লেও আমিষের চাহিদা পূরণে ক্ষুদ্র খামারীরা দুগ্ধ উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছে । দেশের ৫০ ভাগ উৎপাদিত আমিষের ২৫ ভাগ চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে রংপুরের গাভী পালনকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা। মশলা ও ডাল জাতীয় ফসল বহূমূখীকরণে কাগুজে পরিকল্পনা এবং বরাদ্দ থাকলেও আশানারুপ বাস্তবায়ন না হলেও ফুল , আম, লিচু , বাউকূল , ভূট্রা ,হস্ত-কুটির শিল্প পণ্য উৎপাদন বাড়ছে , বাড়ছে পরিবেশ সম্মত জৈব বালাই নাশকের ব্যবহারে বিষমুক্ত ফসলের চাষ ।বিভিন্ন নদী চরাঞ্চলে বাড়ছে ভুমিহীনদের কুমড়ো,তুলা ও নদীর পানিতে ভাসমান সব্জি চাষ। পুষ্টির জন্য জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষ,গঙ্গাচড়ার হাবু বেনারসী পল্লিতেও নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গড়ে উঠছে ছোট ছোট মাছ ও পশু খাদ্যের মিল কারখানা। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নগরীর ৪ লেন সড়ক, তিস্তা সড়ক সেতু ও ২য় তিস্তা সেতু, ব্যাবসা বানিজ্য ও শিল্প প্রসারে আশার সৃষ্টি করেছে।

২.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	● ২ কি.মি কাচা রাস্তা পাকা করণ ● মাহিগঞ্জ ডিমলায় এ্যাসফল্ট প্লান্ট ও ষ্টোর ইয়ার্ড নির্মান ● সড়ক বাতি স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষন ৬৯ কি.মি (১৭+৫২) ● ড্রেন নির্মান ২৫ কি.মি ● ড্রেন মেরামত ৫ কি.মি ● ফুটপাত নির্মান ৮ কি.মি ● ফুটপাত মেরামত ৪ কি.মি ● ব্রীজ/কালর্ভাট নির্মান ৩০ মিটার ● নগরীর ০৩ টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল সিস্টেম স্থাপন। ● ডেঙ্গু টেস্ট কিট ক্রয়। ● ৩০০০ টি প্লাষ্টিক ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়। ● বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৭০ টি আর সি সি ডাস্টবিন নির্মাণ করা হয়। ● ০৩টি এস টি এস নির্মাণ। ● সিটি বাজারে আধুনিক পাবলিক টয়লেট, ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ ● বুড়িরহাটে রাস্তা ও ড্রেণ নির্মাণ ● লালবাগ হাটে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ● কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ● নবাবগঞ্জ বাজারে ড্রেণ ও রাস্তা নির্মাণ
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০২২-২০২৩ অর্জন ● ৩০০০ টি প্লাষ্টিক ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়। ● বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৭০ টি আর সি সি ডাস্টবিন নির্মাণ করা হয়। ● ০৩টি এস টি এস নির্মাণ। ● শ্যামা সুন্দরী ও কেডি ক্যানেল পরিস্কার করা হয়েছে বর্তমানেও এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ● ক্রাশ প্রোগ্রামের কর্মসূচী অনুযায়ী নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের নর্দমা সমূহ পরিস্কার করা হয়েছে এবং বর্তমানেও চলমান রয়েছে। ● ওয়ার্ড নং ১৮,১৯, ২৯ কে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মডেল ওয়ার্ড হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ● দৈনন্দিন সৃষ্ট বর্জ্যের ৭৫% বর্জ্য অপসরণ করা হয়েছে। ● ঘাস ও জঙ্গাল কাটার জন্য আরও তিনটি হোন্ডা কোম্পানীর ১০০সিসি ঘাস কাটার মেশিন সংযোজন ● মশক নিধনের জন্য পূর্বের ০৬ টি মেশিনের সাথে আরও ০৩ টি ফগার মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। ● মশক নিধনের জন্য ৬০০০ লিটার এডাল্টিসাইড এবং ৫ কার্টুন লার্ভিসাইড ছিটানো হয়েছে। **ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনাঃ** অত্র সিটি কর্পোরেশনে ৬.৪১ একর আয়তনের ০১ টি ল্যান্ডফিল আছে এখানে একজন পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক, ০৫ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ০২ টি স্কাভেটর, ০১ টি পে লোডার, ০১ টি ব্যাকহো লোডার আছে। এখানে প্রত্যহ সংগৃহীত বর্জ্যসমূহ সংরক্ষণ, লেভেলিং করা হয়।

	২০২২-২০২৩ পরিকল্পনা ১। ২৩,২৪ ও ২৫ নং ওয়ার্ডকে বর্জ্য ব্যবস্থপনার জন্য মডেল ওয়ার্ড গঠন। ২। রংপুর মহানগরবাসিকে একটি আধুনিক পরিবেশ বান্ধব ও পরিচ্ছন্ন নগরী উপহার দেয়া। ৩। শহরের পয়ঃ নিস্কাশনের জন্য গুরুত্বপূর্ন শ্যামা সুন্দরী, কেডি ক্যানেলসহ নর্দমা সমুহ পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চলমান রাখা। ৪। দৈনন্দিন উৎপন্নের বর্জ্যের কালেকশনের মাত্রা ৯০% এ উন্নতি করন। ৫। মহানগরবাসির বর্জ্য সম্পর্কিত অভিযোগ মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি টোল ফ্রি হটলাইন চালুকরন ৬। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগের প্রার্দুভাব প্রতিরোধে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ৭। নগরির জলাবদ্ধতা নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার ও সচল রাখার ফলে নগরবাসীগন তার সুবিধা ভোগ করছেন। নগরে মশক নিধন কার্যক্রম চলমান আছে।
জনস্বাস্থ্য	● ১১১০০২ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। ● ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে = ২,৫৫,৩৪১ জন শিশুকে, ● কৃমির ট্যাবলেট ৩,০১,৫০০ জন ছাত্র/ ছাত্রীকে। ● স্যালাইন বিতরন ১,১০,০০০ পিচ করা হয়েছে ।
সমাজকল্যান,শিক্ষা ও সংস্কৃতি	রংপুর সিটি কর্পোরেশন থেকে হতদরিদ্র মানুষ এবং বস্তিবাসী মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে এবং নগরীর দুস্থ, অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় ১০টি বস্তির ৩১০০ সদস্যাদের মধ্যে ডায়াবেটিক পরীক্ষা, উচ্চ রক্তচাপ মাপা, গর্ভবতী ও গর্ভ পরবর্তী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিশোরীদরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন বিতরন করা হয়। এছাড়াও আয়বৃদ্ধি মুলক কর্মসূচীর (আই.জি.এ) আওতায় ৫০ জন সদস্যাকে দর্জি প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন প্রদান করা হয় এবং ৫০ জন সদস্যাকে বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ ও প্রসাধনী প্রদান করা হয়েছে ।
প্রশাসনিক উন্নতিকরণ	● প্রশাসনিক কার্যক্রম উন্নতির লক্ষে ই-ফাইলিং পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান রাখা হয়েছে। ● কর্মীদের কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মোটিভেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। ● ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এতে করে আগত সেবাপ্রার্থীগণ খুব সহজেই তাদের কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ● তথ্য-অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ● হেল্প ডেস্কের কার্যক্রমসমূহ গুরুত্বসহকারে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
নাগরিক সম্পৃক্তকরণ	সিটি কর্পোরেশন (নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার) মডেল প্রবিধান রয়েছে। একইসাথে নাগরিক সম্পৃক্তকরণের উপর জোর দিয়ে নির্দেশিকাও রয়েছে। যেখানে নাগরিকদের সাথে বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের মতামত এবং অভিযোগ নেয়ার কথা রয়েছে। এটিকে অনুসরণ করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের অভিযোগ, মতামত, পরামর্শ এমনকি নাগরিকরা সিটি কর্পোরেশনের কাজের উপর কতটুকু সন্তুষ্ট সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শহরে জীবনযাত্রার মান উন্নতিকল্পে এবং দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের দিকে রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। নাগরিকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চারটি পরামর্শ রয়েছেঃ ● নগরের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা।

	● নাগরিক সেবার মান উন্নয়নের জন্য নাগরিকদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রবণতা বৃদ্ধি, ● স্থানীয় অবকাঠামো ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিক চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ● নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য নাগরিক সমর্থন গড়ে তোলা। এছাড়াও রংপুর সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের অংশগ্রহণে ই-গভর্ন্যান্স, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম, জনগণের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও যোগাযোগের উপর জোর দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্ততার জন্য ওয়ার্ড এবং সিটি পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি করেছে যেখানে বস্তিবাসী, এনজিও প্রতিনিধি ও সাধারণ নাগরিকদের তাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও যোগাযোগ মাধ্যমের সদস্যদের সাথে এনজিও, পেশাজীবী এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের একত্রিত করেছে।

৩. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য(Mission)

৩.১ রূপকল্প (Vision)

ভিশনঃ দারিদ্রমুক্ত, পরিবেশবান্ধব সুন্দর ও নিরাপদ মহানগরী।

৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মিশনঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে নগরবাসীকে নাগরিক সেবা প্রদান করা।

৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ

৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত

বিভাগ	কর্মকর্তা/কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক জনবলের সংখ্যা				
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	চুক্তিভিত্তিক
প্রশাসনিক বিভাগ	০৩	০	০৯	২১	১
রাজস্ব বিভাগ	১	০	২১	১২	
হিসাববিভাগ	১	০	৫	৩	০
সম্পত্তি	১	০	১১	৪	০
প্রকৌশল বিভাগ	৮	০	৪১	২২	১৫
জনস্বাস্থ্য বিভাগ	১	০	২৮	৫	০২
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০	০	১৫	১১	০
মোট	১৫	০	১৩০	৭৮	১৮
সর্বমোট	২৪১				

৪.২ মেয়র, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরঃ

মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরগনের বিস্তারিত তথ্যাদিঃ

ক্রম	নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের নাম, পিতা/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) নাম ও ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে)	যেই ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মোবাইল নম্বর	ছবি
১	২	৩	৪	৫
১	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান পিতা-মোঃ মামদুহুর রহমান বাসা নং-৬, রোড নং-১/২, কলেজ রোড (শান্তিবাগ) রংপুর সদর, রংপুর	মাননীয় মেয়র	০১৭১২৬৯৫৩১৩	
২	মোছাঃ দিলারা বেগম পিতাঃ মোঃ দুলাল মিয়া গ্রামঃ উত্তম, ডাকঃ উত্তম হাজীরহাট-৫৪০০, রংপুর সদর রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০১	০১৯৪৩৬১৬৩৩২	
৩	মোছাঃ সুলতানা পারভিন স্বামী- এস এম নূরুজ্জামান আদর্শপাড়া, চব্বিশ হাজারী, ডাকঘরঃ বুড়িরহাট ফার্ম-৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০২	০১৭৬১৮১১৫৬৪	

৪	মোছাঃ মোছলেমা বেগম স্বামীঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক গ্রাম/রাস্তাঃ বাহার কাচনা, ডাকঘরঃ নিউ সহেবগঞ্জ-৫৪০০,রংপুর সদর,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৩	০১৯৩৭০০৩৮৪২	
৫	মোছাঃ শামীমা আকতার পিতা- মোঃ শাহাজাহান আলী গ্রামঃ চৌধুরীপাড়া, রাধাকৃষ্ণপুর, ডাকঘরঃ কেরানীরহাট-৫৪০০ থানাঃ হাজীরহাট, উপজেলাঃ রংপুর সদর, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৪	০১৭১৫৮৪৩৮৭৭	
৬	মোছাঃ মোসলেমা বেগম স্বামী-মোঃ দেলোয়ার হোসেন গ্রাম: গনেশপুর দোলাপাড়া গনেশপুর, ডাকঘর: বড়বাড়ী-৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৫	০১৭০৬৩০৩৭৮৪	
৭	মোছাঃ জাহেদা আনোয়ারী স্বামীঃ মোঃ আতোয়ার হোসেন গ্রাম- রামপুরা, রোড নং- নিশবেতগঞ্জ-১, পোঃ উপশহর-৫৪০১ রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পারেশন, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৬	০১৯৩১৫৪৯৩০৩	
৮	মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম পিতা: মোজাফ্ফর আহম্মেদ বাসা: ১৪৭, রাস্তা: নিশবেতগঞ্জ, রোড ৬/১, ডাকঘর: রংপুর -৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৭	০১৭১২২৫৮১০৬	
৯	মোছাঃ হাসনা বানু পিতা- মোঃ হাশেম শেখ ১৮৫, ৫/২ জুম্মাপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৮	০১৭৬৭২৯৫৩৫০	

১০	মোছাঃ মনোয়ারা সুলতানা মলি পিতা- মকবুল হোসেন ঠিকানা: ৪০১, স্টেশন রোড ১, পীরপুর, আলমনগর, রংপুর সদর, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৯	০১৭২৩৩১৪৬৭৩	
১১	মোছা: সাজমিন রহমান শিউলি স্বামীঃ মোঃ আনিছুর রহমান গ্রামঃ ধুমখাটিয়া, পোঃ মাহিগঞ্জ, থানাঃ মাহিগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১০	০১৭১০৬০৫১২৯	
১২	ঝরনা খাতুন স্বামী- মোঃ জোবাইদুল ইসলাম খাঁন গ্রামঃ বড় রংপুর কাইদাহারা, ডাকঃ মাহিগঞ্জ-৫৪০৩, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১১	০১৭৬৭৫৩৭১৪০	

ক্রম	নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের নাম, পিতা/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) নাম ও ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে)	যেই ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মোবাইল নম্বর	ছবি
১	২	৩	৫	৫
১৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম পিতাঃ মোঃ মকবুল হোসেন গ্রাম- মন্থনা, পোঃ উত্তম হাজির হাট, ওয়ার্ড নং- ০১, থানা-হাজির হাট, রংপুর সদর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০১	০১৭৬৭৪৮২০৯৩	
১৪	মোঃ গোলাম সরওয়ার মির্জা পিতাঃ মোঃ আব্দুল কাদের গ্রামঃ গোয়ালু, ডাকঘরঃ বুড়িরহাট ফার্ম, রংপুর সদর, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-০২	০১৭২০৪৯৮১৩০	
১৫	মোঃ আসেক আলী পিতাঃ সহিদার রহমান গ্রামঃ বানিয়া পাড়া, উত্তম, ডাকঘরঃ হাজীরহাট-৫৪০০ রংপুর সদর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৩	০১৭৬৭৪৮০৫৮১	
১৬	শ্রী হারাধন চন্দ্র রায় পিতা-বঙ্কম চন্দ্র রায় গ্রামঃ জলছত্র- বিনোদ ডাকঃ খটখটিয়া থানাঃ পরশুরাম, জেলাঃ রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৪	০১৭১৪৬৭৮৭৩৪	
১৭	মোঃ মোখলেছুর রহমান পিতা- মোঃ জয়নাল আবেদীন গ্রামঃ হারাটি, ডাকঃ বুড়িরহাট ফার্ম, থানাঃ পরশুরাম মেট্রো, জেলাঃ রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৫	০১৭৭৪৯২৬০৬৬	

১৮	মোঃ আবু হাসান চঞ্চল পিতা-মোঃ মজিবুর রহমান গ্রাম-পশ্চিম কোবারু, ডাকঘর-বুড়ির হাট ফার্ম, থানা-পরশুরাম, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৬	০১৭১২০৮৩৬৩৬	
১৯	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম পিতাঃ মৃত আব্দুস ছালাম গ্রাম-গুলাল বুদাই,পোঃ-ময়নাকুটি ৫৪১০,রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৭	০১৭৩৪০২২৩৩৬	
২০	মোঃ আফছার আলী পিতা-ছমির উদ্দিন গ্রমঃ-মহব্বত খাঁ, ৮ নং ওয়ার্ড, মহানগর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৮	০১৭৬৮৮৮৪২৩৮	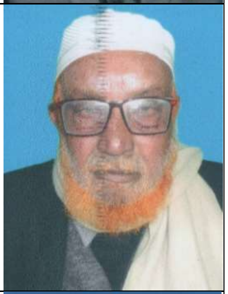
২১	মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী পিতা-আব্দুর রহিম গ্রামঃ বাহার কাচনা তেলীপাড়া, ডাকঃ নিউ সাহেবগঞ্জ থানাঃ হারাগাছ মেট্রো রংপুর ,জেলাঃ রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-০৯	০১৭১১০৭০৪১০	
২২	শাহ্ মোঃ কামরুজ্জামান পিতা- মৃতঃ এমদাদুল হক গ্রামঃ জগদীশপুর, ডাকঘরঃ কেরানীরহাট, রংপুর সদর রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-১০	০১৭১৭০৫৬২১৯	

২৩	মোঃ ওয়াজেদুল আরেফিন পিতা- মৃত আশরাফুল হোসেন গ্রামঃ বিন্যাটারী. ডাকঘর- কেরানীরহাট থানাঃ হাজীরহাট, রংপুর মহানগর রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-১১	০১৭১৯৮৫৮৭১৭	
২৪	মোঃ মকবুল হোসেন পিতা- আমিন উদ্দিন সাং- রাধাকৃষ্ণপুর; ডাকঘরঃ কেরানীরহাট-৫৪০০ রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১২	০১৭১৬৯২৮১৭৬	
২৫	মোঃ ফজলে এলাহী পিতা- মৃত মোফাজ্জল হোসেন গ্রাম- যুগীটারী পীরজাবাদ, ডাকঘর- উপশহর, থানা- কোতয়ালী মেট্রো, ওয়ার্ড নং-১৩, জেলা- রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-১৩	০১৭২১৭৬৪৯৭৬	
২৬	মমদেল হোসেন সরকার পিতা- মৃত আহাম্মদ আলী সরকার গ্রাম: বড়বাড়ী, ডাকঘর: বড়বাড়ী, ১৪ নং ওয়ার্ড, মহানগর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৪	০১৭৩৯৪২৬৩২৮	
২৭	মোঃ জাকারিয়া আলম পিতা- মৃত: এ. কে. এম আজিজুল ইসলাম গ্রাম- বিনোদপুর, পো- আক্কেলপুর, থানা- তাজহাট, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-১৫	০১৭৩৭৫৮৭৫৯১	

২৮	মোঃ আমিনুর রহমান পিতাঃ আকবর হোসেন কহিনুর সাং- বিসিক রোড, কেল্লাবন্দ, ডাকঘর- উপশহর, থানা-কোতয়ালী মেট্রো, জেলা-রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৬	০১৭১৪৯৬৬৩৭০	
২৯	মোঃ আব্দুল গাফফার পিতাঃ কেবু মোহাম্মদ গ্রামঃ ভগিবালাপাড়া, ডাকঃ উপশহর-৫৪০১, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৭	০১৭৩১৪৮১৩৮৮	
৩০	মোঃ মাসুদ রানা পিতা: আব্দুল জব্বার বাসা নং- ১৫, রোড নং- ০১, গ্রামঃ সাতগাড়া মিস্ত্রীপাড়া, সদর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৮	০১৭৭৩৫৫৭৪৪৯	
৩১	মোঃ মাহমুদুর রহমান পিতাঃ আলহাজ্ব মাহাতাব উদ্দিন গ্রামঃ রাধাবল্লভ, ডাকঘরঃ রংপুর-৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-১৯	০১৭১৮২৮২৯৩০	
৩২	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম পিতা: মুক্তিযোদ্ধা তৈয়বুর রহমান গুড়াতীপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২০	০১৭১৬০৯৭০১৯	
৩৩	মোঃ মাহাবুবার রহমান মঞ্জু পিতা- মোঃ মনছুর আলী বাসাঃ ১/২০০, গ্রামঃ নিউ আদর্শপাড়া, আলমনগর-৫৪০২, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-২১	০১৭১২৯৪৯৩৭২	

৩৪	মোঃ মিজানুর রহমান মিজু পিতা: মোঃ ইদ্রিস আলী ১০০/০৩, গনেশপুর, রংপুর সদর, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২২	০১৭১৩৭৮৩৩০৩	
৩৫	লিটন পারভেজ পিতা- আজিজার রহমান ৪৩০, ফকির মোহাম্মদ রোড ০২, জুম্মাপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২৩	০১৭১৭৩১৬২০০	
৩৬	মোঃ রফিকুল আলম পিতা- আলী হায়দার মিয়া গ্রামঃ তাঁতী পাড়া, থানাঃ কোতয়ালী মেট্রো জেলাঃ রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২৪	০১৭২৪৯৮৭২০৫	
৩৭	মোঃ নূরুন্নবী ফুলু পিতা-আব্দুল গফুর শালবন মিস্ত্রী পাড়া বাড়ী নং-১৪২ রোড-২/৩, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-২৫	০১৭১২৫৩০১৯৮	
৩৮	মোঃ শাহাজাদা পিতা-নুর মোহাম্মদ	সাধারণ ওয়ার্ড-২৬	০১৭১২-৯০২০৯৫	
৩৯	মোঃ রেজওয়ান আল মেহেদী মৃত নূরুল আবছার দুলাল আলমনগর কলোনী, রাস্তা ১/৩, বাসা-২৮২, আলমনগর, কোতয়ালী, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-২৭	০১৭১২১৯৬৩০৩	

৪০	মোঃ শাহাদত হোসেন পিতাঃ শেখ আব্দুর রশিদ মসজিদ মোড়, গ্রামঃ তাজহাট, ডাকঘরঃ আলমনগর-৫৪০২, থানাঃ তাজহাট, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-২৮	০১৭৫৯০৬৩৭৪৭	
৪১	মোঃ হারুন অর রশিদ পিতাঃ মোঃ আব্দুল লতীফ মিয়া গ্রামঃ বামনডাঙ্গা, কানুনগো টোলা, থানাঃ মাহিগঞ্জ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-২৯	০১৭৬৩০১৬৫৩০	
৪২	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম তোতা পিতা- তমিজ উদ্দীন প্রধান কুটির পাড়া, আলম নগর, কোতয়ালী থানা, রংপুর মোট্রোপলিটন।	সাধারণ ওয়ার্ড-৩০	০১৭১২৯৬৮৮৫৮	
৪৩	মোঃ সামছুল হক পিতাঃ আব্দুল করিম, গ্রামঃ কিসামত বিষু ডাকঘরঃ আক্কেলপুর-৫৪০০,তাজহাট-রংপুর সদর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-৩১	০১৭৭০৬৩০২৫৫	
৪৪	মোঃ শাহাদৎ হোসেন পিতাঃ মোঃ শহিদার রহমান, গ্রাম-ধর্মদাস সর্দার পাড়া, ডাক-নগরমীরগঞ্জ, ওয়ার্ড নং-৩২ রংপুর সিটি করপোরেশন, থানা-তাজহাট মেট্রোপলিটন জেলা-রংপুর	সাধারণ ওয়ার্ড-৩২	০১৭২৩১১১৬১৯	
৪৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম পিতাঃ মোঃ ইউসুফ আলী, বাসা/হোল্ডিং: ৪১, গ্রাম/রাস্তা: আজিজুল্ল্যাহ্ ঠাটারীপাড়া রংপুর সদর, রংপুর।	সাধারণ ওয়ার্ড-৩৩	০১৭২০৩৯৯৫৫০	

অধ্যায় ৫ : বাজেট ও অর্থ

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী

(১) প্রাপ্তি / আয়

(ইউনিট: টাকা হাজারে)

	অর্থবছর ২০২২-২০২৩			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (আনুমানিক) (ক/খ X১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	১৩০৫৬১৪.২৮	৮০৭৮৬৩.২৫	৬১.৮৭৬১০৪০৪	৬১.৮৮%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৪১৩৯৪৫৭.৩১	৯৫৯০৮৪.০২	২৩.১৬৯৩১৭৭৭	২৩.১৭%
মোট প্রাপ্তি	৫৪৪৫০৭২	১৭৬৬৯৪৭	৮৫.০৪৫	৩২.৪৫%

	অর্থবছর ২০২১-২০২২ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (ক/খ X ১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব(পুনরাবৃত্ত) প্রাপ্তি <পানিসহ>	১০১২৬৫৬.৭৪	৬১৮৬৫৯.৩৬	৬১.০৯২৭০১৫	৬১.০৯%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৭৭৪১২০৩.৫২	১৩৩৫২১৯.২৫	১৭.২৪৮২১২৬৬	১৭.২৫%
মোট প্রাপ্তি	৮৭৫৩৮৬০.২৬	১৯৫৩৮৭৮.৬১	৭৮.৩৪০৯১৪১৬	২২.৩২%

(২) পরিশোধ (ব্যয়)

(ইউনিট: টাকা হাজারে)

	অর্থবছর ২০২২-২০২৩			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত-(আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (আনুমানিক) (ক/খ X১০০)	প্রকৃত-(আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব(পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ>	১০০১৬৫০.০০	৮৩৭০১১.২৪	৮৩.৫৬৩২৪৪৪৫	৮৩.৫৬%
উন্নয়নখাতে ব্যয় <পানিসহ>	২৯২০৪০০.০০	১৭৯০৬৯২.৯৫	৬১.৩১৬৭০১৪৮	৬১.৩২%
মোট পরিশোধ/ব্যয়	৩৯২২০৫০.০০	২৬২৭৭০৪.১৯	১৪৪.৮৮	৬৭.০০%

	অর্থবছর ২০২১-২০২২ (পূর্ববর্তী অর্থবছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (ক/খ X১০০)	প্রকৃত অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ>	৮৩২৮৫০.০০	৬৮৩১৫৫.৭৭	৮২.০২৬২৬৭১৫	৮২.০৩%
উন্নয়নখাতে ব্যয় <পানিসহ>	৬৫৮৫০০০.০০	১৯২৩৫৬৯.৯৬	২৯.২১১৩৮৮৮৮	২৯.২১%
মোট পরিশোধ	৭৪১৭৮৫০.০০	২৬০৬৭২৫.৭২	১১১.২৪	৩৫.১৪%

৫.২ রাজস্ব আদায়ঃ

(একক : হাজার টাকা)

	অর্থবছর ২০২১-২০২২	অর্থ বছর ২০২২-২০২৩		
	প্রকৃত	বাজেট চাহিদা (আ)	প্রকৃত (অ)	সংগ্রহের হার অ/আ X ১০০%
ভুমি ও ইমারতের উপর ট্যাক্স (........৭%)	৪২৮৪০.৫১	৫০০০০.০০	৩৭৮২৭.২৪	৭৫.৬৫%
কনজারভেন্সি রেইট (............৭%)	৪২৮৪০.৫১	৫০০০০.০০	৩৭৮২৭.২৪	৭৫.৬৫%
সড়কবাতি রেইট (.........৩%)	১৮৩৪৩.৩৭	২১৪২৮.৫৮	১৬০১৫.১০	৭৪.৭৪%
পানি সরবরাহ রেইট (.........৩%)	১৮৩৪৩.৩৭	২১৪২৮.৫৮	১৬০১৫.১০	৭৪.৭৪%
মোট হোল্ডিং ট্যাক্স (.........২০%)	১২২৩৬৭.৭৪	১৪২৮৫৭.১৫	১০৭৬৮৪.৬৮	৩.০১

(২) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ঃ

(একক : হাজার টাকা)

ওয়ার্ড নম্বর	অর্থ বছর ২০২১-২০২২	অর্থবছর ২০২২-২০২৩			২০২২-২০২৩ অর্থবছর শেষে বকেয়া
	প্রকৃত	বাজেট (চাহিদা) (আ)	প্রকৃত (অ)	দক্ষতা অ/আX ১০০%	
০১	৫৫৩.৫৬	৬৩৬.৬৭৮	৫৫৩.৫৬	৮৬.৯৪৫	৮৩.১১৮
০২	২৫৫.৫৬৩	২৯৩.৯৩৬	২৫৫.৫৬৩	৮৬.৯৪৫	৩৮.৩৭৩
০৩	৩৪৬.৮২৬	৩৯৮.৯০২	৩৪৬.৮২৬	৮৬.৯৪৫	৫২.০৭৬
০৪	১০৫৪.৬৪	২১৫১.৬৪১	১৮৭০.৭৪৪	৮৬.৯৪৫	২৮০.৮৯৭
০৫	০	০	০	০	০
০৬	০	০	০	০	০
০৭	০	০	০	০	০
০৮	০		০	০	০
০৯	৯৫৬.৪৮৫	১৬৭৫.১৭৯	১৪৫৬.৪৮৫	৮৬.৯৪৫	২১৮.৬৯৪
১০	৪৩৫.৮৪৮	৫০২.৪৪১	৪৩৬.৮৪৮	৮৬.৯৪৫	৬৫.৫৯৩
১১	৫৩৫.৬৮৬	৬১৬.০৪	৫৩৫.৬১৬	৮৬.৯৪৫	৮০.৪২৪
১২	৪২৫.৪৬৮	১০৬৪.৪২৯	৯২৫.৪৬৮	৮৬.৯৪৫	১৩৮.৯৬১
১৩	১৪৫৪.৬৮২	২৮২৩.২৫৮	২৪৫৪.৬৮২	৮৬.৯৪৫	৩৬৮.৫৭৬
১৪	১৫৭৬.০৬২	২৯৬২.৮৬৪	২৫৭৬.০৬২	৮৬.৯৪৫	৩৮৬.৮০২
১৫	১২৯২.০১৪	২৬৩৬.১৬৫	২২৯২.০১৪	৮৬.৯৪৫	৩৪৪.১৫১
১৬	১৫৮৮৭.৪১	১৮০৪৯.৪২	১৫৬৯৩.০৭	৮৬.৯৪৫	২৩৫৬.৩৫
১৭	১০৭৬৮.৩৫৭	১২৫১০.৪৮	১০৮৭৭.২৪	৮৬.৯৪৫	১৬৩৩.২৪
১৮	৭৯৮৯.২৩	৯৯১৭.২১৭	৮৬২২.৫২৪	৮৬.৯৪৫	১২৯৪.৬৯৩
১৯	১৩৪১২.৩৫৫	১৪৫৩৯.২৫	১২৬৪১.১৫	৮৬.৯৪৫	১৮৯৮.১
২০	৪৪৮৮.৭৯৬	৪১৩৩.৪৫১	৩৫৯৩.৮২৯	৮৬.৯৪৫	৫৩৯.৬২২
২১	৩৮২০.৪০৮	৪৩৭২.৬১	৩৮০১.৭৬৬	৮৬.৯৪৫	৫৭০.৮৪৪
২২	৪৩২৭.৫৩৭	৪১৫১.৮৮২	৩৬০৯.৮৫৪	৮৬.৯৪৫	৫৪২.০২৮
২৩	৫১৯৫.৯৪৫	৫৭৮৮.৫৫৮	৫০৩২.৮৬২	৮৬.৯৪৫	৭৫৫.৬৯৬

২৪	৩৫০৬.৩৬	৪৭০৫.৯৮২	৪০৯১.৬১৬	৮৬.৯৪৫	৬১৪.৩৬৬
২৫	৫৪৬৭.১১১	৬০৩৫.২১৪	৫২৪৭.৩৪	৮৬.৯৪৫	৭৮৭.৮৭৪
২৬	৩২২০.৯৯৪	৩৫১৮.৭২৭	৩০৫৯.৩৫৭	৮৬.৯৪৫	৪৫৯.৩৭
২৭	৫৩২৬.৩০৯	৫৭২৭.২৪৯	৪৯৭৯.৫৫৭	৮৬.৯৪৫	৭৪৭.৬৯২
২৮	৯৭৮১.৪০৯	১২৬৬১.২৩	১১০০৮.৩১	৮৬.৯৪৫	১৬৫২.৯২
২৯	৮৪৫.০৬৮	১৪০০.৯০৫	১২১৮.০১৭	৮৬.৯৪৫	১৮২.৮৮৮
৩০	১০৮৭.৬৯৩	১৩৬৯.৮৯৯	১১৯১.০৫৯	৮৬.৯৪৫	১৭৮.৮৪
৩১	৭৪.০০৩	৮৫.১১৪	৭৪.০০৩	৮৬.৯৪৫	১১.১১১
৩২	৯৪.৪৩৮	১৪২.৬৬২	১২৪.০৩৮	৮৬.৯৪৫	১৮.৬২৪
৩৩	১১২.৩৪৮	১২৯.২১৭	১১২.৩৪৮	৮৬.৯৪৫	১৬.৮৬৯
মোট=	১০৪২৯২.৬০৫	১২৫০০০.৬	১০৮৬৮১.৮	৮৬.৯৪৫	১৬৩১৮.৮

(৩) সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপঃ

১	(ক) ২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতে নগরবাসী ঘরে বসেই অনলাইনে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের (আরপিসিসি'র) হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারছেন। ডিজিটাল পদ্ধতির সঙ্গে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন করদাতাগণ তাদের বকেয়াসহ হোল্ডিং ট্যাক্স একত্রে পরিশোধ করতে পারছেন। গৃহকর পরিশোধে নগরবাসীর হয়রানি নিরসনে এবং নগরবাসীর মূল্যবান সময় বাঁচাতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজকরণ এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের এটি একটি অংশ। (খ) অর্থ বছরের শুরুতে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে হোল্ডিং বিল প্রিন্ট পূর্বক ১০% রেয়াত সুবিধাসহ ১৫সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রাহকদের মাঝে বিল বিতরণ করা হয়, যা ৩০সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পরিশোধ সুযোগ থাকে। (গ) ৩০ সেপ্টেম্বরের পর খেলাপি ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে তালিকা অনুযায়ি নোটিশ প্রদান করা হয়। যারা পরিশোধে ব্যার্থ হয় তাদের বাসায়/প্রতিষ্ঠানে টিম অনুযায়ি বিল পরিশোধের জন্য বারংবার তাগাদা প্রদান করা হয়। (ঘ) জানুয়ারি মাসের ১৫তারিখের মধ্যে বিল প্রিন্ট পূর্বক ১৫মার্চের মধ্যে তৃতীয় কিস্তির বিল ৩০মার্চের মধ্যে বিল পরিশোধের শেষ তারিখ দিয়ে গ্রাহকদের মাঝে বিল বিতরণ করা হয় এবং মাইকযোগে বিল পরিশোধের জন্য গ্রাহকদের অবগত করা হয়। (ঙ) হোল্ডিং ট্যাক্সের বিল ব্যাংকিং সুবিধাসহ অনলাইলে বিকাশ, নগদ এর মাধ্যমে পরিশোধের সুবিধা রয়েছে। (চ) চতুর্থ কিস্তির বিল জুন মাসের ১৫তারিখের মধ্যে গ্রাহকদের মাঝে বিল বিতরণ করা হয়, যা ৩০জুনের মধ্যে পরিশোধের সুবিধা থাকে। এছাড়াও সম্মানিত কাউন্সিলর মহোদয়কে খেলাপি গ্রাহকদের তালিকা সম্পর্কে অবগত করা এবং মোবাইল এস এম এসের মাধ্যমেও অবগত করা হয়। সম্মানিত কাউন্সিলর মহোদয়গণ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন।

অধ্যায় ৬. অবকাঠামো উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদনের এবং পূর্ববর্তী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কাজ সমূহঃ

(১) ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রধান মেরামত কাজ সমুহ

(এককঃ হাজার টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আইডিপি থেকে গ্রহন করা হয়েছে (হ্যাঁ / না)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	অর্থের উৎস	২০২২-২০২৩ অর্থবছর শেষে অগ্রগতি (%)	
						ভৌত	আর্থিক
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ							
রাস্তা							
১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	না	৩০৪০০০.০০	৩০৩৯০০.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ	১০০%	১০০%
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	না	২৪৪০০০.০০	২৪৩৫০০.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ	১০০%	১০০%
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত নির্মাণ	না	৯০০০.০০	৮৮০০.০০	নিজস্ব তহবিল	১০০%	১০০%
প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
রাস্তা							
১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	১৩০২০০.০০	১৩০১০০.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ	১০০%	১০০%
নিষ্কাশন(ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	না	৬১০০০.০০	৬০৫০০.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ	১০০%	১০০%
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	৪৪০০০.০০	৪১৮০০.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ/নিজস্ব	১০০%	১০০%

(এককঃ লক্ষ টাকা)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রধান মেরামত কাজসমূহ

রাস্তা							
১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	না	৩০৪০.০০	৩০৩৯.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ	১০০%	১০০%
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	না	৩০৫০.০০	৩০৪৫.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ	১০০%	১০০%
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত নির্মাণ	না	১১৪.০০	১১৩.৮০	**নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**
প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
রাস্তা							
১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	১৩০২.০০	১৩০১.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ	১০০%	১০০%
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	না	৬১০.০০	৬০৫.০০	এডিপি/থোক বরাদ্দ	১০০%	১০০%
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	২৪.০০	২৩.৫০	**নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন-সম্পর্কিত অর্জন সমূহ

	২০২১-২০২২ অর্থবছরের শেষান্তে মোট	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শেষান্তে মোট	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি/পরিবর্তন
মোট রাস্তা	১৬০৫.০০ কিঃমিঃ	১৬১০.০০ কিঃমিঃ	৫.০০ কিঃমিঃ
বিসি (বিটুমিনাস কার্পেটিং)	১১৩১.৬৭ কিঃমিঃ	১১৫৮.৬৭ কিঃমিঃ	২৭.০০ কিঃমিঃ
সিসি (সিমেন্ট কংক্রিট)	৩৬.০০ কিঃমিঃ	৩৯.০০ কিঃমিঃ	৩.০০ কিঃমিঃ
আরসিসি (রড-সিমেন্ট-কংক্রিট)	৫৪.০০ কিঃমিঃ	৬৬.০০ কিঃমিঃ	১২.০০ কিঃমিঃ
ড্রেন			
ব্রিক (ইটের)	--	--	--
আরসিসি	৩৭৫.৫৩ কিঃমিঃ	৪০০.৫৩ কিঃমিঃ	২৫.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা	--	--	--
খাল	১৯.৫০ কিঃমিঃ	--	--
ব্রীজ/সেতু			
মোট (সংখ্যা)	১৩০ টি	১৮০ টি	৫০ টি

মোট দৈর্ঘ্য	৩৬৫২.০ মিঃ	৩৬৮২.০ মিঃ	৩০.০ মিঃ
কালভার্ট			
মোট (সংখ্যা)	১১৪৯.০ টি	১১৬৯.০ টি	২০.০ টি
গণশৌচাগার			
মোট (সংখ্যা)	১৮.০ টি	৪৯ টি	৩১ টি

অধ্যায় ৭ অবকাঠামো : পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ

৭.১ সচিবের দপ্তর

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
সাধারণের বাজার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন বাজার সংখ্যা ১৪ টি যথা সিটি বাজার, সিটি পার্ক মার্কেট সম্মুখভাগ, নবাবগঞ্জ বাজার, ধাপ বাজার আরকে রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় সযলগ্ন বাজার, কাচারী বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় সংলগ্ন বাজার, কামারপাড়া, শ্রী সিতানাথ বণিক বিপনী বিতান বাজার, আশরতপুর চকবাজার, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া বাজার, মাহাতাব খান মার্কেট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার/মাছ বাজার এবং টার্মিনাল বাজার। উক্ত বাজারসমূহে মোট দোকান সংখ্যা-২৭০৭ টি । উক্ত বাজারসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে বিল প্রদান করা হয়।
যানজট নিয়ন্ত্রণ	• প্রধান প্রধান রাস্তা এবং বাজারের জায়গাগুলিতে ট্রাফিক কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। • যানজট নিয়ন্ত্রণে নগরীর ০৩ টি গুরুত্বপূর্ণ মোড় তথা, জাহাজ কোম্পানী মোড়, লালকুঠি মোড় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়ে ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন করা হয়েছে।
নাগরিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (সিআই এসসি)	• নাগরিকদের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা চালু করা হয়েছে। • অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ এবং তা নিস্পত্তি করা হচ্ছে।
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার	• সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং তা যথারিতী প্রচারনার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। • বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের স্পনসর করা হয়।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা সমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২১/২০২২	অর্থবছর ২০২২/২০২৩
সাধারণের বাজার	সাধারনের বাজারে খালি জায়গার পরিমান	৩.৫০ একর	৩.৫০ একর
যানজট নিয়ন্ত্রণ	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	১২ জন	১৫ জন
সংস্কৃতি ও খেলাধূলা বিষয়ক	অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	০২	০২
	অনুষ্ঠিত স্পন্সরকৃত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	--	০১ টি
অনধিকার প্রবেশ	সাধারনের জায়গা থেকে অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান সরিয়ে নেয়ার সংখ্যা	৫০ টি	১১৩ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১. যানযট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ২০২২-২০২ অর্থবছরে ৩ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সাধারণ জায়গা থেকে জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে ফুটপাত এবং বাজারসমূহের প্রবেশদার হতে প্রায় ১১০ টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে।

৭.২রাজস্ব বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	রংপুর সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রতি বছর প্রায় ১১,০০০ ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ই-ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম শুরু করেছে। ব্যবসা শুরু করার প্রথম ধাপই হলো ট্রেড লাইসেন্স তাই রংপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যবসায়ীদের বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রয়োজনীয় সকল কাগজ সঠিক থাকলে মাত্র ১২ ঘণ্টায় ই-ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। ঘরে বসেই ই-ট্রেড লাইসেন্স নিতে পারছেন ব্যবসায়ীগণ। ই-ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা যে কোন জায়গা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন। অনলাইন এর মাধ্যমে ফি প্রদান করে তাদের পোর্টাল থেকেই ট্রেড লাইসেন্সটি প্রিন্ট করে নিতে পারছেন।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান	চার্জার রিক্সা-৫৮০০ টি, অটো চার্জার ৫,৩০০ টি এবং চার্জার ভ্যান-২১৮ টি
সাধারনের বাজার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন বাজার সংখ্যা ১৪ টি যথা সিটি বাজার, সিটি পার্ক মার্কেট সম্মুখভাগ, নবাবগঞ্জ বাজার, ধাপ বাজার আরকে রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় সযলগ্ন বাজার, কাচারী বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় সংলগ্ন বাজার, কামারপাড়া, শ্রী সিতানাথ বণিক বিপনী বিতান বাজার, আশরতপুর চকবাজার, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া বাজার, মাহাতাব খান মার্কেট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার,/মাছ বাজার এবং টার্মিনাল বাজার। উক্ত বাজারসমূহে মোট দোকান সংখ্যা-২৭০৭ টি । উক্ত বাজারসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে বিল প্রদান করা হয়।
কসাইখানা/ জবাইখানার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে মোট ০২ টি পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত পশু জবাইখানা রয়েছে নগরীর বাস টার্মিনাল এলাকায় এবং মাহিগঞ্জ এলাকায়। পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত পশু জবাইখানা থাকার ফলে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে • সুষ্ঠুভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে • বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় হচ্ছে • বর্জ্য অপসারণ করতে সিটি করপোরেশনের ব্যয় কম হচ্ছে • গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃস্বরণ কম হচ্ছে • পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংস প্রস্তুত করা যাচ্ছে • সিটি করপোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে

	• মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে • প্রতিদিন প্রায় ৭০-১০০টি গরু/মহিষ ও ছাগল/ভেড়া জবাই করার সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে • প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ্য মানুষের নিকট স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মাংস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২১/২০২২	অর্থবছর ২০২২/২০২৩
ট্রেড লাইসেন্স	নতুনভাবে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৩,৩৫২ টি	৩৪২৩ টি
	নবায়নক্রত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৮,২৪৯ টি	৮,৮৭২ টি
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	মোটর বিহীন গাড়ীর জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	চার্জার রিক্সা-৩,২০৭ টি অটো রিক্সা- ৫,২৪০ টি	চার্জার রিক্সা-৫,৮০০ টি অটো রিক্সা- ৫,৩০৭ টি
সাধারণের বাজার	খালি জায়গার পরিমান	৩.৫০ একর	৩.৫০ একর
গণশৌচাগার	নতুন ইজারা চুক্তির আওতায় পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	০৯ টি	০৯ টি
	নবায়নকৃত ইজারা চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	০৯ টি	০৯ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

- ২০২১-২০২২ এ ট্রেড লাইসেন্স এর সংখ্যা ছিল (নবায়ন+নতুন) ১১,৬০১টি, ২০২২-২০২৩ এ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১২,২৯৫ টিতে ।

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের চেয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৬৯৪ টি ট্রেড লাইসেন্স বেশি হয়েছে।

- ২০২১-২০২২ এ অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ছিল ৮৪৪৭ টি এবং ২০২২-২০২৩ এ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১১,১০৭ টিতে । ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স পূর্বের থেকে ২৬৬০ টি বৃদ্ধি পেয়েছে

- আদর্শ কর তফশিল ২০১৬ অনুযায়ী সকল প্রকার ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ডিজিটাল পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রয়োজনীয় সকল কাগজ সঠিক থাকলে মাত্র ১২ ঘণ্টায় *ই-ট্রেড লাইসেন্স* প্রদান করা হচ্ছে। ঘরে বসেই *ই-ট্রেড লাইসেন্স* নিতে পারছেন ব্যবসায়ীগণ। *ই-ট্রেড লাইসেন্স* কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা যে কোন জায়গা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন। অনলাইন এর মাধ্যমে ফি প্রদান করে তাদের পোর্টাল থেকেই ট্রেড লাইসেন্সটি প্রিন্ট করে নিতে পারছেন।৪। অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। প্রতিটি লাইসেন্সের সাথে মোবাইল সীম সংযুক্ত করা হয়েছে এবং RFID কার্ড ও APPS এর মাধ্যমে চেকিং করার ব্যবস্থা রয়েছে।

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ

(১) অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৫ কিঃ মিঃ
নর্দমা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	--
সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	--
সড়কবাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬৯ কিঃমিঃ
গণশৌচাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০২ টি
জনসাধারণের অংশ / বিনোদনের স্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	--
নাগরিকদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার অথবা অন্যান্য নাগরিক সুবিধা তৈরি ও রক্ষাবেক্ষণ	০১ টি
পানি সরবরাহ ও পানি সরবরাহজনিত সুবিধাদির মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ	৩৮ কিঃ মিঃ
ভবন নিয়ন্ত্রণ	০৫ টি
ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ	০৩ টি

প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবাসমূহ অধ্যায় ৬ এ বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২১/২০২২	অর্থবছর ২০২২-২০২৩
ভবন নিয়ন্ত্রণ	অনুমোদিত ভবনের সংখ্যা	১৭১৪	১৭৯০
অস্বাস্থ্যকর / ঝুঁকিপূর্ণ ভবন	অস্বাস্থ্যকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সংখ্যা	০৪	০৬

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১.	সরকার সৃজিত ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র এবং ভবনের নকশার অনুমোদনের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রক্রিয়া জটিল ছিল বিধায় সেটিকে সহজ করে গ্রাহক হয়রানি ও সময়ের অপচয় রোধ করা হয়েছে।
২.	**সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছেঃ** ইমারত নির্মান নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সূত্রিতা ২। সঠিক তথ্য না জেনে আবেদন পত্র দাখিল ৩। সার্ভেয়ার কর্তৃক সঠিকভাবে আবেদনকারীকে আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে বুঝিয়ে না দেয়া। ৪। বর্তমান প্রক্রিয়া জটিল বিধায় গ্রাহক হয়রানি ও সময়ের অপচয় হওয়া। **সমাধান করা হয়েছেঃ** সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে সেবা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী, আবেদন ফরম সরবরাহ, আবেদন পত্রের সাথে কিকি ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে তার একটি পুনাঙ্গ তালিকা সেবা প্রার্থীকে প্রদান, যাতে সেবা প্রার্থী অসম্পূর্ন আবেদন

	দাখিল না করে। আবেদনের তারিখ হতে ডেলীভারী পর্যন্ত একটি সময়সীমা বেধেঁ দেয়া। গ্রাহক ভোগান্তি যাতে না হয় সে বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষন করা। মেয়র কর্তৃক অনুমোদনের পর গ্রাহককে মোবাইল কল/ মেসেজ করে নকশা ডেলীভারী নেয়ার জন্য জানিয়ে দেয়া।

৭.৪বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার এবং গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ	বাজারঃ বাজার এবং গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহঃ মহানগরীর সিটি বাজার, সীতানাথ বণিক বিপনী বিতান, স্টেশন বাজার, নবাবগঞ্জ বাজার, সুপার মার্কেট, মাহিগঞ্জ বাজার সমূহে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। অতঃপর সিটি কর্পোরেশনের ডাম্প ট্রাক দ্বারা বর্জ্য সমূহ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমা করা হয়। গৃহস্থালীঃ বাসা-বাড়ী হতে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ০৩ টি এনজিও কমিউনিটি বেইজড কিছু সংগঠন আছে তারা ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ করে নিকটস্থ ডাস্টবিনে সংরক্ষণ করেন, তাছাড়া সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ওয়ার্ড পর্যায়ে, জনগুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যহ ডাম্প ট্রাক দ্বারা বিকেল এবং রাত ১০ টা হতে বর্জ্য অপসারন কার্যক্রম শুরু করা হয়।
রাস্তা এবং নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	রাস্তা পরিস্কারঃ সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা রাস্তাসমূহ ঝাড়ু দেয়া হয় অতঃপর রিক্সা-ভ্যান দ্বারা ময়লা আবর্জনা উত্তোলন করতঃ নির্ধারিত স্থানে জমা করা হয়। অতপরঃ ডাম্প ট্রাক দ্বারা সংরক্ষিত বর্জ্য সমূহ অপসারন করা হয়।
হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	রংপুর মহানগরীতে মেডিকেল বর্জ্যরে পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশের উপর সৃষ্টি হচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। রংপুর শহরে আনুমানিক ২৬৩টি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে এবং প্রতিদিন গড়ে প্রায় প্রায় ১.৮৯ টন ক্ষতিকারক বর্জ্য। গত ১৩ মে ২০১৮ইং তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর মধ্যে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সে মোতাবেক রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক তত্বাবধানে প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন নাছনিয়াস্থ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ল্যান্ডফিলে রংপুর নগরীর “মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম” পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট স্থাপন করে এবং ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়।
গনশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	গণশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং করাঃ সিটি কর্পোরেশন এলাকার গণশৌচাগারসমূহ ইজাড়া প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১৩ টি গণশৌচাগার আছে। গণশৌচাগারসমূহের পরিচ্ছন্নতার মান নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড পরিচ্ছন্ন সুপারভাইজার, বাজার পরিদর্শক এবং পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাগণ প্রতিনিয়তই এসব ণশৌচাগারসমূহ মনিটরিং করে থাকেন।
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা এবং চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী সংক্রামক বর্জ্যসমূহ ১৩৫ -১৪০ ডিগ্রি সেঃতাপমাত্রায় এবং ৩ বারবায়ুমন্ডলীয়চাপে ৪৫ মিনিট স্থায়ীত্বে অটোক্লেভিং পদ্ধতিতে জীবানুমুক্ত করা হয়। অতঃপর প্রতিদিন পরিশোধিত ও জীবানুমুক্ত বর্জ্য ২-৩ ইঞ্চি মাটির আস্তরণ প্রদানপূর্বক সাধারণ বর্জ্য রেন্যায়স্যানিটা রিল্যান্ড ফিলিংকরা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্রামিত পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যও অটোক্লেভিং পদ্ধতিতে জীবানুমুক্ত করা হয়। ১টি অটোক্লেভ ইউনিটের সাহায্যে ১-২ ব্যাচে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০-৬০০ কেজি

	পরিমান সংক্রামক বর্জ্য পরিশোধন/জীবানুমুক্তকরন করা হচ্ছে। খ) ইনসিনারেশনঃ সংক্রামক বর্জ্য যেমন- তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ, সংগৃহীত নমুনা, কালচার মিডিয়া যা কম আদ্রতাবিশিষ্ট (৩৩% এর কম) এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ দুই চেম্বার বিশিষ্ট পাইরোলাইটিক ইন সিনারেটরের মাধ্যমে ভষ্মীকরণকরা হয়। এই ইনসিনারেটরের প্রথম চেম্বারে ৮০০ - ৮৫০ ডিগ্রি সেঃ এবংদ্বিতীয় চেম্বারে ১১০০ – ১২০০ ডিগ্রি সেঃতাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকরা হয়। এই ইনসিনারেটরে বর্জ্য ভষ্মীকরণের ফলে ডাই-অক্সিন গ্যাসনিঃসরিত হয় না এবং প্রাপ্ত ছাই বিশেষভাবে নির্মিত কংক্রিট পিটে চূড়ান্ত অপসারণ করা হয়। গ) ডিপ বুরিয়ালঃ এই পদ্ধতিতে দেহের কর্তিত অংশ এবংঅন্যান্য অতিমাত্রায় সংক্রামিত বর্জ্যসমূহ এ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করা হয়। এমপুটেড বডি পার্ট বা এ জাতীয় অন্যান্য বর্জ্যসমুহকেও এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১০-২০ কেজি দেহের কর্তিত অংশ এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। ঘ) কেমিক্যাল ডিজইনফেকশনঃ পুনচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য (প্লাসটিক, গ্যাস ইত্যাদি) তিন চেম্বার বিশিষ্ট ট্যাঙ্কের সহায়তায় ক্লোরিন পানি দ্বারা জীবানুমুক্ত করা হচ্ছে যেখানে প্রথম চেম্বারে ১৫০-২৫০ পিপিএম ঘনত্বের ক্লোরিন পানিতে বর্জ্যসমূকে ৩০-৪৫ মিনিট ধরে ভিজিয়ে রেখে পরে প্রথম চেম্বার থেকে দ্বিতীয় চেম্বারে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় চেম্বারে ২০-৫০ পিপিএম ঘনত্বের দ্রবনে ১৫-২৫ মিনিট ধরে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরবর্তীতে বর্জ্যসমুহকে তৃতীয় চেম্বারে নিয়ে পরিস্কার পানি দিয়ে ধৌত করা হয়। উল্লেখ্য যে, যদি বর্জ্যসমূহ নল বা বক্স আকৃতির হয় তাহলে তা কেমিক্যাল ডিজইনফেকশন করার আগে কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হয়

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২১/২০২২	অর্থবছর ২০২২/২০২৩
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	২৫,২০০ টন	৩০,৬০০ টন
হাসপাতাল বর্জ্য	সংগৃহীত হাসপাতাল বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	৪৩৮ টন	৫১১ টন
রাস্তা ও নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন রাস্তার পরিমান (আনুমানিক দূরত্)	৩০ কিঃ মিঃ	৩৭ কিঃ মিঃ
	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন নর্দমার পরিমান (আনুমানিক দূরত্) বার্ষিক হিসাব	১০৪ কিঃ মিঃ	১২০ কিঃ মিঃ
গণশৌচাগার	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মোট	১৩ টি	১৩ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	বিগত অর্থ বছরে দিনের পরিবর্তে প্রতি রাতেই বর্জ্য অপসারনের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। কারন দিনের বেলায় মানুষ চলাচল করে, এর মধ্যে যদি এসব বর্জ্য অপসারণের কাজ করা হয় তাহলে দুর্গন্ধে দুর্ভোগ বাড়ে নাগরিকদের। তাই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের বিষয়টি চিন্তা করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ইপিআই টিকা	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আগত মা ও শিশুদের নিয়মিত টিকা প্রদান করা হয়। বছরে দুইবার শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বছরে দুই বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। নিউট্রিশন বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয় । এছাড়া জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন প্রদান।
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৭৪৮০০ জনের জন্ম নিবন্ধন এবং ১৯১১ জনের মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে।
করোনাকালীন রক্তের নমুনা পরীক্ষা	করোনাকালীন সময় রোগীদের রক্তের নমূনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে। ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে। এবং করোনা নমুনা পরিক্ষা কার্যক্রম চলমান।
নিরাপদ খাদ্য	বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্য আইন (সংশোধিত-২০০৫) ধারা মোতাবেক নিরাপদ খাদ্য তৈরীতে হোটেল রেঁস্তরা, কনফেকশনারী, ফাস্টফুড ও বেকারী মালিকগণকে পরিবেশ সম্মত ব্যবসা পরিচালনা করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা ও প্রিমিসেস লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিক্যাল চেক আপ	সিটি কপোরেশনের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার্থীদের দ্বারা ক্ষুদে ডাক্তার টিম গঠন করে কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।
অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ	অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছে। পরবর্তী অর্থ-বছরে এসব অস্বাস্থ্যকর ভবনসমূহের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২১/২০২২	অর্থবছর ২০২২/২০২৩
ইপিআই টিকা	টিকা দেওয়া হয়েছে এমন শিশুদের সংখ্যা	৫০৯৪৬	৬০০৫৬
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	নিবন্ধনের সংখ্যা	৬৯৬৫৩	৭৪৮০০
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ	পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৪৮০	৪৮৭
	পরিদর্শন করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৪৮৫	৪৯০
মেডিক্যাল চেকআপ	মেডিক্যাল চেক আপ করা হয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৫০০০০	১৫১৫০০
মশক নিয়ন্ত্রণ	মোট এলাকা (বর্গ কি:মি:) যা স্প্রে করা হয়েছে	-	-
কসাইখানা	মোট কসাইখানা পরিদর্শনের সংখ্যা	০৪টি	০৬টি
জনস্বাস্থ্য	● ১১১০০২ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। ● ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে = ২,৫৫,৩৪১ জন শিশুকে, ● কৃমির ট্যাবলেট ৩,০১,৫০০ জন ছাত্র/ ছাত্রীকে।		

	● স্যালাইন বিতরন ১,১০,০০০ পিচ করা হয়েছে । ● অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ বিনামূল্যে ডেঙ্গু এবং ডায়াবেটিক পরীক্ষা চলমান রয়েছে। ● শনাক্ত রোগীদের মেডিকেল অফিসারগণ দ্বারা পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২.১) জন্ম নিবন্ধনের পরিসংখ্যানঃ প্রতিবেদনকালঃ ২০২২-২০২৩ ইং

ক্রঃনং	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	প্রতিবেদনাধীনকাল পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন বহিতে তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা					প্রতিবেদনাধীনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত জন্ম সনদ বিতরণের সংখ্যা					মন্তব্য
		১৮ বৎসরের বা তাহার নিচের শিশু		১৮ বৎসরের উর্ধ্বের প্রাপ্ত বয়স্ক		মোট (২+৩+৪+৫)	১৮ বৎসরের বা তাহার নিচের শিশু		১৮ বৎসরের উর্ধ্বের প্রাপ্তবয়স্ক		মোট (৭+৮+৯+১০)	
		মেয়ে	ছেলে	মহিলা	পুরুষ		মেয়ে	ছেলে	মহিলা	পুরুষ		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
০১	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ইং					৪২৪৮৬					৪২৪৮৬	১মকোয়ার্টার
০২	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ই	৫৬১৩	৪১২২	৩০৭৫	২৬৮২	১৫৪৯২	৫৬১৩	৪১২২	৩০৭৫	২৬৮২	১৫৪৯২	২য়কোয়ার্টার
০৩	জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ইং	২৮০০	৩২৬৬	২৫৮৩	২১৩০	১০৭৭৯	২৮০০	৩২৬৬	২৫৮৩	২১৩০	১০৭৭৯	৩য়কোয়ার্টার
০৪	এপ্রিল-জুন ২০২৩ইং	১৫৩০	১৫২৯	১৪৬২	১৫২২	৬০৪৩	১৫৩০	১৫২৯	১৪৬২	১৫২২	৬০৪৩	৪র্থকোয়ার্টার
	মোট	৯৯৪৩	৮৯১৭	৭১২০	৬৩৩৪	৭৪৮০০	৯৯৪৩	৮৯১৭	৭১২০	৬৩৩৪	৭৪৮০০	

(২.৩) মৃত্যু নিবন্ধনের পরিসংখ্যানঃ প্রতিবেদনকালঃ ২০২২-২০২৩ ইং

ক্রঃনং	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	প্রতিবেদনাধীন কাল পর্যন্ত মৃত্যু নিবন্ধন বহিতে তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা					প্রতিবেদনাধীনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মৃত্যু সনদ বিতরণের সংখ্যা					মন্তব্য
		১৮ বৎসরের বা তাহার নিচের শিশু		১৮ বৎসরের উর্ধ্বের প্রাপ্ত বয়স্ক		মোট (২+৩+৪+৫)	১৮ বৎসরের বা তাহার নিচের শিশু		১৮ বৎসরের উর্ধ্বের প্রাপ্তবয়স্ক		মোট (৭+৮+৯+১০)	
		মেয়ে	ছেলে	মহিলা	পুরুষ		মেয়ে	ছেলে	মহিলা	পুরুষ		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
০১	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং					৬১৪					৬১৪	১মকোয়ার্টার
০২	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ ইং	৭	৫	১৮০	২৩০	৪২২	৭	৫	১৮০	২৩০	৪২২	২য়কোয়ার্টার
০৩	জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ইং	০	১	১২২	৩০৭	৪৩০	০	১	১২২	৩০৭	৪৩০	৩য়কোয়ার্টার
০৪	এপ্রিল-জুন ২০২৩ ইং	০	৪	১১১	৩৩৪	৪৪৫	০	৪	১১১	৩৩৪	৪৪৫	৪র্থকোয়ার্টার
	মোট	৭	৫	২৯১	৮৭১	১৯১১	৭	৫	২৯১	৮৭১	১৯১১	

- **প্রতিবেদনাধীন কাল পর্যন্ত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন খাতে ক্রমপুঞ্জিত ফিস আদায়ের পরিমান :** ৮৫,৮৯,১২৫/-
- **জন্ম নিবন্ধন টাস্কফোর্স প্রতিবেদন কালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম প্রসারে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও উদ্যোক্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য কর্মী/টিকাদান কর্মীর মাধ্যমে ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করার জন্য জনগনের মাঝে উদ্বুদ্ধ করণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।**
- **সংক্ষেপে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সমস্যা ও উহা সমাধানের উপায় গুলি লিখুন: (১) মোবাইলের সিম হারিয়ে বা নষ্ঠ হওয়ার কারণে ওটিপি না পাওয়া , সে জন্য নতুন করে মোবাইল নম্বর আপডেট করার ব্যবস্থা গ্রহন। একই ব্যক্তির একাধিক নিবন্ধনের জন্য সামান্য কিছু তথ্য পরিবর্তন করে বার বার নিবন্ধন করা, এ জন্য সুষ্ঠু সমাধান করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন প্রয়োজন।**
- **৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের অফিস আদেশের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন ছাড়া শিশুর টিকা না দিতে উৎসাহ প্রদান করা।**

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান

১.	২০২১-২০২২ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য সেবায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যেমনঃ শিশুদের ইপিআই টিকা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের সংখ্যা, মেডিক্যাল চেকআপ, মশক নিয়ন্ত্রণ, কৃমির ট্যাবলেট বিতরণ, স্যালাইন বিতরন, বিনামূল্যে ডেঙ্গু এবং ডায়াবেটিক পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।
২	পূর্বের বছরের তুলনায় অধিক মা ও শিশুকে টিকা দেয়া হয়েছে।

৭.৬ সমাজকল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

(১) প্রধান সেবাসমূহ

প্রধান সেবাসমূহ	**বিবরণ**
দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	এরকম কোন আশ্রয় কেন্দ্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয় না, তবে এতিম ও বিধবাদের ০৩ মাস অন্তর- ৩,০০০/- টাকা করে দেয়া হয়।
কর্পোরেশনের নিজ খরচে নগরীতে দু:স্থ এবং পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা;	৩৫ জন
ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা;	ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ওয়ার্ড পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি তথা অবহিতকরণ সভা পরিচালনা করা হয়।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা	সূচক ও অর্জনসমূহ		
	সূচক	অর্থবছর ২০২১-২০২২	অর্থবছর ২০২২-২০২৩
দরিদ্র ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা	সংখ্যা	৯৫	৬৭
পাঠাগার	পাঠক সংখ্যা	৪৮	১৮৮ (শুধুমাত্র দাপ্তরিক)

দু:স্থদের জন্য সহায়তা	টাকা	১৫,০০,০০০/-	১৭,৬৫,০০০/-

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যাঃ

১.	সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, এবং জনসংখ্যাগত রূপান্তরসহ বিভিন্ন কারণে এই পরিবর্তন সংঘঠিত হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নগরবাসীর সামগ্রিকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক বৈষম্য মোকাবিলা করতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে উন্নীত করার জন্য, প্রান্তিক জন গোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন করতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সমাজ-কল্যান বিভাগের মাধ্যমে ০১ টি প্রকল্প চলমান আছে (প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমানমান উন্নয়ন প্রকল্প) প্রকল্পটি এসব ক্ষেত্রে অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
২	পাঠাগার হচ্ছে পাঠ করার উপাদান সজ্জিত আগার বা স্থান। বিশদভাবে বলা যায় পাঠাগার হলো বই, পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রীর একটি সংগ্রহশালা যেখানে পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে এবং পাঠক সেখানে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধ্যান করতে পারে। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই পাঠাগারের সৃষ্টি। রংপুর সিটি কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধু লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন করে আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'বই পড়ার যে আনন্দ মানুষের মনে, তাকে জাগ্রত করে তুলতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এই পাঠাগার স্থাপন করে। জীবনে পরিপূর্ণতার জন্য জ্ঞানের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণ করতে রংপুর নগরবাসীর এই পাঠাগারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
৩	পূর্ববর্তী বছরে তথা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩০০ জন এতিম ও বিধবাদের টাকা দেয়া হতো । ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩২০ জন এতিম ও বিধবাদের ৩ মাস অন্তর ৩০০০/- টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।
৫	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, তথা অবহিতকরণ সভা পরিচালনা হওয়ায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৭.৭ পানি সরবরাহ শাখা

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
পাইপ লাইন তথ্য	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩৩ টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন ব্যাসের মোট পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ৩২৬.২৫ কিলোমিটার
গ্রাহক তথ্য	সরকারী ভবনে পানির লাইনের সংযোগ সংখ্যা ৮২ টি, আবাসিক ভবনে পানির লাইনের সংযোগ সংখ্যা ৪,৮৭০ টি, অনাবাসিক ভবনে পানির লাইনের সংযোগ সংখ্যা ২৪ টি। **মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪৯৭৬ টি**
নতুন সংযোগ ও সংযোগ বিচ্ছিন্ন	নতুন সংযোগ- ১৭০ টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন- ৬৫ টি
গভীর নলকুপের তথ্য	মোট গভীর নলকুপের সংখ্যা-৩৮ টি সচল গভীর নলকুপের সংখ্যা -১৬ সাময়িক বন্ধ গভীর নলকুপের সংখ্যা -২২
আয়রন বিমুক্তকরণ প্ল্যান্ট, উচ্চ জলাধার ট্যাংক	আয়রন বিমুক্তকরণ প্ল্যান্ট-০৩ টি উচ্চ জলাধার ট্যাংক- ০৮ টি

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২১/২০২২	অর্থবছর ২০২২/২০২৩
পানি সরবরাহ	মোট দাবী আদায়	৪১,২৯,৩৩৫ টাকা	৪২,৪৭,৭৬৫ টাকা

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ সেবায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বিগত অর্থ বছরের থেকে বছরে ১,১৮,৪৩০ টাকা বেশী দাবি আদায় হয়েছে। নতুন সংযোগ ১৭০ টি বৃদ্ধি পেয়েছে। ০৩ টি নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় ৮. প্রশাসনিক উন্নতিকরণ

৮.১ লক্ষিত কাজসমূহ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল

(১.১) কার্য প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ

নর্দমা মনিটরিং বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর ২০২২-২০২৩

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	৮. পানিসরবরাহ
	কার্যাবলী -২	নর্দমা
	কার্যাবলী-৩	৮.৭ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া নর্দমা গুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, এসসিসি এবং নাগরিকদেরকে কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা
২. পাড়া ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা
৩. নর্দমা সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একজন অফিসার/ CISC -কে দায়িত্ব প্রদান করা
৪. নর্দমার বিষয়ে অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরিচ্ছন্নকর্মীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য কনজারভেন্সী বিভাগে একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা
৫. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সী সুপারইজারকে দায়িত্ব প্রদান করা
৬. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন, বিতরণ এবং প্রদর্শন করা
৭.কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা (স্কুল,মাদ্রাসা, মসজিদ, ক্লাব, সিবিওস ইত্যদি বছরে দু'বার)
৮. বাজার কমিটি, বাজার মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সাথে সভা করা
৯. স্কুল ও কলেজ ভিত্তিক প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা
১০. ডব্লিউএলসিসি'র ত্রৈমাসিক সভায় নর্দমা পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা করা এবং কনজারভেন্সী বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এবিষয়ে রিপোর্ট করা
১১. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) তার ত্রৈমাসিক সভায় অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা এবং অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে)
১২. এ আর সি'র অন্তত দুটো সভায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা
১৩. সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মূল্যায়ন ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা
১৪. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সাধারণ সভায় জমা দেয়া।

উদ্দেশ্য:নর্দমা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. (১। সম্পূর্ণরুপে বদ্ধ ২। মাঝে মাঝে বদ্ধ ৩। পানি প্রবহমান ৪। পরিষ্কার ৫। খুব পরিস্কার।	১-১ সমস্ত নর্দমার সুচক ৪ (পরিস্কার) এর অধিক স্তরে থাকবে।	১-১ নর্দমা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার ৮০%	২-১: ৮২% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে।	

(১.২) রাস্তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা অর্থবছর-২০২২-২০২৩

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১. জনস্বাস্থ্য
	কার্যাবলী -২	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং এর ব্যবস্থাপনা
	কার্যাবলী -৩	১.৬ কর্পোরেশন নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা অন্যবিধ আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, কর্পোরেশন সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, এসসিসি এবং নাগরিকদেরকে কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা
২. পাড়া ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা
৩. রাস্তা এবং ডাস্টবিন পরিস্কার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন অফিসার / সিআইএসসি কে দায়িত্ব প্রদান করা
৪. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সী সুপারইজারকে দায়িত্ব প্রদান করা
৫. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন, বিতরণ এবং প্রদর্শন করা
৬. কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য “সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান” কর্মসূচির আয়োজন করা বছরে দুইবার +(স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি)
৭. বাজার কমিটি, বাজার মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করা
৮. স্কুল, কলেজ ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা
৯. ডব্লিউএলসিসি'র ত্রৈমাসিক সভায় রাস্তা ও ডাস্টবিন পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা করা এবং কনজারভেন্সী বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এবিষয়ে রিপোর্ট করা
১০. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে) এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট সাধারণ সভায় জমা দিতে হবে
১১. সিআইএসসি অভিযোগ এর রেকর্ড রাখবে এবং কনজারভেন্সী বিভাগকে অবহিত করবে
১২. এ আর সি'র ত্রৈমাসিক সভায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা
১৩. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে
১৪. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সাধারণ সভায় জমা দেয়া

উদ্দেশ্য: রাস্তা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৫ স্তর মূল্যায়ন (১। অত্যন্ত নোংরা ২। নোংরা ৩। গ্রহণযোগ্য ৪। পরিস্কার ৫।খুব পরিস্কার	১-১ সমস্ত রাস্তা সুচক ৪ (পরিস্কার) এর অধিক স্তরে রাখা	১-১ রাস্তা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিস্থিত হয়েছে
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার	২-১৯০% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত অভিযোগ বাক্সের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং জনসাধারণ হতে প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ সমূহ অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তার (অনিক) যতদুত সম্ভব নিস্পত্তি

		করা হয়।

(১.৩) কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ

গণশৌচাগার বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর- ২০২২-২০২৩

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১. জনস্বাস্থ্য
	কার্যাবলী -২	পায়খানা ও প্রস্রাব খানা
	কার্যাবলী-৩	১.৮ কর্পোরেশন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাব খানার ব্যবস্থা করিবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

[মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা]

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং নাগরিকদেরকে কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. লক্ষিত গণশৌচাগার এর নামফলক ও ক্রমিক নাম্বার দেয়া

৩. গণ শৌচাগার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন অফিসার / সিআইএসসি কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা

৫. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন এবং প্রদর্শন করা

৬. কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য “সচেতনতা মূলক প্রচারাভিযান” কর্মসূচির আয়োজন করা (স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি বছরে দুইবার)

৭. কমিউনিটি/ডব্লিউএলসিসি তাদের ত্রৈমাসিক সভায় পাবলিক টয়লেট এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করবে এবং কনজারভেন্সী বিভাকে রিপোর্ট করবে

৮. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) অভিযোগ এবং কাজের রেকর্ড মনিটর করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে)

৯. সিআইএসসি অভিযোগ এর রেকর্ড রাখবে এবং সে অনুযায়ী কনজারভেন্সী বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

১০. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি তার ত্রৈমাসিক সভায় কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে

১১. কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়নের উপর এআরসি কর্তৃক বছরে অন্তত দুবার পর্যালোচনা সভা /কর্মশালা পরিচালনা করা

১২. মূল্যায়ন রিপোর্ট সাধারণ সভায় আলোচনা করা

১৩. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে

[ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সংশোধন করা]

১. ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি সংশোধনের জন্য কাজ করতে বাজার শাখার একজন অথবা দুইজন কর্মকর্তাকে WIT হিসেবে নিযুক্ত করবে

২. বর্তমান চুক্তির দলিলপত্র পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা

৩. চুক্তির দলিলপত্র পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা

৪. পরিকল্পনা অনুসারে সংশোধিত চুক্তির দলিলপত্রের খসড়া প্রস্তুত করা

৫. বর্তমান এবং সম্ভাব্য ইজারাগ্রহীতার নিকট থেকে মতামত নেওয়ার জন্য সভার আয়োজন করা

৬. সংশোধিত খসড়া চুক্তির দলিলপত্রাদিতে গুরুত্বপূর্ণ মতামতসমূহ সন্নিবেশ/প্রতিফলন করা

৭. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে চুক্তির দলিলপত্রাদির অনুমোদন নেওয়া

উদ্দেশ্য:

গণশৌচাগারগুলো নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অভিযোগ

সিটিকর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।		
সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৫ স্তর মূল্যায়ন (১। অত্যন্ত নোংরা ২। নোংরা ৩। গ্রহণযোগ্য ৪। পরিস্কার ৫। খুব পরিস্কার)	১-১সকল গণ শৌচাগার ৪। (পরিস্কার) এর অধিক পর্যায়ে রাখা	সিটি কর্পোরেশন, ইজারা গ্রহীতা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ শৌচাগার সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ অভিযোগের দ্রুত প্রতিকার এবং কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
২.অভিযোগ প্রতিকার এর হার	২-১: ৯৫% অভিযোগ যথাসময়ে প্রতিকার করা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ৯০% অভিযোগ যথাসময়ে প্রতিকার করা হয়েছে।

(২) কর ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজঃ

১। কর আদায়, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পর্যবেক্ষণ
২। রাজস্ব বিভাগ দ্বারা সংগ্রহ
৩। প্রতিটি ওয়ার্ডে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক রিপোর্টিং (যথাযথ নির্ভুলতা চেক করা সহ)
৪। স্থায়ী কমিটি ও কর্পোরেশন (সাধারন সভায়) ত্রৈমাসিক ওয়ার্ড ভিত্তিক তদারকি
৫। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর প্রচার
৬। পোস্টারের মতো উপাদান নিয়ে আইইসি (তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ) এর প্রস্তুতি
৭। ডব্লিউ এলসিসি সভাঃ আইইসি উপকরণ গুলো প্রচার, ওয়ার্ড ভিত্তিক সংগ্রহের পর্যালোচনা, কর্মপরিকল্পনা (বছরে কমপক্ষে দুইবার)
৮। দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) সময় সিসি এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক কর সংগ্রহ অভিযান
৯। সিএসসিসির সভাগুলো (বছরে দুইবার) ডব্লিউএলসিসি ও সিসি স্তরের কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করা
১০। স্থায়ী কমিটি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক নীতিগত আলোচনা (সাধারন সভা)
১১। নতুন সংহত অঞ্চল (অসংগ্রহের ক্ষেত্র) থেকে ট্যাক্স আদায়ের বিষয়ে আলোচনা
১২। আইনি কাঠামোর মধ্যে নির্ধারিত করের (কঞ্জারভেন্সি, সড়কবাতি এবং পানি সরবরাহ) হার বাড়ানো

উদ্দেশ্য:

১। পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ এবং সংশোধনমূলক কাজের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে আয় বৃদ্ধি করা।
২। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সাধারন কর, নির্ধারিত কর অন্যান্য আয়ের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রাজস্ব পরিচালনার উন্নতি করা।
৩। ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১। কর আদায়ের পর্যায় ক্রমিক ও নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ২। কর আদায়ের দক্ষতা (পরিকল্পিত পরিমানের তুলনায় সংগৃহীত করের পরিমানের শতাংশ) বৃদ্ধি পায়।	আগামী দুই অর্থবছরে পুরোপুরি বাস্তবায়নকরা।	ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন, নির্ধারিত করের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট
৩. রাজস্ব আদায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রস্তুত কৃত মাসিক প্রতিবেদন গুলো করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক করে। ৩।স্থায়ী কমিটির মিটিং নোট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী	করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক করা।	রাজস্ব আদায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রস্তুত কৃত মাসিক প্রতিবেদন গুলো করের অ্যাকাউন্ট

		এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক

৩) বাজেট ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজ

১। খসড়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

২। স্থায়ী কমিটি এবং কর্পোরেশন সভায় আর্থিক বিবরণী পুনঃমূল্যায়ন এবং আলোচনা

৩। ওয়েবসাইটে আর্থিক বিবরণী প্রকাশ (সিএসসিসির সাথে মিটিং) এবং এলজিডিতে জমাদান

৪। সিইও এবং মেয়রদের দ্বারা স্বতন্ত্র ব্যয়ের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং অনুমোদন

৫। এক্সেলে মনিটরিং ফর্মগুলোতে প্রতিটি আইটেমের মাসিক প্রকৃত অর্থপ্রাপ্তি এবং প্রদান প্রবেশকরণ

৬। ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলো বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতকরণ এবং সিএসসিসির সাথে আলোচনা করা

৭। বাজেট, আর্থিক প্রক্ষেপণ এবং আর্থিক বিবরণী ফরম্যাটের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা

৮। আর্থিক প্রক্ষেপণ পরিচালনা

৯। কর্পোরেশন কর্তৃক পরবর্তী বছরের বাজেটের জন্য আর্থিক প্রক্ষেপণ, কৌশলগত বাজেট প্রণয়ন/আপডেট এবং পর্যালোচনা।

১০। মার্চ মাসে আর্থিক প্রক্ষেপণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

১১। বিভাগগুলো কর্তৃক সফল অর্থবছরের প্রাপ্তি এবং প্রদানের অনুমান

১২। বিভাগগুলো এবং স্থায়ী কমিটির সাথে হিসাব বিভাগ আলোচনা করে

১৩। সিএসসিসির সাথে আলোচনা, কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন, জনসাধারনের জন্য বাজেট সহজলভ্য করা

উদ্দেশ্য:

বাজেটের বৈচিত্র্য হ্রাস করতে এবং রিপোর্টিং ও পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য নতুন বাজেটিং ফর্ম চালুকরণ

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. অতিরিক্ত ব্যয় মোট কার্যকরকরনের হার	১-১ বর্ধিত পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে বাজেটের বৈষম্য ১৫% হ্রাস পেয়েছে (অর্থ প্রদানের পরিমান পরিকল্পিত বাজেটের ১২০ শতাংশের বেশি হবেনা)	১-১ রিপোর্টের নতুনসেটের সাথে নতুন বাজেটের ডকুমেন্ট।
২.তফসিল অনুযায়ী বাজেটের নথি এবং রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে।	সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব আকাউন্টের জন্য বাস্তবায়িত	সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৪) নাগরিক সম্পৃক্তকরণ: সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল রচনা প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. স্কুল ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য পর্যালোচনা কমিটি গঠন

২.ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম কর্মপরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা কমিটি, ডব্লিউ এল সিসি, সিএস সিসি এবং সাধারণ সভায় মতবনিমিয় করা এবং আলোচনা করা

৩. ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম সাধারণ উপলব্ধি/ বোঝাপড়া এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে প্রাথমিকভাবে কর্মশালার আয়োজন করবে

৪. রচনা প্রতিযোগিতা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় উপকণসমূহ তৈরী করা (থিম নির্বাচন এবং প্রতিযোগিতার মাপকাঠি, স্কোরিং মানদন্ড, পুরস্কার প্রদান, ঘোষণা পদ্ধতি, গণমাধ্যমের মত বিষয়সমূহ যেমন সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, রেডিও, এসএমএস, এসএনএস, সিসি ওয়েবসাইটের বার্তা)

৫. সিএসসিসি এবং সিসি সাধারণ সভা রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচির পর্যালোচনাপূর্বক, মন্তব্য এবং সুপারিশ প্রদান করবেন।

৬. ডব্লিউআইটি লক্ষিত স্কুল সমূহে রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক সভার আয়োজন করবে .

৭. লক্ষিত স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহ করা এবং তা সিসি’র কাছে জমা দেয়া

৮. রচনা পর্যালোচনা কমিটি রচনাবলী পরীক্ষা করবে এবং ডব্লিউআইটি র কাছে স্কোর জমা দিবে

৯. ডব্লিউআইটি রচনার স্কোরসমূহ একত্রীকরণ করবে এবং ফিডব্যাক গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি, সিএসসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি’র সাথে শেয়ার করবে

১০. সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বিজয়ী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করবে

১১.গণমাধ্যম, সিসি ওয়েবসাইট, এসএনএস ইত্যাদির মাধ্যমে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম এবং রচনাসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা করা

১২.ডব্লিউআইটি মূল্যায়ন ফর্মের উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা কর্মশালা পরিচালনা করবে

১৩. স্থায়ী কমিটি মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে

১৪.ডব্লিউআইটি সিসি সাধারণ সভায় মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিবে

১৫. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং সিসি সাধারণ সভায় জমা।

উদ্দেশ্য: ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. নির্বাচিত রচনা প্রতিযোগিতা নাগরিক সচেতনতার দৃষ্টান্তমূলক বহি:প্রকাশ এবং লেখককে সিসি পুরস্কার প্রদান করা হবে	সি.সি. সাধারণ সভায় ৩ টি সেরা নিবন্ধ নির্বাচিত করে অনুমোদন দেয়া হবে এবং সি.সি. পুরস্কারসমূহ এই অর্থবছরে প্রদান করা হবে।	ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় জন পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছিল
২. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার ৮০%	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার ৮০% ছিল

(৫) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি
	কার্যাবলী -২	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত ১১.১. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা-
	কার্যাবলী-৩	(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, রেষ্টুরেন্ট মালিক/ব্যবসায়ী/নাগরিকদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা;

২. নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রবিধানের আলোকে ভেজাল খাদ্য বিষয়ক মনিটরিং ও পরিদর্শনের পদ্ধতি ও শিডিউল পর্যালোচনা করা এবং নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য চেকলিষ্ট তৈরী করা

৩. ১৯ নং ওয়ার্ডের খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী দোকানপাট জরিপ করা এবং এর মধ্য থেকে মনিটরিং এর জন্য

প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দোকান পাট নির্ধারণ করা
৪. কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জন্য নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা
৫. কার্যকর মনিটরিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াডের ডাব্লুএলসিসি কমিটি ও এর সদস্যদের জন্য ভেজাল খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা
৬. রেষ্টুরেন্ট মালিক ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা (প্রতিব্যাচে ১০-১৫ জন করে)
৭. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক মাইকিং করা (বছরে ৪ বার)
৮. নি্দিষ্ট পদ্ধতি ও শিডিউলের আলোকে ভেজাল খাদ্য (শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস, পানীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি) বিষয়ক নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শন করা
৯. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের জন্য (কর্মকর্তা/সিআইএসসি) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্ত করা
১০. ভেজাল খাদ্য বিষয়ে নাগরিক অভিযোগ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে স্বাস্থ্য বিভাগে একজন স্যানিটারী পরিদর্শক নিযুক্ত করা অথবা মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে একই কাজের জন্য নির্ধারিত এলাকা পরিদর্শন করা
১১. আইইসি উপকরণ তৈরী ও প্রদর্শন করা
১২. নাগরিক সম্পৃক্তকরণের জন্য সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করা (বছরে ২ বার)
১৩. সিবিও ও ডব্লিউ এলসিসি (ওয়ার্ডনং-১৯) মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় (বছরে ৪ বার) উপস্থাপন করবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ কেরি পোর্ট করবে।
১৪. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি কার্যক্রমের মনিটরিং করবে (ডব্লিউ আইটি স্থায়ী কমিটি কেরিপোর্ট করবে)
১৫. মো: কাইয়ুম, স্যানিটারী পরিদর্শককে নিয়োগ করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এ সংক্রান্ত অভিযোগ ও গৃহীত পদক্ষেপ এর রেকর্ড সংরক্ষণ করবে
১৬. মূল্যায়ন ফর্ম এর আলোকে পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করা
১৭. এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে এবং চূড়ান্তকরণের জন্য মতামত ও সুপারিশ প্রদান করবে।
১৮. এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মূল্যায়ন ফলাফলের রিপোর্ট পেশ করবে।
১৯. পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় পেশ করা
*মনিটরিং: খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সরবরাহকারীদের দোকান, প্রকৃত অবস্থা, বিক্রয় ইত্যাদি দেখা
*পরিদর্শন: খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির অবস্থা ও মেয়াদ দেখা, খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারে পাঠানো, ইত্যাদি তথা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

উদ্দেশ্য:

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির নিয়মিত পরিদর্শনের সিষ্টেম প্রতিষ্ঠা করা, সক্রিয় নাগরিক মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নাগরিকদের অভিযোগ নিস্পত্তি করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৪৩ সংখ্যক খাদ্য সরবরাহকারী মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়েছে ২. ভেজাল খাদ্য বিষয়ক ০২টি নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ ৩. ভেজাল খাদ্য বিষয়ক ০২টি নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ সময়মত নিস্পত্তি করা হয়েছে	১. মনিটরিং ও পরিদর্শনকৃত খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সরবরাহকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ (দ্বিগুণ) ২.নাগরিক কর্তৃক ভেজাল খাদ্য বিষয়ক অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ (দ্বিগুণ) ৩. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তির হার	১-১ নর্দমা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার ১০০%	২-১: ১০০% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে।	১০০% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে।

লক্ষ্যভূক্ত এলাকা	ওয়ার্ড নং ১৯ সুতাপীর বাজার, জলকর মোড়, মেডিক্যাল পূর্ব গেইট, রাধাভল্লব মোড়, পাকার মাথা বাজার	সরবরাহকারীর সংখ্যা	সরবরাহকারী সম্পর্কে/ মোট দোকানপাটের সংখ্যা ৪৩টি

(৫) আইনি উপকরণ (প্রবিধান এবং উপ-আইন)

লক্ষিত কাজ

১. সিসি সাধারণ সভায় প্রবিধান প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, আইন কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্র্যাট, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি করিগরি কমিটি গঠন করবে। একই সভায় বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি যেন খসড়া প্রণয়নের সময় মতামত প্রদান করে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও তাদেরকে দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে।

২. কারিগরি কমিটি এলজিডি কর্তৃক প্রেরিত মডেল প্রবিধানটি পর্যালোচনা করে সিসি'র জন্য প্রবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে, এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে (যদি থাকে) মতামতের জন্য দাখিল করবে।

৩. কারিগরি কমিটি মডেল প্রবিধানের ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রবিধান প্রণয়ন করবে।

৪. করিগরি কমিটি খসড়া প্রবিধানটির পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে সভার আয়োজন করবে।

৫. কারিগরি কমিটি খসড়া প্রবিধানটি (২য় খসড়া) সিসি'র সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য দাখিল করবে।

৬. সিসি'র সাধারণ সভা প্রবিধানটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন প্রদান করবে।

৭. কারিগরি কমিটি চূড়ান্ত প্রবিধানটি প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা, ভেটিং ও প্রজ্ঞাপনের জন্য এলজিডি'র নিকট প্রেরণ করবে।

৮. কারিগরি কমিটি প্রবিধান প্রণয়নের সময় অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী শিক্ষণীয় বিষয় (যদি থাকে) উল্লেখসহ লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

উদ্দেশ্য: ১. স্থায়ী কমিটি বিষয়ক প্রবিধান এবং অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার বিষয়ক প্রবিধান প্রণয়ন করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. প্রবিধান প্রণয়ন শেষে এলজিডিতে প্রেরনের তারিখ	১-১ স্থায়ী কমিটি ও অভিযোগ বিয়ষক প্রবিধান প্রণয়ন করা ১-২	১-১ প্রবিধান দুটির চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ১-২

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সিডিইউ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা (প্রয়োজন হলে বাজেটসহ)

২. সাধারণ সভায় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা পূর্বক (বাজেট সহ) তা অনুমোদন

৩.সিডিইউ সাধারণ সভাতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (ফর্ম্যাট এবং পদ্ধতি) উপর উপস্থাপনা প্রদান করবে

৪. সিডিইউ প্রতিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করার আগে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রস্তুত করবে।

৫. সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (যদি থাকে) বছরের প্রথমার্ধের প্রশিক্ষণ ফলাফল (ট্র্যাকিং শিট এবং মূল্যায়ন শিটের সারাংশ) পর্যালোচনা করবে।

৬. সিডিইউ প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ফর্ম কম্পাইল করবে (অংশগ্রহণকারীরা মূল্যায়ন ফর্ম পূরণ করবে এবং সিডিইতে জমা দিবে)

৭. সিডিইউ ট্র্যাকিং শিটে প্রশিক্ষণের রেকর্ড রাখবে।

৮. সিডিইউ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যালোচনা করবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সংশোধনের প্রস্তাব দিবে।

৯. সাধারণ সভায় প্রশিক্ষন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশোধিত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া এবংফরমেট নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং মতামত প্রদান করা হবে।

১০. সিডিডি পরবর্তী অর্থবছরের জন্য খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উত্পাদন করে।

১১. সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (যদি থাকে) বছরের দ্বিতীয়ার্ধের প্রশিক্ষণ ফলাফল (ট্র্যাকিং শিট এবং মূল্যায়ন শিটের সারাংশ) পর্যালোচনা করবে।

১২. সাধারণ সভা অত্র আর্থিক বছরের প্রশিক্ষণ ফলাফল প্রকাশ করবে এবং পরবর্তী অর্থবছরের জন্য খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে।

উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সি.সি. কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড রাখা এবং বার্ষিক প্রশিক্ষন সমূহ একত্রিতকরনের পদ্ধতি প্রণয়ন করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(১)প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে ট্র্যাকিং শীট নিয়মিত আপডেট করণ	"(১) প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ সিডিইউ এর কাছে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন শীট জমা দিবে (২)প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন সঠিকভাবে ট্র্যাকিং শীটে প্রতিফলিত হবে।	প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং ফলাফল সমূহ সিসি সাধারণ সভায় (জিএম) উপস্থাপন করা হয়
(২) একটি বার্ষিক একত্রীকরণ শীট প্রস্তুত করা এবং তা সিসি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা	(২) সি.সি. সাধারণ সভায় (জুন মাসে) বার্ষিক একত্রীকরণ শিট উপস্থাপন করা হবে।	

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রম	বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা	প্রশিক্ষণ অর্জন			
	প্রশিক্ষণ শিরোনাম (প্রশিক্ষণ প্রদানকারী)	শুরুর তারিখ (দিন/মাস/বছর)	মোট দিন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
				কর্মকর্তা/ কর্মচারী	নির্বাচিত প্রতিনিধি
১	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৩/০৭/২০২২	০১	২০	
২	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯/০৮/২০২২	০১	২০	
৩	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ক কর্মশালা	২২/০৯/২০২২	০১	২০	
৪	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬/১০/২০২২	০১	০২	
৫	তথ্য-অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষন	২৪/১১/২০২২	০১	০২	
৬	Orientation and Discussion with ULB Representatives for their roles and responsibilities towards Urban Primary Health Care services of UPHCSDP-II শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২১/১১/২০২২	০১	০১	
৭	তথ্য-অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩/০১/২০২৩	০১	২০	
৮	Training Course on Local Governance and Community Development (young leaders) (এলজিডি)	১১-২৭ জানুয়ারী/২৩	১৫	০১	
৯	এপিএ প্রস্তুতির লক্ষ্যে এপিএ ল্যাবের ২য় কর্মশালা (এলজিডি)	১৮/০১/২০২৩	০১	০১	
১০	Integrated Budget and Accounting System (IBAS++)	২৪/০১/২০২৩	০১	০২	
১১	মধ্যমায়োদী বাজেট কাঠামো সংশোধন ও হালনাগাদকরন (এলজিইডি)	০৮/০২/২০২৩	০১	০১	
১২	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও ওয়েস্ট কনসার্ন এর যৌথ আয়েজেনে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬/০২/২০২৩	০১	০১	
১৩	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের জন্য সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স	০৫-০৬ মার্চ/২০২৩	০২	০১	৪৫
১৪	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর সহায়তায় Technical Assitance on Integrated Solid Waste Management.	২০/০৩/২০২৩	০১	০৫	
১৫	SDG সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত এসডিজি ট্রাকারে প্রদান বিষয়ক (স্থানীয় সরকার বিভাগ)	২৭/০৩/২০২৩	০১	০২	
১৬	সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স	৭-৯ মে/২০২৩	০৩	০৩	
১৭	সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স	১৪-১৬	০৩	০৪	

		মে/২০২৩			
১৮	"সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব ব্যবস্থাপনা" সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স	২১-২৩ মে/২০২৩	০৩	০৩	
১৯	ডি-নথির ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৪-২৫ মে/২০২৩	০২	০২	
২০	Workshop on Integrated Solid Waste Management Improvement Project (ISWMIP)	২৮/০৫/২০২৩	০১	০২	
২১	Training on " Womens Human Rights and VAW (Violance Against Women) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৮-২৯ মে/২০২৩	০২	০১	
২২	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজক্ট (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় PPM&E ফার্মের Inception Workshop	৩০ মে ২০২৩	০১	০১	
২৩	Government Employee Management System (GEMS)-বিষয়ক প্রশিক্ষণ (Online Platform)	৩০/০৫/২০২৩	০১	০৩	
২৪	নগর উন্নয়ন/পরিকল্পনায় দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ	৩১/০৫/২০২৩	০১	২০	
২৫	সুইচ এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন্স (SDC) এর সহযোগিতায় নগর খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে অংশগ্রহনমূলক পরিকল্পনা কর্মশালা	০৪/০৬/২০২৩	০১	৩০	৪৫
২৬	Inception and Orientation Workshop on Project Interventions	০৪/০৬/২০২৩	০১	০১	
২৭	National Tobacco Control Cell এর সহযোগিতায় Intitutionalizing and Strengthening the Implementation of Tobacco Control Gudidelines Issued by LGD বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৮/০৬/২০২৩	০১	০২	০১

৯. কর্পোরেশন এবং কমিটির সভা

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ
২৯.০৯.২০২২ ইং, বৃহস্পতিবার,	১। গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদনকরণ। আলোচনাঃ সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত মাসিক সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন।	গত ১৩/০৩/২০২২ তারিখের মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।
	০২। বসতবাড়ী/ বাণিজ্যিক ভবনের নীল নক্সা অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় উপস্থাপিত নীল নক্সার ব্যাপারে আলোচনা হয়।	উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ৭৭ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।
	০৩। আবেদনকারী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা মৃত ওসমান আলী, সাং-সম্মানিপুর, ওয়ার্ড নং- ৩ এর স্বার্থে বিলুপ্ত সাতগাড়া ইউনিয়ন পরিষদের জমির বিনিময় দলিল প্রসঙ্গে। **আলোচনাঃ** সভায় জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা মৃত ওসমান আলী, সাং-সম্মানিপুর, ওয়ার্ড নং- ৩ এর স্বার্থে বিলুপ্ত সাতগাড়া ইউনিয়ন পরিষদের জমির তফশীল মৌজা- সম্মানীপুর, জে,এল নং-১০৩, সি এস এস খতিয়ান নং-১৫৩, এস এ খতিয়ান নং- ১৫০, আর এস খতিয়ান নং-৪৩, সাবেক দাগ নং-৩১৯, আর এস/ বি এস দাগ নং-৫৪৯ জমির পরিমান-.০৪০০ একরের মধ্যে .০১৭০ একর বিনিময়। বিলুপ্ত সাতগাড়া ইউনিয়ন পরিষদের জমির তফশীল- মৌজা- সম্মানিপুর, জে এল নং-১০৩, সাবেক দাগ নং-৩২, আর এস দাগ নং-৫৫৪ বিনিময়কৃত জমির পরিমান-.১৭০ একর বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, এক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ৩নং ওয়ার্ডের বিলুপ্ত সাতগাড়া ইউনিয়ন পরিষদের তফশীলভূক্ত জমির বিনিময় দলিলের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	০৪। সিটি কর্পোরেশনাধীন ২০২২-২৩ইং অর্থ বছরে সায়রাত মহালসমূহ যেমন- ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া, সিটি বাজার, গণশৌচাগার, লাকী মসজিদ গণশৌচাগার ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা গ্রহণের আবেদন অনুমোদন ও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত গণেশপুর, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড ও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদান অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচন। **আলোচনাঃ** সভায় শাখা প্রধান জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন (২০২২-২৩)ই, অর্থ বছরে সায়রাত মহালসমূহ ইজারা প্রদানের নিমিত্তে ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া, সিটি বাজার	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন যে সকল সায়রাত মহাল ১০% বৃদ্ধিতে আবেদন করেছেন তাহা অনুমোদন ও যে সকল সায়রাত মহালের আবেদন করেন নাই তাহা টেন্ডার প্রক্রিয়া ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সভায় পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	গণশৌচাগার, লাকী মসজিদ গণশৌচাগার ও কেরামতিয়া জামে মসজিদ শ্যামা সুন্দরী খাল সংলগ্ন গণশৌচাগার ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, হাট-বাজার/সায়রাত মহাল উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ইজারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ইজারা প্রদান করতে হয়, ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের বিধান নাই। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত গণেশপুর, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড ও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদানের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	
	৫। চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের জন্য অটো রিক্সা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের নবায়ন শুরু হয়েছে। প্রতিটি গাড়ীতে নাম্বার প্লেট প্রদান করা জরুরী, সময় সল্পতার কারণে দরপত্র আহবান করা সম্ভব নয় মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী গত অর্থ বৎসরের দরে প্রতিটি প্লেট ৪০০/- (চারশত) টাকায় কার্যাদেশ প্রদানের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের জন্য অটো রিক্সা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের নবায়ন শুরু হয়েছে। প্রতিটি গাড়ীতে নাম্বার প্লেট প্রদান করা জরুরী, সময় সল্পতার কারণে দরপত্র আহবান করা সম্ভব নয় মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী গত অর্থ বৎসরের দরে প্রতিটি প্লেট ৪০০/- (চারশত) টাকায় কার্যাদেশ প্রদানের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন টিন প্লেটগুলো উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ক্রয় করার পরামর্শ দেন এবং টেন্ডার ছাড়া এ ধরণের কার্যক্রম নিয়ম বর্হির্ভূত মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত অটো রিক্সা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের প্রতিটি প্লেট ৪০০/- (চারশত) টাকায় কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	০৬। বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। **আলোচনাঃ** সভায় ৩৩টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে নামকরণের জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। আবেদনগুলো যথাক্রমে - ১) সাবেক কমিশনার আব্দুর রশিদ এর নামে নামকরণ, সাং-বাবুপাড়া, ডাকঘর- আলমনগর, ওয়ার্ড নং-২৭, ২) মাসুদার রহমান মাসুদ, নামে নামকরণ, সাং- ধাপ রঘুনাথগঞ্জ, ডাকঘর- রংপুর, ওয়ার্ড নং- ১৬, ৩) ফাইয়াজ স্কুল এন্ড কলেজ রোড (ফাইয়াজ স্কুল এন্ড কলেজ মোড) নামে নামকরণ, সাং- দেওডোবা বানিয়াপাড়া, ডাকঘর- বড়বাড়ী, ওয়ার্ড নং- ১৪, ৪) ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া নামে নামকরণ, সাং- আর কে রোড সংলগ্ন সাতগাড়া, ওয়ার্ড- ১৭, ৫) মহিম চন্দ্র বর্মন নামে নামকরণ, সাং- গণেশপুর, ডাকঘর- বাবুখাঁ, ওয়ার্ড নং- ২২, ৬) ক) মোঃ আবুল কাশেম, খ) মোঃ আব্দুল মালেক, গ) মোঃ সিকেন্দার আলী, ঘ) মোঃ আব্দুল মজিদ গং নামে নামকরণ, সাং- পার্বতীপুর মাষ্টারপাড়া, ডাকঘর- উপশহর, ওয়ার্ড নং- ১৭, ৭) আলহাজ্ব মকবুল হোসেন সরকার, সাং- উত্তম বাঘরিয়া, ডাকঘর- উত্তম হাজিরহাট, ওয়ার্ড নং- ২, ৮) মোশারফ হোসেন স্মরনী নামে নামকরণ, সাং- কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৫, ৯) মৃত আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন স্মরনী, সাং- বাহাদুর সিংহ, ডাকঘর- বুড়ির হাট ফার্ম, ওয়ার্ড নং- ০৬, রংপুর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলর ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে ৩৩টি ওয়ার্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে নাম করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ০৭। তাজহাট বাইতুন নুর জামে মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় তাজহাট বাইতুন নুর জামে মসজিদ নির্মাণ এর আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা সম্পূর্ণ মেয়র মহোদয়ের এখতিয়ার মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৮। আবেদনকারী জনাব মোহসেনা বেগম, সহকারী (খন্ডকালীন) পদে নিয়োগ প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় জনাব মোহসেনা বেগম, মিস্ত্রিপাড়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (খন্ডকালীন) পদে নিয়োগ প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রদান না করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৯। জনাব মোঃ আনিছ, পিতা -মোঃ আইনুল, গ্রাম- হাজীপাড়া, ওয়ার্ড নং- ২১ এর আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় মোঃ আনিছ, পিতা -মোঃ আইনুল, গ্রাম- হাজীপাড়া, ওয়ার্ড নং- ২১ এর আর্থিক সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান না করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১০। সুলতান নগর কে,ডি,সি রোডস্থ রেলওয়ে কবরস্থানটি রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালনা প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় সুলতান নগর কে,ডি,সি রোডস্থ রেলওয়ে কবরস্থানটি রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালনা করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত কবরস্থানটি রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালনার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১১। আবেদনকারী জনাব মোঃ শামসুল আলম, প্রেসিডেন্ট, লায়ন্স ক্লাব অব রংপুর মাহিগঞ্জ, সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে (ভাড়ায়) মাহিগঞ্জ কাঁচা বাজারের পাশে অফিস ঘর স্থাপন প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় জনাব মোঃ শামসুল আলম, প্রেসিডেন্ট, লায়ন্স ক্লাব অব রংপুর মাহিগঞ্জ, সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে (ভাড়ায়) মাহিগঞ্জ কাঁচা বাজারের পাশে অফিস ঘর স্থাপন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত মাহিগঞ্জ কাঁচা বাজারে পাশে অফিস ঘর স্থাপন না করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১২। আর, কে রোড গণেশপুর মৎস্য আড়ৎ সংস্কার ও আড়ৎদারদের জায়গা বরাদ্দের জন্য আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে, আর, কে রোড গণেশপুর মৎস্য আড়ৎ সংস্কার ও আড়ৎদারদের জায়গা বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে অন্যান্য কাউন্সিলরগণও মৎস্য আড়তের চর্তুপাশে আড়ৎদারদের জন্য সেড তৈরী করণের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন, মেয়র মহোদয় প্রকৌশল বিভাগকে মৎস্য আড়তের ডিজাইন করে ২/৩ তলা ভবন নির্মাণ, ১৮/২০ ফিট রাস্তা তৈরী করণ, ড্রেণ নির্মাণ করণ আউট লেন তৈরী	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় বলেন উক্ত মৎস্য আড়তের জায়গা বরাদ্দ, সংস্কার ও আড়তের ডিজাইন করে ২/৩ তলা ভবন নির্মাণ, ১৮/২০ ফিট রাস্তা তৈরী করণ, ড্রেণ নির্মাণ করণ আউট লেন তৈরী করণের জায়গা বরাদ্দ বিধি মোতাবেক বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	করণের নির্দেশ প্রদন করেন। এ বিষয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৩। আবেদনকারী পারুল রায়, বি,এস,সি, বি এড, প্রধান শিক্ষক, এডি মেরিট কেয়ার স্কুল শিক্ষকগণের পূর্বের বেতন পরিবর্তন করে পুনরায় বর্ধিত বেতন বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে। আলোচনাঃসভায় উপস্থাপন করা হয় যে, পারুল রায়, ড়বি,এস,সি, বি এড, প্রধান শিক্ষক, এডি মেরিট কেয়ার স্কুল শিক্ষকগণের পূর্বের বেতন পরিবর্তন করে পুনরায় বর্ধিত বেতন বৃদ্ধিকরণ বিস্তারিত আলোচনা হয়	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণের পূর্বের বেতন বৃদ্ধি না করণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৪। বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ঠ লোকাল গভারমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ডরিকভারি শীর্ষক প্রকল্পের **Implemention Participation Agreement (IPA)** স্বাক্ষরকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট লোকাল গভর্মেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি শীর্ষক প্রকল্পের (Implemention Participation Agreement (IPA) স্বাক্ষরকরণ এর জন্য অনুমোদন প্রয়োজন মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ঠ লোকাল গভর্মেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ডরিকভারি শীর্ষক প্রকল্পের (Implemention Participation Agreement (IPA) স্বাক্ষরকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৫। আবেদনকারী খন্দকার আব্দুল মজিদ হিরু, সভাপতি দৃষ্টি সংস্থা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় মহিলা অঙ্গান, গুপ্তপাড়া, রংপুর এর মাসিক আর্থিক প্রাপ্ত অনুদান বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় খন্দকার আব্দুল মজিদ হিরু, সভাপতি দৃষ্টি সংস্থা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় মহিলা অঙ্গান, গুপ্তপাড়া, রংপুর এর মাসিক আর্থিক প্রাপ্ত অনুদান পূর্বে ৫,০০০/- ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা বৃদ্ধি করে ৭,০০০/- করণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত দৃষ্টি সংস্থা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় মহিলা অঙ্গান এর আর্থিক সাহায্য পূর্বের ৫,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭,০০০/- করণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৬। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও প্রাক্কলন অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।	উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ৯৭ পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ প্রাক্কলনসহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৭। আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় আর্থিক সাহায্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভাপতি মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ভূতাপেক্ষ আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৮। বিবিধ আলোচ্য বিষয় নং ক) অত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রসঙ্গে আলোচনা।	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিকট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে

	আলোচনাঃ সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিষয়ে তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন।	চাওয়া হলে তিনি চলমান বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্যাকেজের কথা তুলে ধরেন। যেসব প্যাকেজের কাজ টেন্ডার হয়েছে ঠিকাদার সময়মত করছেননা, সেগুলো প্যাকেজের ঠিকাদারকে তাগাদা দেয়ার কথা উল্লেখ মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং খ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (খসড়া) প্রস্তুতকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রস্তুতকৃত ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থিত পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের নির্দেশিকার সংগে সংযুক্ত একটি ফরমেট অনুসরণ করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন,২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) সিটি কর্পোরেশনের নিজেদের ব্যবহারের জন্য প্রতিবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং অর্জনসমূহ নথিভূক্ত করা (২) নাগরিকদের সাথে তথ্য শেয়ার করা এবং (৩) সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা। তিনি আরও জানান আইনানুযায়ী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন পূর্বক প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনটি অনুমোদন করা যেতে পারে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর স্থানীয় সরকার বিভাগে চুড়ান্ত প্রতিবেদনটি সুদৃশ্যভাবে বাঁধাই / প্রকাশনা আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং গ) সিটি কর্পোরেশনাধীন (২০২২-২৩ইং) অর্থ বছরে চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড ইজারায় সরকারি মূল্য ১,০০,০০০/- টাকা এবং কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার সরকারি মূল্য ১,৫০,০০০/- টাকা নির্ধারণ অনুমোদন প্রসঙ্গে। আলোচনাঃসভায় শাখা প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন (২০২২-২৩)ইং অর্থ বছরে চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড ইজারায় সরকারি মূল্য ১,০০,০০০/- টাকা এবং কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার সরকারি মূল্য ১,৫০,০০০/- টাকা সভায় অনুমোদনের জন্য আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কমিটির মাধ্যমে সরকারি মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসরণের জন্য মতামত প্রদান করেন।	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে উক্ত সাইকেল স্ট্যান্ড ইজারায় সরকারি মূল্য ১,০০,০০০/- টাকা এবং কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার সরকারি মূল্য ১,৫০,০০০/- টাকা নির্ধারণে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঘ) সিটি কর্পোরেশনাধীন টার্মিনাল বাজারে মটর শ্রমিক অফিস গেট সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম দিকে (২২ * ২০) ফুট মোট ৪৪০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা মোঃ ইয়াছিন আরাফাত ফারুককে অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান প্রসঙ্গে।	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে টার্মিনাল বাজারে মটর শ্রমিক অফিস গেট সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম দিকে (২২ * ২০) ফুট মোট ৪৪০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা মোঃ ইয়াছিন

	আলোচনাঃ সভায় শাখা প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন টার্মিনালে মটর শ্রমিক অফিস গেট সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম দিকে (২২ * ২০) ফুট মোট ৪৪০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা মোঃ ইয়াছিন আরাফাত ফারুককে অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের আবেদন করেন, তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, বরাদ্দের জন্য বরাদ্দ প্রদান কমিটি রয়েছে, কমিটির সিদ্ধান্ত অত্র সভায় উপস্থাপিত হবে এবং সিটি পরিষদের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হবে কিন্তু বরাদ্দ প্রদান কমিটির মাধ্যমে না আসায় তিনি বরাদ্দ প্রদান কমিটির মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।	আরাফাত ফারুককে অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঙ) মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার মসজিদ কমিটি কর্তৃক আবেদনে ১৫,১০০/ টাকা এবং নবাবগঞ্জ বাজার গণশৌচাগার ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক আবেদনে ১,৫০,১০০/-টাকা ইজারা প্রদান অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় শাখা প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার মসজিদ কমিটি কর্তৃক আবেদনে ১৫,১০০/-টাকা এবং নবাবগঞ্জ বাজার গণশৌচাগার ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক আবেদনে ১,৫০,১০০/-টাকা ইজারা গ্রহনের জন্য আবেদন করেন। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইজারা পদ্ধতি অনুসরণ করে উম্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ইজারা প্রচারের জন্য মতামত দেন।	সিদ্ধান্তঃ সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার মসজিদ কমিটি কর্তৃক আবেদনে ১৫,১০০/-টাকা এবং নবাবগঞ্জ বাজার গণশৌচাগার ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক আবেদনে ১,৫০,১০০/-টাকা ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং চ) সিটি কর্পোরেশনাধীন কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে নর্দান পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন দোকান ঘর বরাদ্দ প্রদান প্রসঙ্গে। আলোচনাঃসভায় শাখা প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে নর্দান পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন দোকান ঘর বরাদ্দ প্রদানের অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন, সেলক্ষ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, বরাদ্দের জন্য বরাদ্দ প্রদান কমিটি রয়েছে, কমিটির সিদ্ধান্ত অত্র সভায় উপস্থাপিত হবে এবং সিটি পরিষদের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হবে কিন্তু বরাদ্দ প্রদান কমিটির মাধ্যমে না আসায় বরাদ্দ প্রদান কমিটির মাধ্যমে উপস্থাপনের মতামত দেন।	সিদ্ধান্তঃ সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে নর্দান পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন দোকান ঘর বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ছ) মুজিব বর্ষের ঐতিহাসিক স্যুভেনিয়র রংপুরে বঙ্গবন্ধু প্রকাশনায় অতিরিক্ত ব্যয়ের বাজেট প্রদান ও মাসিক সভায় অনুমোদন বরাদ্দ প্রদান। আলোচনা ঃ সভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন মুজিব বর্ষের ঐতিহাসিক স্যুভেনিয়র রংপুরে বঙ্গবন্ধু প্রকাশনার জন্য ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আনুসাঙ্গিক ব্যয় সম্পাদন করতে অতিরিক্ত আরও ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে মেয়র মহোদয় বলেন ছাপানো স্যুভেনিয়রের প্রকৃত সংখ্যা বিতরণের তালিকা না দেয়া পর্যন্ত আর কোন বরাদ্দ প্রদান করা হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্তঃ সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে উক্ত মুজিব বর্ষের ঐতিহাসিক স্যুভেনিয়ন রংপুরে বঙ্গবন্ধু প্রকাশনায় অতিরিক্ত ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান না করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং জ) চিকলী বিলের উত্তর পাড়ের পরিত্যাক্ত ডোবা/ নালা দীর্ঘ মেয়াদী (২৫ বছর) নবায়ন যোগ্য ইজারার আবেদন। আলোচনাঃ সভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ অন্যান্য কাউন্সিলরগণ বলেন চিকলী বিল অত্যাধুনিক নান্দনিক একটি বিনোদনমূলক পার্ক। এ পার্ক সিটি কর্পোরেশনের আয়ের একটি বড় উৎস। এ আয় এবং চিকলী ওয়াটার পার্কে বেকার যুবকগন কর্মরত আছেন। সেকারণে দীর্ঘ মেয়াদী চিকলী বিলের উত্তর পাড়ের পরিত্যক্ত ডোবা/ নালা দীর্ঘ মেয়াদী (২৫ বছর) নবায়ন যোগ্য ইজরা প্রদানের বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ , ৬নং এর (৩) খ - এ বলা আছে ২০ একর পর্যন্ত জলমহাল সমূহ প্রতি ৩(তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে এবং ২৫ বছরের ইজারার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন রয়েছে মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে উক্ত চিকলী বিলের উত্তর পাড়ের পরিত্যাক্ত ডোবা/ নালা দীর্ঘ মেয়াদী (২৫ বছর) ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্তের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের দিক নির্দেশনার জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঝ) ইজারাদারের মৃত্যু হওয়ার কারণে সমুদয় বকেয়া ইজারা মূল্য মওকুফ ও মামলা প্রত্যাহারের আবেদন। আলোচনাঃ সভায় উপস্থাপন করা হয় যে, মেডিকেল মোড় গণশৌচাগারের ইজারাদার গত ০৭ আগস্ট ২০২১ইং তারিখ একটি দূর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন। ইজারাদারের মৃত্যু হওয়ার কারণে ইজারার বাকী মূল্য ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ মানবিক কারণে মওকুফ করার জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, এ ধরণের মওকুফ করার কোন বিধান নাই।	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে উক্ত মেডিকেল মোড়গণশৌচারের ইজারাদারের ইজারার মূল্য ৫০(পঞ্চাশ) ভাগ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
১৯/০২/২০২৩ ইং রবিবার	আলোচ্য বিষয় নং- ১। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের যেসব জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা /কর্মচারী ইতোপূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সকলের জন্য শোক প্রস্তাব প্রসঙ্গে । আলোচনাঃ সভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বিগত পরিষদের ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মীর মোঃ জামাল উদ্দিনসহ যেসব সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। শোক প্রস্তাবের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় শোক প্রস্তাব গৃহিত হয় এবং শ্রদ্ধার সাথে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ১ (এক) মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-০২। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত পরিষদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় অত্র সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত পরিষদের সকলকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং নিজ নিজ ওয়ার্ডে পরিকল্পনা অনুযায়ী নাগরিকদের প্রত্যাশা মাফিক কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন মর্মে সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৩। মেয়রের প্যানেল নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় ২৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মেয়রের প্যানেল	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দের মধ্য থেকে নিম্নোক্ত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট মেয়রের প্যানেল মেয়র নির্বাচন কার্যক্রম সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	মেয়র নির্বাচন প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন এবং তাঁর উপস্থাপনের ভিত্তিতে অন্যান্য সকল সভাষদবর্গের মতামত এবং মেয়র মহোদয়ের অগ্রাধিকার মধ্য থেকে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট ১টি মেয়রের প্যানেল মেয়র নির্বাচনের অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক) জনাব মোঃ মাহাবুবার রহমান মঞ্জু কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১ ও প্যানেল মেয়র- ০১ খ) জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০ ও প্যানেল মেয়র- ০২ গ) জনাব মোছাঃ জাহেদা আনোয়ারী কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৬ ও প্যানেল মেয়র- ০৩
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৪। স্থায়ী কমিটি গঠন সম্পর্কে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় স্থায়ী কমিটি গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত হয়ে নিম্নবর্ণিতভাবে ১৪টি স্থায়ী ও অন্যান্য ৪ টি স্থায়ী মোট ১৮টি স্থায়ী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২২ জারী করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সেবাখাতসমূহে মোট বরাদ্দের শতকরা আনুপাতিক হারে নির্ধারিত অর্থে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। তিনি আরও জানান সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরেই অর্থাৎ ৩০শে জুনের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। অর্থ বছর শেষে উদ্বৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে ব্যয় করা যাবে না মর্মে সভায় জানান।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সাথে আলোচনাক্রমে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৬। সিটি কর্পোরেশনাধীন ১৪৩০ বাংলা সনের লালবাগ হাট, বুড়িরহাট, সিটি বাজার, কেল্লাবন্দ সিও বাজার, নজিরের হাট, শ্রী সীতানাথ বনিক বিপনী বিতান বাজার, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার, ধাপ বাজার, চওড়ার হাট, নিসবেতগঞ্জ হাট, উত্তম হাজীর হাট, সাহেবগঞ্জ হাট, কেরানীরহাট, গোলাগঞ্জ হাট, চাঁন্দকুটি হাট, চকইসবপুর হাট, সিটি বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড , পিটিসি রোড আম আড়ত টার্মিনাল, লালবাগ হাট, সাইকেল স্ট্যান্ড, নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া ফল আড়ত, ঠিকাদারপাড়া, ব্যবসায়ী সমিতি সংলগ্ন গণশৌচাগার, ট্রাক টার্মিনাল বাবুখাঁ, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার গণশৌচাগার, মেডিকেল মোড় সংলগ্ন গণশৌচাগার, লালবাগ হাট গণশৌচাগার ও চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড পশ্চিম গেট সংলগ্ন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদান অনুমোদন করণ। আলোচনাঃসভায় জানানো হয় যে, সিটি কর্পোরেশনাধীন ১৪৩০ বাংলা সনের লালবাগ হাট, বুড়িরহাট, সিটি বাজার, কেল্লাবন্দ সিও বাজার, নজিরের হাট, শ্রী সীতানাথ বনিক বিপনী বিতান বাজার, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার, ধাপ বাজার, চওড়ার হাট, নিসবেতগঞ্জ হাট, উত্তম হাজীর হাট, সাহেবগঞ্জ হাট, কেরানীরহাট, গোলাগঞ্জ	সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত পোষণ করে যে ১) বুড়ির হাট বাজার, ২) মাহিগঞ্জ বাজার, ৩) সাহেবগঞ্জ বাজার ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন, তাদেরকে ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদান করা হোক এবং যেসব হাট বাজার আবেদন করেন নাই তাদের দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	হাট, চাঁন্দকুটি হাট, চকইসবপুর হাট, সিটি বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড , পিটিসি রোড আম আড়ত টার্মিনাল, লালবাগ হাট, সাইকেল স্ট্যান্ড, নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া ফল আড়ত, ঠিকাদারপাড়া, ব্যবসায়ী সমিতি সংলগ্ন গণশৌচাগার, ট্রাক টার্মিনাল বাবুখাঁ, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার গণশৌচাগার, মেডিকেল মোড় সংলগ্ন গণশৌচাগার, লালবাগ হাট গণশৌচাগার ও চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড পশ্চিম গেট সংলগ্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, হাট-বাজার/সায়রাত মহাল উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ইজারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ইজারা প্রদান করতে হয়, ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের বিধান নাই।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ৭। নবনির্মিত কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের দোকানসমূহ টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদান অনুমোদন প্রসঙ্গে। আলোচনা ঃ সভায় নবনির্মিত কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল দ্বিতল ভবনের দোকান, কাউন্টার, পাবলিক টয়লেট ও অন্যান্য স্থাপনা সমূহের ইজারা প্রদান প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে এবং প্রতিটি দোকান ও কাউন্টার কমিটির মাধ্যমে সেলামী ও ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। টেন্ডার প্রদান করা হলে কার্যক্রম সম্পন্ন হবে মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত নবনির্মিত কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের দোকান, কাউন্টার ও অন্যান্য স্থাপনা সমূহ ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-৮। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও প্রাক্কলন অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিষয়ে তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন।	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিকট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি চলমান বিভিন্ন ওয়ার্ডের কার্যক্রমের প্যাকেজের কথা তুলে ধরেন। ৩টি প্যাকেজের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যানবাহন ক্রয়, সড়ক বাতি স্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসন, ৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৪টি প্যাকেজের কাজ বাতিল করে নতুন করে টেন্ডার করতে হবে মর্মে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৯। মেডিকেল মোড়স্থ চাকঘরের পার্শ্বে ডাস্টবিন সরানোর বিষয়ে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের অফিস কর্তৃক মেডিকেল মোড়স্থ্য চাকঘরের পার্শ্বে ঝঞ্ঝ সরিয়ে নেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। ঝঞ্ঝ টি শহরের প্রবেশমুখে নির্মিত হওয়ায় দুর্গন্ধের কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এ বিষয়ে মেয়র মহোদয় আরও জানান যে, ঝঞ্ঝ টি সরানোর বিষয়ে মেডিকেল পরিচালকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি জায়গা দেন তাহলে সেখানে ঝঞ্ঝ টি নির্মাণ করা যেতে পারে। নতুন জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত সড়ানো যাবে না।	নতুন জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত ঝঞ্ঝ টি সড়ানো যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং-১০। রংপুর সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের অফিস কর্তৃক শহরের যানজট নিরসনের জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ঢাকা কোচ স্ট্যান্ডটি রংপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে স্থানান্তরের বিষয়ে পত্র পাঠায় দিয়েছে। সভায় ২১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জানান ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড এ মুহূর্তে সড়িয়ে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে স্থানান্তর করা হলে রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হবে, কেননা সেখানে কোন টিকিট কাউন্টার নাই, টিকিট কাউন্টার করতে সময়ের প্রয়োজন, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড আপাততঃ সরানো সম্ভব হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১১। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন শহরের অভ্যন্তরে মূল রাস্তার পার্শ্বে বিল্ডিং স্থাপনের ক্ষেত্রে পার্কিং প্লেস ঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত হয়ে ভবন / নক্সা অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন শহরের অভ্যন্তরে মূল রাস্তার পার্শ্বে বিল্ডিং স্থাপনের ক্ষেত্রে পার্কিং প্লেস ঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত হয়ে ভবন / নক্সা অনুমোদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় বলেন সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন শহরের অভ্যন্তরে মূল রাস্তার পার্শ্বে বিল্ডিং স্থাপনের ক্ষেত্রে পার্কিং প্লেস ঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত হয়ে ভবন / নক্সা অনুমোদনের বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করার জন্য সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১) প্যানেল মেয়র -০১ , রংপুর সিটি কর্পোরেশন - আহবায়ক ২) প্যানেল মেয়র -০২ , রংপুর সিটি কর্পোরেশন - যুগ্ম আহবায়ক ৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৫) নগর পরিকল্পনাবিদ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৬) জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সার্ভেয়ার, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য-সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং- ১২। বিবিধঃ আলোচ্য বিষয় নং- ক) ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার নামে রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে। আলোচনাঃসভায় উপস্থাপন করা হয় যে, ১৭নং ওয়ার্ডের আর কে রোড সংলগ্ন সাতগাড়া এলাকাটি পীরগঞ্জ হাউজ নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। আরকে রোড থেকে (টেক্সটাইল মোড় হতে একটু উত্তরে) পশ্চিম দিকে রাস্তাটি শুরু হয়ে ইউসেপ আবার আর কে রোডে সংযুক্ত হয়েছে। রাস্তাটি বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার নামে “ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সড়ক” নামে নামকরণের বিষয়ে এলাকাবাসীর পক্ষে এ,কে,এম ছায়াদত হোসেন বকুল আবেদন করেছেন।	সভায় মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ১৭নং ওয়ার্ডে আরকে রোড থেকে (টেক্সটাইল মোড় হতে একটু উত্তরে) পশ্চিম দিকে রাস্তাটি শুরু হয়ে ইউসেপ আবার আর কে রোডে সংযুক্ত রাস্তাটি “ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সড়ক” নামে নামকরণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- খ) প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর রুম তৈরী করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের নিজস্ব ওয়ার্ডে অফিস রুম প্রয়োজন। এ বিষয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে যেখানে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অথবা খাস জমি আছে সেখানে কাউন্সিলরগণ মহিলা / পুরুষ উভয়েই স্থায়ীভাবে নিজস্ব ওয়ার্ড অফিস করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-গ) ২৮নং ওয়ার্ডের মডার্ন মোড়স্থ আশরতপুর চক বাজার এ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণে অনিয়ম প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃসভায় ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে, ২৮নং ওয়ার্ডের মডার্ন মোড়স্থ আশরতপুর চক বাজার এ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে সিডিসি ভবন নির্মাণ ও দোকান বরাদ্দের ব্যাপারে অনিয়মের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ২৮নং ওয়ার্ডের মডার্ণ মোড়স্থ আশরতপুর চক বাজারে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে অনিয়মের বিষয়ে তদন্তের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১) প্যানেল মেয়র -০২, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - আহবায়ক ২) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৩) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৪) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৫) জনাব গোলাম মোহাম্মদ সিদ্দিকী, কানুনগো, সম্পত্তি শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং-ঘ) মাননীয় মেয়র মহোদয়কে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা প্রদান প্রসঙ্গে। আলোচনাঃসভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন যে,মাননীয় মেয়র মহোদয় দ্বিতীয় বারের মতো বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন, প্রথমবারে তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা পাননি। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে যাতে তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্য্যাদা পান এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় সকল সদস্য একমত হয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে প্রতিমন্ত্রী মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
০৭.০৬.২০২৩ ইং,	আলোচ্য বিষয় নং- ১। গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদনকরণ। আলোচনাঃসভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত মাসিক সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	গত ১৯/০২/২০২৩ইং মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০২। বসতবাড়ী/ বাণিজ্যিক ভবনের নীল নক্সা অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ৭৩ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও

	আলোচনাঃ সভায় উপস্থাপিত নীল নক্সার ব্যাপারে আলোচনা হয়।	মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৩। ২৩নং ওয়ার্ড ও ০৪নং ওয়ার্ডের সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা প্রসঙ্গে আলোচানা। আলোচনাঃ সভায় ২৩নং ওয়ার্ড ও ০৪নং ওয়ার্ডের সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে আলোচিত হয়। নির্বাচন কমিশন অফিসে সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য পত্র প্রদান করতে হবে মর্মে প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ও নগর পরিকল্পনাবিদকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় সঠিক সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - আহবায়ক ২) নগর পরিকল্পনাবিদ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৩) জনাব গোলাম মোহাম্মদ সিদ্দিকী, কানুনগো, সম্পত্তি শাখা, - সদস্য সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৪। ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, আঞ্চলিক পরিচালক এর পত্র মোতাবেক বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের প্রচার ভবনের উত্তর পাশে নিরাপত্তা দেয়াল থেকে ১৫ (পনের) মিটারের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণে সম্প্রচার কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও সম্প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, আঞ্চলিক পরিচালক এর পত্র মোতাবেক বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের প্রচার ভবনের উত্তর পাশে নিরাপত্তা দেয়াল থেকে ১৫(পনের) মিটারের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণে সম্প্রচার কেন্দ্রের নিরপত্তা ও সম্প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে নগর পরিকল্পনাবিদ এর নিকট এ সর্ম্পকে জানতে চাওয়া হলে তিনি জবাবে বলেন ৫ম তলা ভবনের নক্সাটি ২০১২ সালে অনুমোদিত হয় কিন্তু ভবনটি নির্মাণ করা হয়নি। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের কেপিআই নীতিমালা অনুযায়ী সম্প্রচার কেন্দ্রের পাশে ভবন নির্মাণের বিধি নিষেধ রয়েছে মর্মে আলোচনা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন বেতার ভবনের পাশে নির্মানাধীন ভবনটির নক্সা ২০১২ সালে অনুমোদিত হলেও ভবনটি তখন নির্মান করা হয়নি। ২০১৩ সালের কেপিআই নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে ভবনটি নির্মাণ করা যাবে কিনা সেপ্রেক্ষিতে নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৫। স্মার্টসিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্জ্য সংগ্রহ অপসারণ কার্যক্রম রাত্রীকালীন বাস্তবায়ন প্রবর্তনকরণে মতামত প্রসঙ্গে। আলোচনা ঃ সভায় কঞ্জারভেন্সী শাখার সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা-১ জানান স্মার্টসিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ আগামী ১লা জুলাই ২০২৩ হতে নগরীর বসতবাড়ী, প্রধান প্রধান সড়ক বিপনী শপিংমল বাজার সমূহের বর্জ্য গ্রীষ্মকালে রাত্রে ১২:০০ ঘটিকা হতে ভোর ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত ও শীতকালে ১১:০০ ঘটিকা হতে কার্যক্রম শুরু করা হবে। তৎপ্রেক্ষিতে শহরের ৩৩টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন পূর্বক সকল প্রকার প্রচার প্রচারণা যথা- লিফলেট বিতরণ, উঠান বৈঠক, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মাইকিং করতে হবে। জমাকৃত ময়লা আবর্জনা অপসারণ পূর্বক নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে সংশ্লিষ্টগণকে নির্দেশনা দিতে হবে। অতঃপর নির্ধারিত ডাম ট্রাক দ্বারা জমাকৃত ময়লা আবর্জনা ডাম্পিং স্টেশন কলাবাড়ীতে স্থানান্তর করা হবে মর্মে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে স্মার্টসিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্জ্য সংগ্রহ অপসারণ কার্যক্রম রাত্রীকালীন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ৬। নাসিমা মোনাজাত এর আবেদন মোতাবেক একুশে পদকপ্রাপ্ত, দেশবরেণ্য চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের নামে নামকরণকৃত সড়কটির নামফলক স্থায়ীভাবে নির্মাণ করণ বিষয়ে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় নাসিমা মোনাজাত এর আবেদন মোতাবেক একুশে পদকপ্রাপ্ত, দেশবরেণ্য চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের নামে নামকৃত সড়কটির নামফলক স্থায়ীভাবে নির্মাণ করণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মতামতের উপর পর্যালোচনা করে একুশে পদকপ্রাপ্ত, দেশবরেণ্য চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের নামে নামকৃত সড়কটির আবেদনের প্রেক্ষিতে তার একুশে পদকপ্রাপ্ত এর সনদ পত্র দাখিলে জন্য পত্র প্রদান হোক মর্মে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৭। মোছাঃ শাহিনা আক্তার সাথীর এতিম নাবালক বাচ্চাসহ ভরণ পোষণ এর জন্য প্রতিমাসে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান অনুদান প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় মোছাঃ শাহিনা আক্তার সাথীর এতিম নাবালক বাচ্চাসহ ভরণ পোষণ এর জন্য প্রতিমাসে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান অনুদান প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মোছাঃ শাহিনা আক্তার সাথীকে প্রতিমাসে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৮। রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত গণেশপুর, সিটি বাজার গণশৌচাগার, লাকী মসজিদ গণশৌচাগার, নবাবগঞ্জ বাজার গণশৌচাগার, কেরামতিয়া জামে মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার, মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ও আবেদনে ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড, সিটি জবাইখানা, মৎস্য আড়ত গণেশপুর, সিটি বাজার গণশৌচাগার, লাকী মসজিদ গণশৌচাগার, নবাবগঞ্জ বাজার গণশৌচাগার, কেরামতিয়া জামে মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার, চিকলী পার্ক সাইকেল স্ট্যান্ড, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল গণশৌচাগার, মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে হাট বাজারগুলো উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-৯। ১৪৩০ বাংলা সনের যে সকল হাট-বাজার ও সায়রাত মহাল এখন পর্যন্ত বকেয়া টাকা পরিশোধ করেন নাই তাদের ইজারা বাতিল সংক্রান্ত আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় ২৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন, যেসব হাট বাজার ও সায়রাত মাহালের ইজারাদার এখন পর্যন্ত টাকা পরিশোধ করছেন না, তাদেরকে ৭(সাত) দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের নোটিশ প্রদান করতে হবে। উক্ত নোটিশ পাওয়ার পরও যদি টাকা পরিশোধ না করে তাহলে ইজারা বাতিল করে পুনরায় দরপত্রআহবান করা হবে। সভায় ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন বুড়ির হাটের ড্রেনের পানি	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন যেসব হাট বাজার ও সায়রাত মহালের ইজারার টাকা পরিশোধ করছেন না তাদেরকে ০৭(সাত) দিনের সময় দিয়ে চুড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা, অন্যথায় ইজারার টাকা পরিশোধ না করলে ইজারা বাতিল করতে হবে। ৬নং ওয়ার্ডে বুড়ির হাটের আউট ফলের মুখ দেখে কাজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার নক্সা অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। ২৮নং ওয়ার্ডে লালবাগের হাটের সম্পত্তি রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট

	নিস্কাশনে আউটফলের মুখ বন্ধ থাকায় পানি নিস্কাশন না হওয়ায় হাটের গলিগুলো ও ড্রেনগুলো অপরিস্কার অবস্থায় থাকে জনগণের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, সেজন্য স্থানীয় জমির মালিকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আউটফলের মুখ ক্যানেলে সংযোগ করতে হবে। সভায় ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন লালবাগ হাটে অবৈধ দখলদার বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারমাইকেলের ভিতরে ৬৪ শতক জমি ও ৬২ শতক জমি রেকর্ডে রয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা ও ড্রেন রয়েছে। লালবাগ হাটের অবৈধ দখল মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে হাটের ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	কমিটি গঠন করা হলো। ১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- আহবায়ক ২) সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৮, রংপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ৩) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- সদস্য ৪) শাখা প্রধান বাজার শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- সদস্য ৫) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- সদস্য - সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং- ১০। সি এন্ড বি অফিস হতে ডিসির মোড় পর্যন্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরাপদ স্ট্রিট ফুড কোর্ট স্থাপনের লক্ষ্যে দোকান বরাদ্দ / লীজ প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় মেয়র মহোদয় বলেন ইতঃপূর্বে সি এন্ড বি অফিস হতে ডিসির মোড় পর্যন্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরাপদ স্ট্রিট ফুড কোর্ট স্থাপনের লক্ষ্যে দোকান বরাদ্দ / লীজ এর জন্য আবেদন করেন পরবর্তীতে তারা চিকলী পার্কে জায়গা বরাদ্দের আবেদন করেন, চিকলী পার্কের বর্তমান মাষ্টার প্লান অনুযায়ী জায়গা বরাদ্দের কোন সুযোগ না থাকায় অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিভাগের কানুনগোর তথ্য মোতাবেক সি এন্ড বি অফিস হতে ডিসির মোড় পর্যন্ত পরিত্যক্ত ফাঁকা জায়গা রয়েছে, যা অস্থায়ী ভিত্তিতে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরাপদ স্ট্রিট ফুড কোর্ট স্থাপনের দোকান বরাদ্দ / লীজ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় সি এন্ড বি অফিস হতে ডিসির মোড় পর্যন্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জামানত গ্রহণ করে মাসিক ভাড়া ২৮,৮০০/- টাকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরাপদ স্ট্রিট ফুড কোর্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-১১। সিটি কর্পোরেশনাধীন দোকানসমূহ নাম পরিবর্তন বা হস্তান্তর প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন সিটি কর্পোরেশনাধীন দোকানসমূহ দেখা যায় যে, বিভিন্নভাবে লীজ গ্রহণ করে নাম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু তা একবার লীজ গ্রহণের পর হাল নাগাদ না করে ক্রয় বিক্রয় করেছেন, যা চুক্তিপত্রের শর্তের পরিপন্থি। এ প্রসঙ্গে মেয়র মহোদয় ও পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ সিটি কর্পোরেশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ করে নাম খারিজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এবং এ বিষয়ে ফি বাড়ানোর জন্য মতামত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে দোকানসমূহ নাম পরিবর্তন বা হস্তান্তরের করণের বিষয়ে নিম্নোক্ত ০৪(চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১)প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- আহবায়ক ২)সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- সদস্য ৩)শাখা প্রধান, বাজার শাখা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- সদস্য ৪)প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- সদস্য - সচিব
	আলোচ্য বিষয় নং- ১২। রওশন আরা সোহেলী, কেরানীপাড়া এর আবেদন মোতাবেক গুণী সংগীত শিল্পীকে মাসিক অনুদান ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে রওশন আরা সোহেলী, কেরানীপাড়া এর আবেদন মোতাবেক প্রতিমাসে ৪,০০০/- (চার

	আলোচনা ঃ সভায় রওশন আরা সোহেলী, কেরানীপাড়া এর আবেদন মোতাবেক গুণী সংগীত শিল্পীকে মাসিক অনুদান ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৩। মোঃ ওয়াসিক আহম্মেদ এর আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ মোঃ ওয়াসিক আহম্মেদ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সাহায্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি-ক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৪। মোছাঃ রোজিনা বেগম এর আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ মোছাঃ রোজিনা বেগম এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সাহায্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন আর্থিক সাহায্য মেয়রন মহোদয়ের এখতিয়ারভূক্ত মর্মে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৫। মোঃ অহিদুল ইসলাম, গ্রাম- উত্তর পীরজাবাদ যুগীপাড়া, রংপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাস্তা নির্মাণের কাজে বসতবাড়ি ভাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ২(দুই) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ আবেদনকারী মোঃ অহিদুল ইসলাম, গ্রাম- উত্তর পীরজাবাদ যুগীপাড়া, রংপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাস্তা নির্মাণের কাজে বসতবাড়ি ভাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ২(দুই) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মোঃ অহিদুল ইসলাম, গ্রাম- উত্তর পীরজাবাদ যুগীপাড়া, রংপুরকে বসতবাড়ী ভাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ০২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৬। মোঃ আমিনুর রহমান খাঁন, সাং-কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৫, রংপুর এর রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় মোঃ আমিনুর রহমান খাঁন, সাং-কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৫, রংপুর এর রাস্তার নামকরণ এর বষয়ে আলোচনা করা হয়, আলোচনান্তে ২৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তার নামকরণের জন্য ব্যক্তিগণ আবেদন করেন, আবেদনের প্রেক্ষিতে রাস্তার নামকরণের জন্য ফি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি বা মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া নামকরণ না করার মতামত প্রদান করেন মর্মে আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন রাস্তার নামকরণের জন্য ফি নির্ধারণ করণ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যাক্তি / মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৭। অটো রিক্সা, চার্জার রিক্সা এবং চার্জার ভ্যানের লাইসেন্স নবায়ন ও খারিজের ফি বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে। আলোচনাঃসভায় ১নং প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান মঞ্জু উপস্থাপন করেন ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে অটো রিক্সা নবায়ন ফি ৩০০০/- টাকা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের নবায়ন ফি ১২৫০/- টাকা। অটো রিক্সা খারিজ ফি ২০০০/- টাকা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের খারিজ ফি ৫০০/- টাকা ছিল। ২০২৩-২০২৪ চলতি অর্থ বৎসরে অটো রিক্সা নবায়ন ৩৫০০/- টাকা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের নবায়ন ফি ১৫০০/- এবং অটো রিক্সা খারিজ ফি ৫০০০/- টাকা, চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের খারিজ ফি ১০০০/-	উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসর হতে অটো রিক্সার নবায়ন ফি ৩৫০০/- টাকা এবং চার্জার রিক্সা, চার্জার ভ্যানের নবায়ন ফি ১৫০০/- টাকা। অটো রিক্সার খারিজ ফি ৫০০০/- টাকা এবং চার্জার রিক্সা ও চার্জার ভ্যানের খারিজ ফি ১৫০০/- টাকা করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

	টাকা করার প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন মর্মে আলোচনা করা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৮। ২০ মেগাওয়াট থেকে টর্মিনাল চৌরাস্তা হয়ে কামারপাড়া আলিয়া মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেন নির্মান প্রসঙ্গে। আলোচনা ◌ঃ সভায় ২০ মেগাওয়াট থেকে টর্মিনাল চৌরাস্তা হয়ে কামারপাড়া আলিয়া মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেন নির্মান করণের বিষয়ে ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন মাষ্টার ড্রেন না থাকার ফলে আর কে রোড হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ড্রেন নির্মাণ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন ড্রেন গুলো পূর্বে প্যাকেজে ধরা হয়েছে এবং সেগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৯। মাছ আড়ৎ সংস্কার, সেড নির্মান ও আড়ৎদারের ঘর নির্মান প্রসঙ্গে। আলোচনা ◌ঃ সভায় ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু বলেন মৎস্য আড়ত এর বেহালদশা সভায় তুলে ধরেন এবং উল্লেখিত মৎস্য আড়ৎ টি মেরামত করণ, সেড নির্মাণ ও আড়ৎদারের ঘর নির্মাণ করে দ্রুত সমাধান করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন ইতোপূর্বে মাছ আড়ৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রকৌশল বিভাগকে মাছের আড়ত সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২০। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ১৮টি ওয়ার্ড নতুন সংহত অঞ্চল (অসংগ্রহের ক্ষেত্র) থেকে নিয়মিত এসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ ও আদায়ের বিষয়ে নীতিগত আলোচনা। আলোচনা ◌ঃ সভায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ১৮টি ওয়ার্ড নতুন সংহত অঞ্চল (অসংগ্রহের ক্ষেত্র) থেকে নিয়মিত এসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ ও আদায়ের বিষয়ে নীতিগত আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে ২১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন ইমারত নির্মাণ বিধিমালা না মেনে, রাস্তা না ছেড়ে, নক্সা অনুমোদন না করে অপরিকল্পিতভাবে বাড়ীঘর নির্মাণ করা হচ্ছে, সেক্ষিতে ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে মাইর্কিং এর ব্যবস্থা করবেন।	সভায় মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ বলেন বর্দ্ধিত এলাকাগুলোতে পরিকল্পিতভাবে ইমারত নির্মাণ করণ, নতুন ও পুরাতন ওয়ার্ডগুলোতে যেসব বাড়ীঘরের ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয় নাই সেগুলোকে ট্যাক্সের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২১। ঢাকাস্থ লিঁয়াজো অফিসের জন্য ফ্ল্যাট ক্রয়। আলোচনা ◌ঃ সভায় জনাব মোঃ মাহাবুবার রহমান মঞ্জু, প্যানেল মেয়র-১ জানান রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে মন্ত্রনালয় এবং উর্দ্ধতন অফিসের সাথে নিবিড় যোগাযোগের জন্য ঢাকায় ০১ (এক) টি লিঁয়াজো অফিস (ফ্ল্যাট) ক্রয় করা জরুরী প্রয়োজন।	সভায় মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ আলোচনা পূর্বক রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে ঢাকায় ০১ (এক) টি ফ্ল্যাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২২। বিবিধ আলোচ্য বিষয় নং- ক) রংপুর সিটি কর্পেরেশন মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ◌ঃ সভায় ২৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থাপন করেন	সভায় মেয়র মহোদয় বলেন ২৯নং ওয়ার্ডে মাহিগঞ্জ এলাকায় যদি স্কুল নির্মাণ করার মতো জায়গা থাকে তবে সঠিকভাবে পর্যালোচনা “রংপুর সিটি কর্পোরেশন মডেল স্কুল এন্ড কলেজ” নামে নাম করণ করার সিদ্ধান্ত

	মাহিগঞ্জ এলাকায় সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন নিজস্ব ২ (দুই) একর জমি রয়েছে। সেখানে রংপুর সিটি কর্পোরেশন মডেল স্কুল নির্মাণ করা হলে স্থানীয় ও গরীব ছাত্র/ ছাত্রীরা লেখা পড়ার সুযোগ পাবে বলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-খ) বসতবাড়ীর লে-আউট দেয়ার সময় কাউন্সিলর উপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় কাউন্সিলরগন উপস্থাপন করেন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অনেকে বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মাণ কাজ করছেন। কিন্তু যারা বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মাণ করছেন তাদেরকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও বিল্ডিং এর লে-আউট দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ০১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে লে-আউট দিতে হবে মর্মে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বিল্ডিং এর লে-আউট দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ০১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে লে-আউট দেয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- গ) প্রত্যেক এলাকায় হতদরিদ্রের মাঝে দান, খয়রাত প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থাপন করেন প্রত্যেক ওয়ার্ডে গরীব, দুস্থ্য ও হতদরিদ্রের মাঝে দান খয়রাতের জন্য প্রতি মাসে পূর্বের বরাদ্দকৃত ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রতিমাসে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নংঘ) ওয়ারিশন সনদ পত্রের ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারনকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থাপন করেন ইতোপূর্বে ওয়ারিশন সনদপত্র বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা ফি নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে অত্র সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ারিশন সনদ ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা করা প্রয়োজন মর্মে এ বিস্তারিত আলোচনা করেন।	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ওয়ারিশন সনদ ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঙ) ২৪নং ওয়ার্ডে রাস্তার উপর অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করণ আলোচনা। আলোচনা ঃ সভায় ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন প্রেস ক্লাবের পার্শ্বে সমবায় ব্যাংক সংগল্ন রাস্তার উপর অবৈধভাবে দোকান ঘর তৈরী করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, এতে জনগণের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, সেপ্রেক্ষিতে অবৈধ উচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে রাস্তার উপরে অবৈধ উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা-

রংপুর সিটি কর্পোরেশনে মোট ১৮ টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে তন্মধ্যে যেসকল স্থায়ী কমিটির সভা গয়েছে তার কার্যবিবরনীসমূহ দেয়া হলোঃ

অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৯	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	মোঃ নূরন্নবী ফুলু কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৫	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ লিটন পারভেজ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৩	সদস্য	
৫	জনাব শ্রী হারাধন চন্দ্র রায় কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৪	সদস্য	
৬	ঝরনা খাতুন কাউন্সিলর,সংরক্ষিত-১১,ওয়ার্ড নং-৩১,৩২,৩৩	সদস্য	
৭	জনাব মুহাঃ হাবিবুর রহমান প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ)	সাচিবিক সহায়তাকারী	

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
১৫/০৯/২০২২	১. গত সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত অনুমোদন প্রসংগে।	সিদ্ধান্ত-১: গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ পূর্বক কোনপ্রকার সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	২. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রসংগে।	সিদ্ধান্ত-২: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, এবারের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক বাস্তবসম্মত। অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট যেন টেকসই, উন্নয়নমূলক ও বাস্তবমুখী বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হয় সেজন্য সকলের নিকট থেকে আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাজেট যেন জনগণের কাঙ্খিত আশা পূরণ করতে পারে সেজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ সামসুল হক কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩১	সভাপতি	

২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোছাঃ হাসনা বানু কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৮	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ নূরন্নবী ফুলু কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৫	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৭	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (মিজু) সহঃ পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২১-০৭-২০২২	১. শহরের বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন স্থাপন প্রসঙ্গে ২. পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী সরবরাহ প্রসঙ্গে	১. নগরীর গুরুত্বপূর্ন মোড়ে ডাস্টবিন স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। ২. প্রতি দুই মাস পর পর পরিচ্ছন্ন সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধন্ত গ্রহণ করা হয়।

সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

ক্র.নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৯	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব শ্রী হারাধন চন্দ্র রায় কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৪	সদস্য	
৪	জনাব মোছাঃ মোছলেমা বেগম কাউন্সিলর,সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৩	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০১	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ সেলিম মিয়া সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ

০৯/০৭/২০২২	আলোচ্য বিষয় নং-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন আলোচ্য বিষয় নং-২: শহরের সমাজ কল্যান ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা আলোচ্য বিষয় নং-৩: বিবিধ।	সিদ্ধান্ত-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী বিশেষ কোন আপত্তি না থাকায় এবং কোনরুপ সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-২: সভায় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি কমিউনিটি সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাই কর্পোরেশনের মাসিক সভায় উত্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টার নির্মানের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন আলোচ্য বিষয় নং-২: শহরের সমাজ কল্যান ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা আলোচ্য বিষয় নং-৩: বিবিধ।	সিদ্ধান্ত-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী বিশেষ কোন আপত্তি না থাকায় এবং কোনরুপ সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। সিদ্ধান্ত-২: সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় যে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মাত্র ০১ টি পার্ক রয়েছে কিন্তু পার্কটি তেমন উন্নতমানের নয়। কিন্তু নাগরিকদের বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা থাকায় পার্কটি সর্বাধুনিক করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটিঃ

ক্রমিক নং	স্থায়ী কমিটির নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোছাঃ ফেরদৌসি বেগম কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০৮	সভাপতি	
২	মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	
৩	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৬	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ আব্দুল গাফফার কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৭	সদস্য	
৫	জনাব মোছাঃ দিলারা বেগম কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০১	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান শাখা প্রধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শাখা	সাচিবিক সহায়তাকারী	

স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
০৫/০৭/২০২২	০১। নারী ও শিশু সহিসংতা প্রতিরোধে করনী বিষয়	সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ নিজ নিজ ওয়ার্ডের বয়োজ্যেষ্ঠ/ সম্মানিত এবং মান্যগন্য ব্যক্তিদের নিয়ে নারী ও শিশু সহিসংতা প্রতিরোধে মতবিনিময়সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা।
	করোনা পরবর্তী সময়ে দুস্থ ও অসহায় নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা	মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সম্মানিত কাউন্সিলর বৃন্দের সহযোগীতা নগরীর প্রধান প্রধান বস্তিগুলোতে অতিদরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে সমাজ কল্যান শাখার সহযোহিতায় ঋণের ব্যবস্থা করা।

১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার

(১) অভিযোগ প্রতিকার

ক্রম	সেবাসমূহ	অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা এবং প্রক্রিয়াকরণ	অভিযোগ নিস্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ নিস্পত্তির শতকরা হার
০১	কর এবং ফি	০৮টি	০৮টি	১০০%
০২	অবকাঠামো	০৩টি	০২টি	৯০%
০৩	পানি সরবরাহ	০৬টি	০৫টি	৯০%
০৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫০টি	৪৫টি	৯৫%
০৫	গণশৌচাগার	০১টি	০১টি	১০০%
০৬	পাবলিক মার্কেট	০১ টি	০১ টি	১০০%
০৭	ইপিআই	০১ টি	০১ টি	১০০%
০৮	জলাবদ্ধতা	০৫টি	০৩টি	৮০%

* অভিযোগ গ্রহনকারী কর্মকর্তা (জিআরও) কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগগুলি সর্বদা প্রক্রিয়াকরণ করা হয় না, তবে প্রবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাগরিক প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ নিরসনের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হয়। সুতরাং প্রাপ্ত অভিযোগগুলি কেবল লিপিবদ্ধ করা হয়না অধিকন্তু সংশ্লিস্ট বিভাগ কর্তৃক এগুলো নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(২) উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং মতামতসমূহঃ

উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

অভিযোগ গ্রহণ এবং নিস্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে রংপুর সিটি কর্পোরেশন অনলাইন এবং অফলাইনে আগত/দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা এবং বিকল্প অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা হতে সঠিকভাবে নিস্পত্তি করে আসছে।	রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর হতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গতে অভিযোগ নিস্পত্তি করে আসছে। প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবা অথবা পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকগণের অসন্তোষ বা মতামত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানাতে পারেন। অভিযোগ দাখিল করার পর SMS ও ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকারের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানানো হয়।

(৩) নাগরিক জরিপ-এর সংক্ষিপ্ত ফলাফল (যদি জরিপ কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে)

রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ০৯ মার্চ/২০২৩ তারিখে জাইকা C4C-2 প্রকল্পের সহায়তায় নাগরিক জরিপ করা হয়েছে।

জরিপের উদ্দেশ্যঃ

- **সিটি কর্পোরেশন থেকে নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের মতামত ও তাঁদের সন্তুষ্টির মাত্রা জানা;**
- **সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণা নিরুপণ করা; ও**
- **সচেতন নাগরিক হিসেবে নাগরিক সেবায় সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়ে ধারণা পাওয়া।**

জরিপের পদ্ধতিঃ

সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটির (সিএলসিসি) নাগরিক সদস্যগণের পরিচয় উহ্য রেখে **প্রশ্নপত্র** জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

- জরিপটি ০৯ মার্চ ২০২৩ ইং **তারিখে** রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে পরিচালিত হয়েছিল।
- **জরিপে সিএলসিসি**’র ২৮ জন **নাগরিক সদস্য অংশ**গ্রহণ করেন।
- **সমস্ত প্রশ্নের উত্তর** সমন্বয় করে **শতাংশ আকারে উপস্থাপন করা** হয়েছে।

জরিপের বিষয়সমূহঃ

- **সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত** সেবাসমূহ
- **সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম**সমূহ
- **সিটি কর্পোরেশন এবং নাগরিকদের মধ্যে** তথ্য-প্রযুক্তি**ভিত্তিক যোগাযোগ**
- **সিটি কর্পোরেশনের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ**
- নাগরিকদের মাধ্যমে **স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম**সমূহ
- **সেবা প্রদান বা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে পরামর্শ** প্রদান

ক. সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে নাগরিক সন্তুষ্টির মাত্রা (বিস্তারিত)

অর্থবছরে

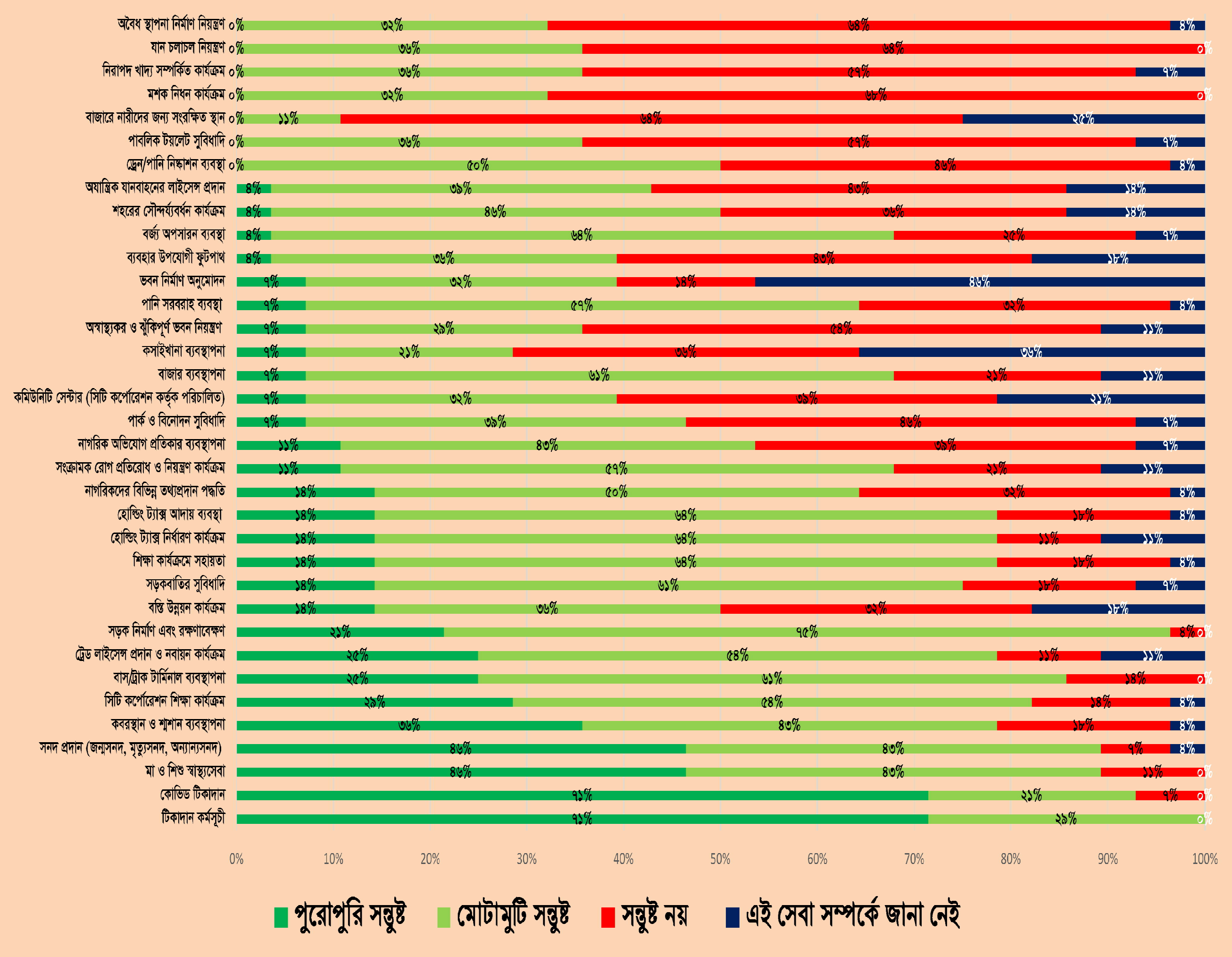

১০. নাগরিক সম্পৃক্তকরণ

১০.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভা

ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কমিটিসমূহের সভা

১০.২ সিভিল সোসাইটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএসসিসি) সভা

(জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩)

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

পরিচালনায় : মোঃ রুহুল আমিন মিঞা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

সভার স্থান : সিটি কর্পোরেশন সভা কক্ষ।

সভার তারিখ : ০৯ মার্চ ২০২২

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সকলকে সালাম ও স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত হয়। কমিটির সকল সদস্যগণকে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে উপস্থিত সকলেই নিজের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতপর সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা সভা কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত কমিটির সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করণ, নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ নাগরিকদের গোচরীভূত করা, বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ এই কমিটির মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত করা হবে। এবং এই কমিটির মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর রুপরেখা তুলে ধরেন তিনি বলেন জাইকার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা অনুযায়ি ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন-সিফোরসি প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত হয় এই সিএলসিসি কমিটি’ তিনি আরো বলেন এই কমিটিতে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয় সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সদস্য সচিব এবং সদস্য হিসাবে রয়েছেন উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার- রংপুর জেলা, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটির সভাপতি (সকল), রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সামাজিক/ সাংস্কৃতিক/যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, বেসরকারী খাত (শিল্প ও বানিজ্য), নারী প্রতিনিধি রয়েছেন। তিনি বলেন নাগরিক সুবিধার্থে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে| যেন নাগরিকগন নির্বিঘ্নে তাদের বিলসমুহ পরিশোধ করতে পারেন| সব মিলিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সকলকে নিয়ে আমরা যেন বাসযোগ্য একটি এলাকা গড়ে তুলতে পারি তাই আমাদের কাম্য|

৭৪

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা কে সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সম্পৃক্তকরণ ও সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।
জাইকা বাংলাদেশের চীফ অ্যাডভাইজার মিস নাও কো আনজাই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহানগরের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে সিএলসিসি কমিটি গঠিত হয়। সিএলসিসি সম্পর্কে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করেন জাইকা বাংলাদেশের ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা।

জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট মনি মালা রায় উপস্থাপনায় সিএলসিসির গঠন, কার্যক্রম, সাধারণ আলোচ্য বিষয়সমূহ এবং সভার আগামী পরিকল্পনা বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। পাশাপাশি নাগরিক সম্পৃক্তকরণের মাধ্যম হিসেবে ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) এবং স্থায়ী কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ কমিটির মূল কার্যক্রম হবে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট, অবকাঠামো, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, নাগরিক জরিপের ফলাফল ইত্যাদি উপস্থাপন, নাগরিক পরিষেবা, কর প্রদানের সম্মতি, গণমাধ্যমসহ নাগরিক প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া, সভায় সকল প্রতিনিধিদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হয়।
অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকল সদস্যগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত আলোচনা করার আহবান জানালে নিম্নরুপ আলোচনা হয়

- উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন ডাঃ মফিজুল ইসলাম মান্টু, অধাপক (অবঃ), রংপুর মেডিকেল কলেজ, তিনি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই একজন দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা। তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

- উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন রংপুর সিডিসি ক্লাস্টার ফেডারেশনের সভাপতি জনাব জেসমিন আক্তার তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করতে এবং দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।

- বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ ফকরুল আলম বেঞ্জু বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।

- জনাব গোলাম সাজ্জাদ হায়দার (স্বাধীন) আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স গ্রুপ ও অন্যান্য ভলান্টিয়ার গ্রুপকে বর্জ্য ব্যস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। তিনি আরো বলেন ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে করা দরকার এবং পলিথিনের উৎপাদন বন্ধসহ যত্রতত্র পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, সেইসাথে শ্যামা সুন্দরী খালের সংস্কার এবং খালটি যেন ভাগাড়ে পরিণত না হয় সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

- জনাব জয়নাল আবেদীন, সাংবাদিক, দৈনিক জবাবদিহি, বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নগরীর মডার্ণ মোড় হতে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা এবং ফুটপাথে গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে পূর্বেই স্থাপনাসমূহ চিহ্নিত কার্যক্রমে

- জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু, সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকল সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে প্রতিদিন ভোর ৫.০০ হতে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়, সড়ক সমূহ ঝাড় দেয়া ময়লা- আর্বজনাসমূহ রিক্সা-ভ্যান মারফত অপসারণ করত এস টি এস সেকেন্ডারী ডাম্পিং ষ্টেশনে জমা করা হয়। অতঃপর ডাম্প ট্রাক দ্বারা এস টি এস হতে বর্জ্য সমূহ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সংরক্ষন করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে ৩০ টি ডাম ট্রাক, ৪২ টি রিক্সা-ভ্যান,০২ টি স্কীড স্টেয়ার লোডার, ০১ টি স্কাভেটর, ০১ টি পানিবাহী গাড়ী, ৭১৪ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ৫৯ জন পরিচ্ছন্ন সুপারভাইজার, ০৫ জন পরচ্ছিন্ন পরিদর্শক, ০৩ জন সহ পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ০১ জন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন।

- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং রংপুর কালী মন্দিরের পুরোহিত শ্রী ধীমান ভট্টাচার্য্য সভায় উপস্থিত সকলকে জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে রংপুর মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য নগরী গড়তে বর্তমান পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোপূর্বে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হলেও এভাবে CLCC এর মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে আলোচনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। তিনি এই আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানান।

- জাইকা সিফরসি-২ প্রকল্পের চিফ অ্যাডভাইজার নাওকো আনজাই বলেন, জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা না করে কোন প্রকল্প গ্রহণ করলে সে প্রকল্প কখনো ফলপ্রসূ হয় না। এজন্য রংপুরের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত যাচাইকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন জরিপ, গবেষণা, বিশেষজ্ঞ মতামত, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের পদ্ধতি ইত্যাদিকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সফল করতে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে করতে হবে কারণ যাদের জন্য উন্নয়ন তারা সম্পৃক্ত হলেই কেবল উন্নয়ন সফল এবং টেকসই হবে। তিনি জাপানের উন্নয়ন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণের সাথে শেয়ার করেন। তিনি বলেন, জাপানের উন্নয়নের আলোকে বলতে পারি রংপুর সিটি কর্পোরেশন ইন্টারনেট নির্ভর বিভিন্ন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে পারে। উন্নয়ন হোক জনগণের জন্য, জনগণকে সাথে নিয়ে এবং জনগণের মাধ্যমে। এই বলেই তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে বর্জ্যসমূহ উৎসে পৃথকীকরণ অর্থাৎ পচনশীল, অপচনশীল ঝুকিপূর্ণ বর্জ্যসমূহ পৃথক সংরক্ষণ এবং সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীগনের নিকট হস্তান্তর করার বিষয়ে সিএলসিসির সদস্যগণকে জনগনের মাঝে প্রচারের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
০২	নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে মতামতের উপর ভিত্তি করে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর মাধ্যমে সকল প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে করা হলে তা অনেকটা যথোপযুক্ত হবে বলে তিনি মনে করেন	প্রশাসন শাখা
০৩	নাগরিক পরিষেবার উন্নতিতে সকল শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়েছে	প্রশাসন শাখা

সকলের বিস্তারিত আলোচনার শেষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মাঝে ব্রজ কিশোর ত্রিপুরার উপস্থাপনায় নাগরিক জরিপ পর্ব শুরু হয়। জাইকার নির্দিষ্ট ফরম্যাটে নাগরিক জরিপের ফর্মে উপস্থিত সুধীগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। উক্ত জরিপের ফলাফলের মাধ্যমে পরবর্তীতে নাগরিকগণের মতামতেই নগরীর সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক পঁচনশীল ও অপঁচনশীল বর্জ্য সব মিলিয়ে ৮০ থেকে ১২০ টন বর্জ্য অপসারণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের সীমিত জায়গায় ডাম্পিং করতে হয় যা অচিরেই বর্জ্য ডাম্পিং করা করার সক্ষমতা হারাবে ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন আনয়ন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এছাড়া নগরকে সুন্দরভাবে গড়ার জন্য নগরীর সকল নাগরিকদের নিয়ে সম্মিলিত প্রচেস্টার মাধ্যমে একটি সুন্দর নগরী উপহার দেয়া সম্ভব। রংপুর মহানগরকে বাসযোগ্য আধুনিক ও পরিবেশগতভাবে স্বাস্থ্যকর একটি নগরে রূপান্তর করতে আগামীতে নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ও সুদূরপ্রসারি বাজেট প্রনয়ন করবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন তিনি বলেন, নগরের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার নাগরিকদের মতামতকে প্রধান্য দিয়ে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের রূপরেখা থাকবে আগামী বাজেটে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে আরও গতি সঞ্চার করতে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে এ কমিটির (CLCC) সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

পরিচালনায় : জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারিখ : ০১ জুন ২০২৩ ইং, বৃহস্পতিবার।
সময় : সকাল-১১:০০ ঘটিকায়।

সভার স্থান : রংপুর সিটি কর্পোরেশন সভাকক্ষ।
উপস্থিত : উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা "পরিশিষ্ট ক"

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সকলকে সালাম ও স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। কমিটির সকল সদস্যগণকে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে উপস্থিত সকলেই নিজের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতপর সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভা কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সিটি লেভেল কো- অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত কমিটির সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করণ, নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ নাগরিকদের গোচরীভূত করা, বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সমূহ এই কমিটির মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত করা হবে। এবং এই কমিটির মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর রুপরেখা তুলে ধরেন তিনি বলেন জাইকার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা অনুযায়ী ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন-সিফোরসি প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত হয় এই সিএলসিসি কমিটি তিনি আরো বলেন এই কমিটিতে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয় সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সদস্য সচিব এবং সদস্য হিসাবে রয়েছেন উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার রংপুর জেলা, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটির সভাপতি (সকল), রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি,এনজিও প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সামাজিক/ সাংস্কৃতিক/যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, বেসরকারী খাত (শিল্প ও বানিজ্য), নারী প্রতিনিধি রয়েছেন। তিনি বলেন নাগরিক সুবিধার্থে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। যেন নাগরিকগন নির্বিঘ্নে তাদের বিলসমুহ পরিশোধ করতে পারেন ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। সব মিলিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সকলকে নিয়ে আমরা যেন বসবাস যোগ্য একটি এলাকা গড়ে তুলতে পারি তাই আমাদের মূল কাম্য।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভায় উপস্থিত প্রধান সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, বলেন মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গতিশীল কিংবা তড়ান্বিত করার জন্য উৎসকে পৃথকী করন জরুরী।এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের ভূমিকা:

- স্বীয় কর্মস্থল কিংবা আবাসস্থালের সৃষ্ট সকল বর্জ্য সিটি কর্পোরেশনের নিকট স্থানান্তর করা।
- বর্জ্য সমূহ উৎসে পৃথকীকরণ অর্থাৎ পচনশীল, অপচনশীল ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য সমূহ পৃথক সংরক্ষণ এবং সিটি কর্তৃপক্ষের নিটক স্থানান্তর করা।
- বর্জ্য সমূহ উন্মক্ত না রাখা।
- বর্জ্য সমূহ রাস্তায় খোলা জায়গা, ড্রেন, পানিতে নিক্ষেপ না করা এবং উন্নত স্থানে না পোড়ানো।

সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা:

- পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা।
- স্বীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের কঠিন বর্জ্য উৎস হতে সংগ্রহ, পরিবহণ ও ব্যবস্থাপনা।
- চিকিৎসা বর্জ্যের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রত্রিয়া জাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ এর বিধানাবলি অনুসরণ ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে উদ্বুদ্ধ করণ কর্ম সুচি গ্রহণ।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভায় উপস্থিত প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের প্রাস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের প্রাক বাজেট সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করেনঃ

আয় (উন্নয়ন হিসাব)	২০২৩-২০২৪ ইং বছরের বাজেট
(ক) উন্নয়ন হিসাবে সরকারী অনুদান	
সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের বরাদ্দ	৩০০,০০০,০০০
সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের বিশেষ বরাদ্দ	৫০,০০০,০০০

মোট উন্নয়ন হিসাবে সরকারী অনুদান	৩৫০,০০০,০০০
খ) রাজস্ব হিসাব হতে উদ্বৃত্ত	-
রাজস্ব হিসাব হতে উদ্বৃত্ত (উপাংশ-১)	-
রাজস্ব হিসাব হতে উদ্বৃত্ত (উপাংশ-২)	-
রাজস্ব হিসাব হতে উদ্বৃত	-
গ) অনুদান	-
অনুদান	-
মোট অনুদান	-
ঘ) **উন্নয়ন** সহায়তা তহবিলে প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ	-
জমি অধিগ্রহণ/জমি ক্রয়	১০০,০০০,০০০
এমজিএসপি (রাস্তা, ড্রেন, ব্রীজ ও মার্কেট)	৫০০,০০০,০০০
স্থিতিস্থাপক নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প (RUTDP)	৫০০,০০০,০০০
সিজিপি (জাইকা)	-
লোকাল গভর্নমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট (LGCRRP)	২৯৫,২০০,০০০
ডিপিপি/জলাবদ্ধতা নিরসন, জলবায়ু সহিষ্ণু ও অবকাঠামো উন্নয়ন	১০১,০০০,০০০
রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহের উন্নয়ন।	৩,৫৩৪,৯৫৯,০০০
সিটি কর্পোরেশনের জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	১০২,৯০০,০০০
সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ টি ওয়ার্ডের রাস্তায় সড়ক বাতি স্থাপন	১৫০,৫০০,০০০
ভারতীয় অর্থায়নে সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	১৩০,০০০,০০০
শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০,০০০,০০০
কেডি ক্যানেল খাল উন্নয়ন প্রকল্প	১০০,০০০,০০০
চিকলী পার্ক (১ম পর্যায়)	২০০,০০০,০০০
আধুনিক কশাইখানা স্থাপন	২০,০০০,০০০
UNDP/NGO (লেট্রিন, ফুটপাত, নলকূপ ও ছোট ড্রেন)	২০,০০০,০০০
রাজস্ব তহবিল (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২০০,০০০,০০০
পরিবহন পুলের বিল্ডিং/সেড/ওয়ার্কসপ নির্মাণ	৫০,০০০,০০০
ফ্লাই ওভার/ফুট ওভার ব্রীজ	২০,০০০,০০০
সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজম্যান্ট	১০০,০০০,০০০
প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন (LIUPC)	৫০,০০০,০০০
ব্যাংক সুদ	-
মোট উন্নয়ন সহায়তা তহবিলে প্রকল্প সমূহের বরাদ	৬,৬৭৪,৫৫৯,০০০
মোট উন্নয়ন সহায়তা তহবিল হতে আয়	৭,০২৪,৫৫৯,০০০

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভায় উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ আনিচুজ্জামানকে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের চলমান ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

প্রকল্পের নাম	**অগ্রগতি (%)**
ক) রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি প্যাকেজের মধ্যে ১৪ টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২০টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	ক) কাজের গড় অগ্রগতি ৯৮%
খ) ভারতীয় অর্থায়নে "Rehabilitation and Improvement of Different Roads in Rangpur City" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫ টি প্যাকেজের মধ্যে ৯টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	খ) কাজের গড় অগ্রগতি ৯২%

গ) "রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় সড়ক বাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	গ) কাজের গড় অগ্রগতি ৬৬%
ঘ) "রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	ঘ) কাজের গড় অগ্রগতি ২৬%
ঙ) রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন/রাজস্ব তহবিলের আওতায় ৪৯টি প্যাকেজের মধ্যে ২০টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৯টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	ঘ) কাজের গড় অগ্রগতি ৫৬%

জাইকা বাংলাদেশের চীফ অ্যাডভাইজার মিস নাও কো আনজাই ভার্চুয়ালি এই সভায় উপস্থিত ছিল

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভায় উপস্থিত জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা কে সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সম্পৃক্ত করণ ও সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

জাইকা বাংলাদেশের ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা শুরুতেই তিনি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে একটি নাটিকা উপস্থাপন করেন,নাটিকাটিতে হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করন এবং নগরির উন্নয়নে হোল্ডিং ট্যাক্স এর ভুমিকা অপরিসীম সেটি দেখানোর ও বোঝানোর চেস্টা করেন।

জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর ত্রিপুরার উপস্থাপনায় সিএলসিসির গঠন, কার্যক্রম, সাধারণ আলোচ্য বিষয় সমূহ এবং সভার আগামী পরিকল্পনা বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। পাশাপাশি নাগরিক সম্পৃক্ত করণের মাধ্যম হিসেবে ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) এবং স্থায়ী কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ কমিটির মূল কার্যক্রম হবে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট, অবকাঠামো, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, নাগরিক জরিপের ফলাফল ইত্যাদি উপস্থাপন, নাগরিক পরিষেবা, কর প্রদানের সম্মতি, গণমাধ্যম সহ নাগরিক প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া, সভায় সকল প্রতিনিধিদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হয়

অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, উপস্থিত সকল সদস্যগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত আলোচনা করার আহবান জানালে নিম্নরুপ আলোচনা হয়ঃ

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব আলহাজ্ব মাহবুব আলম (সমন্বয়কারী,বাংলাদেশ পল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ,রংপুর)** তিনি বলেন উন্নত দেশগুলো যেভাবে বর্জ্যকে বিভিন্ন প্রসেস এর মাধ্যমে পন্য হিসেবে ব্যবহার করে, ঠিক সেভাবে আমাদেরকেও বর্জকে পন্যে রুপান্তরিত করতে হবে।প্লাস্টিক বর্জ্য,পচনশীল বর্জ্য ও অপচনশীল বর্জ্যের আলাদা আলাদা ডাস্টবিন ব্যাবহার করতে হবে,এবং সেগুলোর হিসাব রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন মেডিক্যাল বর্জ্য যেমন সিরিজ,নিপিল ও অন্যান্য বর্জ্য সমূহ কে একটি নির্দিস্ট জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করে সেগুলোকে আবার ব্যাবহার উপযোগি করা যায় কিনা তার ব্যবস্থা করা।আর সেটা করতে হলে অবশ্যই ভাল দক্ষ একজন কনসাল্টেন্ট এর প্রয়োজন হবে।সর্বশেষে তিনি উপস্থিত সবাইকে হোল্ডিং ট্যাক্স দেয়ার জন্য আহোবান জানান।

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ ফকরুল আলম বেঞ্জু বলেন**, রাজস্ব আয় এবং সিটি কর্পোরেশন এর উন্নয়নের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স, এবং লাইসেন্স ফি এর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।টিনশেড বাড়ি, বহুতল ভবনের হোল্ডিং ট্যাক্স রেট এবং বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ফি সম্পর্কে সাধারন জনগনকে জানাতে হবে।সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যেসব পুরাতন পুকুর রয়েছে সেগুলোকে পরিস্কার পরিছন্ন

করে পুনর্জীবিত করা।স্কুল কলেজ,মসজিদ এবং বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালের দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে সোন্দর্য নস্ট করা হচ্ছে।যারা পোস্টার লাগাচ্ছে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা।আধুনিক ট্রাফিক সিগনাল বাতী আছে কিন্তু ব্যবহার নাই,সিগনাল বাতী গুলো যাতে ব্যবহার করা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।অটো রিক্সা,রিক্সা এবং অটো যেগুলো রাস্তায় চলাচল করে তাদের জরিমানা সম্পর্কে চালকদের মাঝে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা।সর্বশেষে তিনি বলেন শ্যামাসুন্দরীতে নয় নির্দিস্ট জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলে ,শহরকে পরিস্কার রাখুন।

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব অধ্যাপক শাহ আলম (অবসর), লেখক,সাহিত্যিক রংপুর**,তিনি ভ্রাম্যমান সাস্থ্যসেবা চালু করার কথা বলেন,জনসাধারন যাতে অসুস্থ্য বোধ করলে প্রাথমিক চিকিৎসা পায়,যেমন প্রেসার মাপা,ডায়াবেটিকস পরিক্ষা করা,বিশেষ করে মাতৃ সেবা প্রদান।রাস্তায় ইট,বাল, খোয়া, পাথর রাখার কারনে চলাচলের ব্যঘাত ঘটে।নিজ নিজ ওয়ার্ড কাউন্সিলর দের সচেতনামুলক প্রচারনা সহ এ বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করতে হবে।তিনি আরোও বলেন হোল্ডিং টাক্স অর্থ বছরের কোন সময় দিলে কত পার্সেন্ট রিবেট পাওয়া যায় এবং বকেয়া হলে সারচার্জ কত পার্সেন্ট হয় এবং শাস্তির বিধীবিধান আইন সম্পর্কে জনসচেতনামুলক প্রচারনা করা প্রয়োজন।এবং নাগরিক অভিমত জরিপ করে সেগুলো নিয়ে কাজ করা।
- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব গোলাম সাজ্জাদ হায়দার (স্বাধীন) আরবার কমিউনিটি ভলান্টিয়ারর্স** বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স গ্রুপ ও অন্যান্য ভলান্টিয়ার গ্রুপকে বর্জ্য ব্যস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।তিনি বলেন বর্জ্য ব্যবস্থপনা আরোও গুরুত্বের সাথে করা দরকার এবং পলিথিনের উৎপাদন বন্ধসহ যত্রতত্র পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে সেইসাথে পাঠের তৈরী জিনিস পত্রের ব্যবহারে জোরদার করতে হবে।সর্বশেষে তিনি বলেন জনসচেতনামুলক পোস্ট এবং ভিডিও নিয়মিত সিটি কর্পোরেশন ওয়েব সাইট ও ফেইজবুকে আপডেট করতে হবে।

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব তৌহিদুল ইসলাম বাবলা,রিপোর্টাস ক্লাব,** বলেন সিটি কর্পোরেশন নগরীতে চলাচলরত যানবাহন গুলো এলোমেলো ভাবে চলাচল করে,এসব যানবাহনের জন্য নির্দিস্ট লেন এবং জরুরী যানবাহন চলাচলের জন্য আলাদা লেন করে দেওয়ার জন্য আহবান করেন।

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব মনোয়ারা বেগম, সমাজ কর্মী**, তিনি বলেন সিটি বাজারের সামনেই ফল বাজার থাকায় যাতায়াত করার সময় পচা পচা অনেক দূর্গন্ধ পাওয়া যায়। তাই ফল বাজার টি অন্যত্র জায়গায় স্থানান্তর করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বলেন।বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেন,বাসাবাড়িতে যেসব কর্মচারী ময়লা নেওয়ার জন্য যায় তারা অনেক দেরিতে যায়, তারা যেন ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ এ যাওয়ার আগেই ময়লা আবর্জনা নিয়ে যায়। নগরীর পাবলিক টয়লেট গুলোতে মহিলাদের ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি করা।সর্বশেষে তিনি হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কে বলেন যে হোল্ডিং ট্যাক্স বিল দেয়ার পর ভালভাবে মনিটরিং করার প্রয়োজন।এবং যারা বকেয়া ট্যাক্স দেয় না তাদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে বকেয়া ট্যাক্স আদায় করা।

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব হাছনা চৌধুরী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ**, রংপুর তিনি বলেন নগরীর ফুটপাত গুলো অবৈধভাবে বিভিন্ন ধরনের হকার, মুচি, পানের দোকানদারদের দখলে থাকার কারনে চলাচলের সমস্যা হচ্ছে। অবৈধভাবে থাকা দোকান গুলো স্থানান্তর করে তাদের অন্যত্র জায়গায় ব্যবস্থা করার জন্য বলেন।বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে যেয়ে তিনি বলেন,বাসাবাড়িতে যেসব কর্মচারী ময়লা আবর্জনা নেওয়ার জন্য যায় তারা নিয়মিত যায় না ,তারা যেন নিয়মিত যায় সে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন

০১	নগরের বেশির ভাগ ফুটপাত হকার ও দোকানিদের দখলে রয়েছে। স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী, রাস্তা বা ফুটপাত দখল করে কেউ কোনো জিনিস বা পণ্য রাখলে তা বাজেয়াপ্ত করা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত নিয়ম অনুযায়ী সিটি করপোরেশনের উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে স্থায়ীভাবে ফুটপাত দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়েছে।	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
০২	বাসাবাড়িতে যেসব কর্মচারী ময়লা নেওয়ার জন্য যায় তারা যাতে খুব তারাতারি ময়লাসমূহ সংগ্রহ করে সি বিষয়ে এবং সমগ্র নগরীর সকল বর্জ্যসমূহ দিনের পরিবর্তে রাতে সংগ্রহ করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
	রাস্তায় ইট,বালু, খোয়া, পাথর রাখার কারনে চলাচলের ব্যঘাত ঘটে।নিজ নিজ ওয়ার্ড কাউন্সিলর দের সচেতনামুলক প্রচারনা সহ এ বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালনের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	সাধারণ শাখা রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

সকলের বিস্তারিত আলোচনার শেষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মাঝে ব্রজ কিশোর ত্রিপুরার উপস্থাপনায় নাগরিক জরিপ পর্ব শুরু হয়। জাইকার নির্দিষ্ট ফরম্যাটে নাগরিক জরিপের ফর্মে উপস্থিত সুধীগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। উক্ত জরিপের ফলাফলের মাধ্যমে পরবর্তীতে নাগরিকগণের মতামতেই নগরীর সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মাননীয় মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন মহোদয় বলেন jica যে নাগরিক মতামতের প্রতিবেদন তৈরি করেছ এবং যে বিষয় গুলোতে তারা সন্তোস্ট না সেগুলোতে বেশি বেশি কাজ করতে হবে। পুরোপুরি কাজ সম্পুর্ন না করতে পারলেও কাছাকাছি যাতে হয় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষ চায় সকাল বেলা উঠে যেন তারা তার শহর টাকে পরিস্কার পরিছন্ন থাকে।আমরা যথাসাধ্য চেস্ট করে যাচ্ছি এবং সেই লক্ষে বর্জ ব্যবস্থাপনা শাখাকে তিনটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। এবং আনুপাতিক হাড়ে প্রত্যেকটি জোনে জনবল ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।একেকটি জোনে ১১ টি করে ওয়ার্ড রয়েছে। ০১লা জুলাই ২০২৩ ইং থেকে রাত্রি কালিন পরিস্কার পরিছন্নতার কাজ শুরু হবে। এজন্য ১ মাস ব্যাপি প্রচারনা করা হবে। মেয়র মহোদয় সবাইকে রাতের মধ্যেই বাসাবাড়ি এবং দোকান-পাট বন্ধ করার সময় ময়লা আবর্জনা নির্দিস্ট স্থানে রাখার জন্য বলেন।এ জন্য নাগরিক সচেনতার বিশেষ প্রয়োজন।আমাদের দৈনিক পঁচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সব মিলিইয়ে ৮০ থেকে ১২০ টন বর্জ্য অপসারণ করতে হয। সেক্ষেত্রে আমাদের সীমিত জায়গায় ডাম্পিং করতে হয়। বর্জ্য ডাম্পিং এর জন্য আমাদের জমির প্রয়োজন এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ (দশ) শতাংশ করে দুইটি স্থানে বর্জ্য ডাম্পিং স্টেশন (প্রস্তাবিত) করার জন্য মন্ত্রনালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। Solid waste Management নামে একটি প্রজেক্ট সাবমিট করা হয়েছে।

হকার্স মার্কেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন মার্কেটটি অপরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা হয়েছে,মার্কেটে প্রবেশ পথ এবং বাহির পথ থেকে শুরু করে ভিতরের দোকান গুলো পরিকল্পিত ভাবে তৈরী করা হয়েছে। মার্কেটটি ভেঙ্গে আবার নতুন পরিকল্পিত ভাবে তৈরী করতে হবে। যাতে করে জনসাধারন সস্থির সাথে মার্কেটে যেতে পারে।

এছাড়া নগরকে সুন্দরভাবে গড়ার জন্য নগরীর সকল নাগরিকদের নিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি সুন্দর নগরী উপহার দেয়া সম্ভব। রংপুর মহানগরকে বাসযোগ্য আধুনিক ও পরিবেশগতভাবে স্বাস্থ্যকর একটি নগরে রূপান্তর করতে আগামীতে নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তব সম্মত ও সুদূর প্রসারি বাজেট প্রনয়ন করবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন তিনি বলেন, নগরের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার নাগরিকদের মতামতকে প্রধান্য দিয়ে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের রূপরেখা থাকবে আগামী বাজেটে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে আরও গতি সঞ্চার করতে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে এ কমিটির (CLCC) সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।